Vol. 22 | No. 1 | 1978

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ ব্রজমোহন দাস বিরচিত (১৬২০ খ্রীস্টাব্দ)

Volume	22
Issue	1
Year	1978
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	December 1, 1978
DOI	10.62328/sp.v22i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i1.7
Pages	129-193
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ

ব্রজমোহন দাস বিরচিত (১৬২০ খ্রীস্টাব্দ)

আহমদ শরীফ

ব্রজমোহন দাস বিরচিত 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ' গ্রন্থের একমাত্র পাণ্ডুলিপিই অবশিষ্ট রয়েছে। এ দুর্লভ একক পুথিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার একটি অনন্য সম্পদ। কেননা বৈষ্ণব মহাজনদের গুরু কিংবা শিষ্য-পরম্পরা নিয়ে বৈষ্ণব সমাজে যে সব বির্তক রয়েছে, তার কিছু কিছু সমাধান মিলবে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থের সন্ধান জানতেন কেবল পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর 'বাঙালীর সারস্বত অবদান' নামের গ্রন্থে এই পুথির উল্লেখ করেছেন। আর সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে এর সামান্য পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া আর কোন বিদ্বান এ গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। প্রকাশিত ও বহুল ব্যবহৃত না হওয়ায় গ্রন্থটি স্বল্প পরিচিত। বৈষ্ণব সমাজের পক্ষে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিমেয়। আমরা তাই গ্রন্থটি সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছি।

লিপিকর ও লিপিকাল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত এ গ্রন্থটির ক্রমিক সংখ্যা ১৬৭৩। ভাঁজ করা তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। পঞ্চাশ পত্রে সমাপ্ত। লিপিকাল ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ। লিপিকর কৃষ্ণবল্লভ শর্মা। পুষ্পিকা এ রূপ :

ইতি শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপে সঙ্গোপাঙ্গ গ্রন্থ সম্পূর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণবল্লভ শর্ম্মণ স্বাক্ষরমিদং স্বকীঞ্চ।
শুভমস্তু শকাব্দ ১৬২৫ তেরিখ ১৩ ফাল্গুন।
শ্রীকৃষ্ণ শরণং।

গ্রন্থোৎপত্তি ও রচনাকাল ;

প্রণাম করিয়া আগে গুরুর চরণ
দীক্ষা শিক্ষা প্রকাশ কবেহ হইল।
শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ সংক্ষেপেতে
সপ্রমাণে পয়ারে কহিব সাধুমতে।
৩৩৪ [১৩৪ ?] অব্দে গূঢ়াবতারহিক শ্রীচৈতন্যসমূক
নিত্যানন্দ সহানেত পাত্রদান ভক্ত সঙ্গ কাল।

অতএব, ব্রজমোহন দাস চৈতন্যদেবের শিক্ষা, দীক্ষা ও লীলার প্রকাশকাল বর্ণনার জন্যেই গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ'। সপ্রমাণ এবং প্রমাণিত তথ্যই পরিবেশনের অঙ্গীকারে তিনি গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। এতে

বোঝা যায়—এ গ্রন্থে তিনি তাঁর সমকালে চালু অনেক তথ্যের ভুল নিরসনের জন্যে লেখনী ধারণ করেছিলেন। একশ' বছরের মধ্যে শিষ্য-পরম্পরা ও শাখা নির্ণয় নিয়ে ভুল ধারণা বা বিতর্ক শুরু হয়েছিল। উল্লেখিত অব্দটা স্পষ্টত ভুল। এটি ১৩৪ চৈতন্যাব্দ হওয়ার কথা। তা হলে ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি এ গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। প্রাপ্ত পুথির লিপিকালই হচ্ছে ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ, কাজেই কবি নিঃসন্দেহে সতেরো শতকের লোক।

ব্রজমোহন দাস তাঁর অনুসৃত ও আদর্শ দুটো গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। একটা মুরারি গুপ্তের 'চৈতন্যচরিত' অপরটি 'শ্রীচৈতন্যভাগবত।' যথা :

চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন
শ্রীচৈতন্য ভাগবত যে কৈল বর্ণন।
মুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্য চরিত
তাহাতে দেখিয়া সূত্র লেখিয়ে কিঞ্চিত।
আদি খণ্ডে মধ্য খণ্ডে শেষ খণ্ডে আর
তার সূত্র সংক্ষেপেতে করিব বিস্তার।
আদি খণ্ডে বিদ্যার বিলাস প্রাধান্যতে
মধ্যখণ্ডে সংকীর্তন প্রকাশ জগতে।
শেষ খণ্ডে ন্যাসীরূপে স্থিতি নীলাচলে
নিত্যানন্দে সমর্পিয়া গৌড় মণ্ডলে।

এ অংশ থেকে রচনা কাল অনুমান করা সম্ভব। মুরারি গুপ্তের কড়চাই চৈতন্যদেবের আদি চরিতগ্রন্থ এবং চৈতন্যদেবের জীবৎকালে রচিত। এটি সংস্কৃতে রচিত এবং শ্লোকাকারে গ্রথিত। এখানে সেই শ্লোক-সূত্রের উল্লেখ রয়েছে। ইনি চৈতন্য-জীবনের আদিকাণ্ড তথা সন্ন্যাস জীবন অবধি (গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন অবধি) বর্ণনা করেছিলেন। পরবর্তী অংশ অর্থাৎ নীলাচলে চৈতন্যদেবের অন্তিমকাল অবধি জীবনকথা বৃন্দাবন দাসের ভাগবত থেকেই নেয়া। বৃন্দাবন দাসই চৈতন্যদেবের প্রথম বাঙলা জীবনী রচয়িতা। এ গ্রন্থের আদি নাম চৈতন্যমঙ্গল (আনু. ১৫৪৮-৫৫ সনের মধ্যে রচিত)। স্বীকৃত তথ্য এই যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্য-লীলার ব্যাস এবং তাঁর চৈতন্যমঙ্গলকে কৃষ্ণভাগবতের অনুকরণে চৈতন্যভাগবত বলে সপ্রশংস উল্লেখ করায় ভক্তজনের আগ্রহে ও সমর্থনে 'চৈতন্যমঙ্গল' 'চৈতন্যভাগবত'-রূপে পরিচিত হতে থাকে।

"ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস/চৈতন্য মঙ্গলে ব্যাস বৃন্দাবন দাস"—(চৈ. চ.)। অন্য একটি মত হচ্ছে : লোচনদাসও প্রায় সমসময়ে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে চৈতন্যচরিত রচনা করেন। অভিন্ন নামের দুই গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে মাতা নারায়ণীর পরামর্শে বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন। কিন্তু এ সব বানানো গল্প। কেননা লোচন দাসের গ্রন্থে লোচন দাস বৃন্দাবন দাস ও তাঁর গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন তাঁর পূর্ব-বর্তী বৈষ্ণব লেখকদের প্রসঙ্গে :

শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে
জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে।
পরমেশ্বর দাস আর বৃন্দাবন দাস
কাশীশ্বর রূপ সনাতন প্রকাশ।
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর
সবে মিলি আসি কৈল ভকতি প্রচার।
(সূত্র খণ্ড : পৃ-৩,৩৪)

লোচন দাসের গ্রন্থ ১৫৬০-৬৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত বলে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেন। ব্রজমোহন দাস গ্রন্থ-মধ্যে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে 'চৈতন্য মঙ্গল' নামেই উল্লেখ করেছেন, 'ভাগবত' রূপে নয়। যথা—"চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাসে/শ্রীবলরামের রাস লিখেন বিশেষে" (পুথি পৃ-২৯ ক)। গ্রন্থের শেষের দিকে আবার ভাগবতরূপে উল্লেখ করেছেন (পূর্বোদ্ধৃত)। 'প্রেম বিলাসে' রয়েছে অন্য একটি তথ্য : "চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল/বৃন্দাবনের মহান্তরা ভাগবত আখ্যা দিল।"

মুরারি গুপ্ত বর্ণিত আদি লীলা অকৃত্রিম বলে স্বীকৃত। তাঁর গ্রন্থের মধ্য ও শেষ লীলা অন্য কারো যোজনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্টভাবেই বলেছেন :

১. আদি লীলা মধ্যে যত প্রভুর চরিত
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিল গ্রন্থিত।
মধ্য-শেষ প্রভুলীলা স্বরূপ দামোদর
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।

২. দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি
মুখ্য মুখ্য লীলা–সূত্র লিখিয়াছে বিচারি।
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।

[স্বরূপ দামোদর লিখিত সূত্র-গ্রন্থ পাওয়া যায় নি]

অতএব ব্রজমোহন দাস সংস্কৃতে ও বাঙলায় রচিত দুটো আদি গ্রন্থ অবলম্বন করেছিলেন তাঁর বক্তব্যের প্রমাণক হিসেবে। সংস্কৃতটি চৈতন্যের জীবৎকালে রচিত। নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবন দাস প্রধান প্রধান চৈতন্য পার্ষদদের থেকেই বাঙলাটির তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এবং চৈতন্যের তিরোভাবের ১৫ থেকে ২২ বছরের মধ্যেই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্য চরিতামৃত' একাধারে চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যদর্শন তথা বৈষ্ণবতত্ত্ব গ্রন্থ। ব্রজমোহন দাস তেমন সর্বজনশ্রদ্ধেয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি অনুসরণ করেন নি [পুথির ২১ক-খ ও ২২খ পৃষ্ঠায় লিপিকর প্রমাদে চৈতন্যতত্ত্বামৃতই চৈতন্য-চরিতামৃত হয়েছে বলে মনে হয়]। বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রমাণ ও সমর্থন সন্ধান করেছেন তিনি পুরাণ ভাগবত প্রভৃতি থেকে। তাই মনে হয় 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ' রচনাকালে হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা 'চৈতন্য চরিতামৃত' তাঁর হাতে এসে পৌঁছে নি অথবা তাঁর গ্রন্থ 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এর পূর্বে রচিত। তা ছাড়া এ গ্রন্থে চৈতন্যদেবের শিষ্য-উপশিষ্য-পরম্পরার যে শাখা-প্রশাখা-উপশাখা বর্ণিত, তাও দীর্ঘ বা দূর বিস্তৃত নয়, চার পুরুষের অধিক নয় কোনটাই। এ সব তথ্যে গুরুত্ব দিয়ে আমরা চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে রচিত বলে অনুমান করি। **পদকার বংশীবদন** কবির সমকালীন বলে মনে হয়—"করি শুদ্ধ মন শ্রীবংশীবদন/বন্দেহোঁ লোটি ধরণী/যাহার সঙ্গীত রসএ জগত/ মোহিল সকল পুণি" (বন্দনা)।

বর্ণিত বিষয়

১. এই গ্রন্থে চৈতন্য পার্ষদদের নাম ও নিবাস ২. বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রাচীনতার ও উদ্ভবের ইতিকথা ৩. শিষ্য-পরম্পরা ৪. চৈতন্যের আবির্ভাব, শৈশব-বাল্য-সন্ন্যাস ও লীলা-প্রকাশ বর্ণিত রয়েছে।

চৈতন্য পার্ষদদের নাম-নিবাস এবং বিভিন্ন গুরুর শিষ্য-পরম্পরার ও শাখা-প্রশাখার বর্ণনা-সম্বলিত বলেই এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয় এবং সে কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। হয় তো সত্য-পরিচয় উদঘাটিত হলে মিথ্যা-পরিচয়-প্রসূত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বিনষ্ট হবে আশঙ্কায় এমন একটি গ্রন্থের প্রচার ও খ্যাতি বৈষ্ণব গুরুরা সযত্নে পরিহার ও লোপ করতে চেয়েছেন। অথবা বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলে এ গ্রন্থ বর্জিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটিতে রাগাত্মিকা সাধনার প্রবণতার আভাস আছে। হয় তো এটি সহজিয়াদের আদি গ্রন্থ। অথবা কবি গৌরপারম্যবাদী বা 'গৌরনাগরভাবপন্থী'। চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপের প্রথমেই রয়েছে দীর্ঘবন্দনা। বন্দনার প্রথম ও ক্ষুদ্রাংশে রয়েছেন মাত্র : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, সীতাদেবী ও অদ্বৈতাচার্য—এ চারজন। তাতে আবার নিত্যানন্দকে বলরাম ও চৈতন্যকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **বন্দনার প্রথমাংশে** : 'দোয়াপরে দুইভাই রাম ও কানাই/কলি অবতারে নাম চৈতন্যনিতাই।' দীর্ঘ বন্দনার দ্বিতীয়াংশে রয়েছেন : চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শচীদেবী, জগন্নাথ, বিশ্বরূপ, কমলা (চৈতন্য পত্নী), বিষ্ণু-প্রিয়া (পত্নী), নিত্যানন্দ মাতা পদ্মাবতী, পিতা হাড়াই পণ্ডিত, জাহ্নবী (নিত্যানন্দ স্ত্রী), বীরভদ্র, বীরভদ্রপুত্র, অদ্বৈত-পত্নী সীতা, অচ্যুতানন্দ (অদ্বৈত পুত্র), যবন হরিদাস, শ্রীনিবাস পণ্ডিত, মালিনী, নারায়ণী, মুরারি গুপ্ত, গদাধর দাস, মুকুন্দ, রাজা সদানন্দ (বৈদ্য), নরহরি, মুকুন্দপুত্র রঘুনন্দন, তাঁর পুত্র কানাই ঠাকুর, রামানন্দ রায়, বক্রেশ্বর মিশ্র, রামানন্দ মিশ্র, কাশীশ্বর, বিষ্ণুপুরী, গোবিন্দ গোঁসাই, বড় কৃষ্ণদাস, সার্বভৌম ভট্ট, পরমানন্দপুরী, পণ্ডিত দামোদর, কুলুব মাধবপুরী, গোপীনাথ পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর, নারায়ণ, পীতাম্বর, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, হরিহর পণ্ডিত, জগন্নাথ আচার্য, নারায়ণ আচার্য, শঙ্কর আচার্য, পীতাম্বর আচার্য, শ্রীরাম পণ্ডিত, নীলাম্বর চক্রবর্তী, গঙ্গাদাস বিদ্যা-নিধি, সদাশিব আচার্য, শ্রীগর্ভ আচার্য, শুক্লাম্বর আচার্য, শ্রীনিধি আচার্য, শ্রীধর পণ্ডিত, কবীন্দ্র আচার্য, দ্বিজ রামদাস, বনমালী, হলায়ুধ, বিজয় নন্দন আচার্য, ঈশান আচার্য, গরুড়ধ্বজ আচার্য, গঙ্গাদাস আচার্য, সাধুবর্ষ, আচার্য বল্লভ, বনমালী, কাশীনাথ, দুর্লভ আচার্য, কেশব ভারতী, দামোদর সূরী, কুলুব রাঘবপুরী, পরমানন্দ অবধূত, রামচন্দ্রপুরী, নরসিংহতীর্থ, নৃসিংহানন্দ, সদানন্দ ভারতী, সুখানন্দ, ব্রহ্মানন্দপুরী (যাদব), গোবিন্দপুরী, কেশবপুরী, বিশ্বেশ্বরপুরী, চিদানন্দ, অনুভবানন্দ, প্রবোধানন্দ, কৃষ্ণানন্দপুরী, কাশী মিশ্র, পুরন্দর, জগদানন্দ আচার্য, নীলাম্বর পণ্ডিত, সনাতন পণ্ডিত, গঙ্গাদাস ভদ্র, বাসুদেব ভদ্র, রামভদ্র, মুকুন্দ ভদ্র, সদাশিব কবিরাজ, বনমালী কবিরাজ, শিবানন্দ সেন, মৌলি সেন, রামতীর্থ, কাঙাল হরি (কবির সমকালীন) রায়চক্রবর্তী (বঙ্গে হএ যার ঘর), (উড়িষ্যার) প্রতাপরুদ্র, রায়পট্টক, শ্রীরামদাস, শ্রীসুন্দরানন্দ, পুরুষোত্তম দাস, গৌরীদাস পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, কমলাকর পিপিলাই, উদ্ধারণ দত্ত, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, বড় বলরাম দাস, (পদকার) বড়গাছাবাসী কৃষ্ণ দাস (ওর্ফে বিহারী), পরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, শ্রীনাথ, জগন্নাথ, সূর্যদাস-কৃষ্ণদাস-গৌরীদাস (তিনভাই), গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেব ঘোষ (তিন ভাই), বৃন্দাবন দাস (চৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা), গোপাল বসু, সারঙ্গ ঠাকুর, নৃসিংহ (চৈতন্য দাস), শ্রীবংশীবদন (পদকর্তা), পরমানন্দ অবধূত, কৃষ্ণতীর্থ, অনন্তপুরী, বলরাম দাস (বঙ্গেতে যাহার ঘর), গোকুলানন্দ, রূপ-সনাতন গোসাঞি, শ্রীজীব গোস্বামী (রূপ-সনাতনের ভাইপো), কবিচন্দ্র ঠাকুর, নাগর যুবাই (সমকালীন), কামদেব, শ্রীল নারায়ণ চক্রবর্তী (কামদেব পুত্র), সাধুবর্ষ ভাগবতাচার্য, শ্রীমৎ গোসাঞি, আচার্য চক্রপাণি ও তৎপুত্র কেশব ও কমলাকান্ত, বিষ্ণু দাস আচার্য, শ্যামদাস আচার্য, হরিদাস (ওর্ফে জাঙ্গলি)—এঁদের মধ্যে কবির সমকালীনও আছেন অনেকে। কবি নাম শুনেও অনেক অপরিচিত জনের বন্দনা করেছেন। তাই বলেছেন :

অক্করানুরোধে (ছন্দের খাতিরে) আপনার বোধে
করিল এ গ্রন্থন (বন্দনাংশ)।

বুঝিতে হো নারি অনুভব করি
ছোট বড় কোন্ জন।
অতএব দোষ আন্ধার অশেষ
ক্ষেমিবে মাধব-জন (কৃষ্ণভক্ত)
অগ্রে বা পশ্চাতে গ্রন্থন ইহাতে
না বুঝি কৈল যেমন।

বাঙলায় রচিত দেবকীনন্দন দাসের বৈষ্ণববন্দনা (২১৪ জন) এবং এক বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণববন্দনা আর সংস্কৃতে রচিত জীব গোস্বামীর 'বৈষ্ণববন্দনা' (২০৩ জন) ছাড়াও সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধানে ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব-বন্দনায় চৈতন্য-পার্ষদ-পরিকরদের নাম মেলে। ব্রজমোহনের বন্দনায় (১৬২ জন) বিবৃত নাম ও পরিচয় সেগুলোর সঙ্গে তুলনীয়। বন্দনার পরেই রয়েছে পার্ষদদের নাম ও নিবাস।

ব্রজমোহন দাস সম্ভবত 'কানাইগ্রামে' বসে 'জন্ম পাট নিরূপণ' অধ্যায় ''দেখিয়া প্রাচীন খত সংক্ষেপে রচনা'' করেছেন।

১. চৈতন্য-পার্ষদদের নাম ও নিবাস নিম্নরূপ

নাম	জন্মস্থান
১. অদ্বৈত গোসাঞি (আচার্য), [চৈতন্য-নিত্যানন্দের অগ্রজ, জন্ম 'দীপান্বিতা অমাবস্যা কার্তিক মাসেতে।']	শান্তিপুর।
২. নিত্যানন্দ [মাতা পদ্মাবতী, পিতা হাড়ো পণ্ডিত, জন্ম 'মাঘে শুক্ল ত্রয়োদশী ভূমিসূত বারে'। বিশবছর ধরে তীর্থ ভ্রমণ। মথুরায় বিশ্রাম। নদীয়ায় আগমন ও নন্দন আচার্যের ঘরে বাস, পরে শ্রীনিবাসের ঘরে বাস।]	একচাকা-খণ্ডপুর।
৩. গদাধর পণ্ডিত[১]/শ্রীরাম পণ্ডিত/শ্রীনিবাস চন্দ্রশেখর/ মুরারি গুপ্ত	শ্রীহট্ট।
৪. পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও বাসুদেব দত্ত	চাটিগ্রাম।
৫. হরিদাস ঠাকুর	বুড়ণ।
৬. পরমানন্দ, শ্রীবিষ্ণু	পুরীর তীরে।
৭. গদাধর দাস]	আজুনিয়া দহ।
৮. শিবানন্দ সেন]	কাচোড়া।

১. গদাধর পণ্ডিত চট্টগ্রামের মাধব মিশ্রের সন্তান বলে উল্লেখিত, চৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃঃ ৫৭৩।

নাম	জন্মস্থান
৯. নরহরিদাস, রঘুনন্দন	খণ্ড।
১০. রামানন্দ রায়	দ্রাবিড়দেশ।
১১. অভিরাম ঠাকুর	অজ্ঞাত।
১২. সুন্দর হরিদাস	মহিষপুর।
১৩. সদাশিব কবিরাজ, পুরুষোত্তম দাস	বোধখানা।
১৪. জগদীশ পণ্ডিত	ভেকলিয়া।
১৫. সনাতন দত্ত, উদ্ধব দাস, পরমেশ্বর দাস	খড়দহ।
১৬. বলরাম দাস	দোগাছা।
১৭. বদনানন্দ	বাগনপাড়া।
১৮. সনাতন, রূপ, জীব	ফতয়ারাজ্য (ফতেয়াবাদ পরগনা)
১৯. পরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত	থাগুনিয়া।
২০. ধনঞ্জয় পণ্ডিত	বেনড়া।

২. **নদীয়ায় জাত মহাজনগণ**

১. চারভাই—জগন্নাথ, সূর্যদাস, গৌরদাস, কৃষ্ণদাস এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য	নবদ্বীপ।
২. নারায়ণী ও তাঁর পুত্র বৃন্দাবন দাস	আলবাটি। (আলুরাঢ়ি) নবদ্বীপ।

৩. রত্নেশ্বর আচার্য/গোপীনাথ পণ্ডিত/দামোদর/শঙ্কর পণ্ডিত/নীলাম্বর চক্রবর্তী/নারায়ণ মিশ্র/শ্রীমান পণ্ডিত/সুদর্শন মিশ্র/সদাশিব আচার্য/শ্রীগর্ভ/নকুল আচার্য/কবিচন্দ্র চক্রবর্তী/খোলাবেচা শ্রীধর [কৃপা করি প্রভু খোলাবেচা দূর কৈল] /শ্রীনিধি আচার্য/গঙ্গাদাস পণ্ডিত/বিদ্যাবিদ আচার্য/বল্লভাচার্য/হলায়ুধ আচার্য/সনাতন (সর্ববিদ্যাবুধ)/পুরন্দর আচার্য/কাশীনাথ মিশ্র/শ্রীচন্দ্র আচার্য/দেবানন্দ/লক্ষ্মণ আচার্য/শিবানন্দ চক্রবর্তী/মিশ্র কবিরাজ/পুরুষোত্তম / জগন্নাথ সেন/বৈদ্য বনমালী দাস/মুরারি/চৈতন্য দাস। এঁরা নবদ্বীপ বাসী।

৩. অন্যান্য অঞ্চলের মহাজন

১.	কমলাকর পিপিলাই এবং গোবিন্দ ঘোষ, মাধবানন্দ, বাসুদেব ও রাজীব ঘোষ—এই চারভাই-এর জন্মস্থান	চাকদহ।
২.	পুরন্দর/রাঘব পণ্ডিত/কাশীশ্বর মিশ্র	পানিহাট।
৩.	বাসুদেব/ভাগ দত্ত/পরমানন্দ গুপ্ত/ঈশান দাস বানিয়া	চৌড়লিয়া।
৪.	রাঘব ভট্ট/রাঘব গোসাঞি/কাশীশ্বর/হরিভট্ট	দ্রাবিড়দেশ।
৫.	কৃষ্ণদাস ওর্ফে কানু	আকাইহাট।
৬.	কৃষ্ণদাস	বড়গাছিগ্রাম।
৭.	কালিয়া ওর্ফে কৃষ্ণদাস/শ্রীনাথ ওর্ফে মুকুন্দ	মুদাবাজ।
৮.	সুবুদ্ধি খান/অনন্ত আচার্য/রঘুনাথ/কাশীনাথ/ মধুপণ্ডিত/তুলসী মিশ্র/মণি হোড়	গুপ্তপাড়া।
৯.	জগদানন্দ/ভাগবতাচার্য পরমানন্দ	বসুধা।
১০.	নারায়ণ গুপ্ত/বৈশ্য গঙ্গাদাস/বুদ্ধিমন্ত খান/রঘুনাথ দাস/জগদীশ দাস	পানিনালা।
১১.	গরুড় আচার্য/কাশীশ্বর/বক্রেশ্বর পণ্ডিত	শ্রীকলা।
১২.	রামমুকুন্দ/উদ্ধব দত্ত/কৃষ্ণানন্দ	পাহাড়পুর।
১৩.	সারঙ্গ ঠাকুর	বুড়ণ।
১৪.	সুগ্রীব মিশ্র/গোবিন্দানন্দ/শিবানন্দ পণ্ডিত/কাশীশ্বর/ শিবজীব পণ্ডিত/তপন আচার্য	ফুলিয়াগ্রাম।
১৫.	পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী/শ্রীকর/মধুপণ্ডিত/ কংসারি সেন/বল্লভ সেন	কাটিশালী।
১৬.	মুকুন্দ কবিরাজ	শ্রীখণ্ড।
১৭.	গোকুলানন্দ/বলরাম সেন	ঘোড়াঘাট।
১৮.	রাম চক্রবর্তী	যশদল গ্রাম প্রকাশ বেতড়ী।

১৯. রামানন্দ বসু/গোপাল বসু — কুলীনগ্রাম।

২০. শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী/সঞ্জয়/শ্রীমান পণ্ডিত — কুমারভট্ট (হট্ট ?)।

৪. উৎকলবাসী মহাজন

উড়িয়া বলরাম দাস/জগন্নাথ দাস/বিপ্রচন্দ্র শেখর/বিপ্রদাস/ভট্টনায়ক/বাণীনাথ/নরসিংহ দাস/হরিদাস/বলরাম হাতী/শিশু কৃষ্ণ দাস/দ্বিজ রামচন্দ্র/মাধব নায়ক ভট্ট।

৫. 'পুরী' শাখার সন্ন্যাসী

রামচন্দ্র পুরী/দামোদরপুরী/পরমানন্দ পুরী/সুখানন্দপুরী/ঈশ্বর পুরী/বহ্মানন্দ পুরী/গোবিন্দ ওর্ফে নৃসিংহানন্দপুরী/কৃষ্ণানন্দপুরী/রঘুনাথ পুরী/বিশ্বেশ্বরপুরী/রাঘব পুরী/পুরুষোত্তম পুরী/অনন্ত পুরী/হরিহরানন্দ পুরী/বিজনানন্দ পুরী।

সরখণ্ডে উপেন্দ্র আশ্রম শুদ্ধেশ্বর আশ্রম ও সরস্বতী আশ্রম রয়েছে।

৬। অন্যান্য শাখার সন্ন্যাসী

অনুভবানন্দ / বিদ্যানন্দ সরস্বতী / শ্রীরাম তীর্থ / কেশব ভারতী/সত্যানন্দ ভারতী/জগন্নাথ তীর্থ/নরসিংহ/বাসুদেব তীর্থ/গরুড় অবধূত/পরমানন্দ অবধূত। এঁরা 'প্রভুর পারিষদ সব সন্ন্যাস আশ্রমে''। এঁদের জন্মস্থান অজ্ঞাত। 'ইতি সর্বপাট নির্ণয়।'

ব্রজমোহন দাস তাঁর প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সমর্থনে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য, তত্ত্ব ও সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন :

তত্ত্বসাগর, ভবিষ্যপুরাণ, ভগবদ্‌গীতা, ভাগবত্, মীতসেনের ব্রহ্মসম্বাদ, রামায়ণ, আদি পুরাণ, কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ, কবিকর্ণপুর প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত 'চৈতন্যতত্ত্বামৃত', জয়কৃষ্ণদাস রচিত 'বিচার সুধার্ণব', নরহরি দাস রচিত 'শ্রীচৈতন্য সহস্র নাম', প্রবোধানন্দ সরস্বতী বচন, জীব গোস্বামীর 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ', জয়দেব বচন, বিষ্ণুপুরাণ, বৈষ্ণবতন্ত্র, ব্রহ্মসংহিতা তন্ত্র, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মসংহিতা, বৃহৎবামন, রসামৃতসিন্ধু, জয়গোপাল দাসের ভক্তিভাবপ্রদীপ, স্বাতন্ত্র্যাভিধান, ক্রমদীপিকা, সনাতন রচিত 'ভাগবতামৃত', ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, আদি সংহিতা, বিষ্ণুধর্মোত্তর, গৌতমীয়তন্ত্র, কৃষ্ণোপনিষদ, নারদপঞ্চরাত্র, কার্তিক মাহাত্ম্য, নারদসঙ্গীতসার সংহিতা, অগ্নিপুরাণ, হরিবংশ, বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', পদ্মপুরাণ, মনবুদ্ধিসম্বাদ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বচন, শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য, রূপ গোস্বামীর বচন ও শ্রীদশম (বৈষ্ণবতোষিণী), সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বচন প্রভৃতি। [পুথির ২১ ক-খ ও ২২ খ পৃষ্ঠায় চৈতন্যতত্ত্বামৃত স্থলে লিপিকর প্রমাদে চৈতন্যচরিতামৃত হয়েছে বলে মনে করি]

উক্তসব গ্রন্থ থেকে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন কবি। বলা বাহুল্য, ব্রজমোহন দাস রাগাত্মিকা প্রেম-স্বরূপের সমর্থক। রতিরমণ, পরকীয়া প্রভৃতি সহজিয়াতত্ত্ব এখানে আলোচিত। কবি স্পষ্টত সহজিয়া বৈষ্ণব বা গৌরনাগরবাদী।

নয়াঙ্গ গোপাল গোপী রাগাঙ্গ স্বভাব
কেহ কারো নাহি তথি সাপত্নীক ভাব।
অন্তরে কান্তের স্নেহ নিত্য গোপীকার
প্রকটেত পরকিয়া হেন ব্যবহার।

অতএব, বৈষ্ণবীয় আবরণে সেই সাংখ্যভিত্তিক আদি যোগ-তান্ত্রিক বামাচারী সাধনার মূলতত্ত্বই এখানে প্রতিপাদ্য। এ তত্ত্ব নতুন নয়, মহাযানের উপযান মন্ত্র, কালচক্র, বজ্র ও সহজযানগুলোতে নাদবিন্দু, নীর-ক্ষীর, শুক্র, রজঃ প্রভৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা আমরা দেখেছি। নির্বাণ, শূন্যতা, সহজানন্দ, ও অদ্বয় অবস্থার কথাও আমরা জেনেছি। এ গ্রন্থে সহজ-পন্থী বৈষ্ণবের রাগাত্মিকা প্রেম-সাধনার মাহাত্ম্য-চেতনা দানের প্রয়াস লক্ষণীয়। এ তত্ত্বের গুরুত্ব ও মহিমা প্রদর্শনের জন্যে এর প্রাচীনত্ব ও সর্বজনীন স্বীকৃতির সাক্ষ্যস্বরূপ উপর্যুক্ত বিবিধ শাস্ত্র ও তত্ত্বগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ্যে বঙ্গানুবাদ দেয়া হয়েছে। এ সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্যাদি অন্য রসের সুফলও বর্ণিত রয়েছে। বন্দনা, জন্মপাট ও সর্বপাট নির্ণয়ের পরেই রয়েছে উক্ত 'তত্ত্ব বর্ণন'। তারপরে রয়েছে চৈতন্য পার্ষদদের শিষ্য-পরম্পরার বর্ণনা। শেষে রয়েছে চৈতন্যদেবের শৈশব, বাল্য ও সন্ন্যাস জীবনের কিছু পরিচয়। চৈতন্যদেব যে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার তা প্রমাণের জন্যেই চরিতাংশের অবতারণা।

প্রকটাপ্রকট লীলা কৃষ্ণের যেমন
চৈতন্যের পরকাশ দ্বিবিধ তেমন।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ অপ্রকট বিলসন
প্রকটে যতি রূপেতে সর্বত্র গমন। (পুথি পৃ ২৭ ক)

চৈতন্যদেবের পারিষদ ও অদ্বৈত-নিত্যানন্দ শিষ্য শাখা। 'ভক্তি' মতের উদ্ভাবক ও বাহকদের কবি বীজ, বৃক্ষ ও শাখারূপে কল্পনা করেছেন:

তবে সংক্ষেপে কহি ভাষা নিরূপণ
প্রাচীন মত দেখি শুন দিয়া মন।
'ভক্তিকল্পবীজ' প্রভু আরোপিলা
প্রথম অঙ্কুর **শ্রীমাধবপুরী** হৈলা।
ঈশ্বরপুরী সে অঙ্কুর পুষ্ট কৈল
আপনেই প্রভু পুন স্কন্ধরূপ হৈল।
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী
ব্রহ্মানন্দপুরী ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী কৃষ্ণানন্দপুরী
নৃসিংহ তীর্থ আর সুখানন্দপুরী।
এই **নব ভক্তিবৃক্ষমূলরূপ**
পরমানন্দ পুরী মধ্য জড়ের স্বরূপ।
আপনেই মহাপ্রভু হইলা **আদি স্কন্ধ**
দুই দিকে দুই স্কন্ধ **অদ্বৈত-নিত্যানন্দ।**
তবে অসংখ্য শাখা স্কন্ধে জনমিল
শিষ্য উপশিষ্য সব যত ব্যাপিল।

[**তুল** : চৈতন্যচরিতামৃত ৯ম পরিচ্ছেদ (পৃ ৮৫) মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী **চৈতন্য** : পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, নৃসিংহতীর্থ, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, সুখানন্দপুরী।]

ভক্তিবীজের অঙ্কুর মাধবেন্দ্রপুরীতে, অঙ্কুরপুষ্টি ঈশ্বরপুরীতে এবং ক্রমে তা পল্লবিত তরুতে পরিণত। এবং পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ ও সুখানন্দপুরী—এই **নয়জন ভক্তিকল্পবৃক্ষমূলরূপ।** চৈতন্য দেব এই বৃক্ষের আদি স্কন্ধ—'আপনেই মহাপ্রভু হইলা আদি স্কন্ধ।' এবং তাঁর 'দুই দিকে দুই স্কন্ধ অদ্বৈত-নিত্যানন্দ।' এর থেকে 'অসংখ্য শাখা' শিষ্য-উপশিষ্যের বিস্তার।

চৈতন্যভক্তের প্রধান শাখাসমূহ

চৈতন্য-পারিষদ

ক. **দুই ভাই** শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম—দুই ভাইয়ের দুই শাখা।

খ. শ্রীপতি ও শ্রীনিধি—দুই সহোদরের 'চারি ভাইর দাসদাসী পরিজন' দুই শাখার উপশাখা স্বরূপ।

গ. 'যার গৃহে কীর্তন প্রভুর দিবস রজনী' **আচার্য রতনের** এক শাখা এবং তাঁর শিষ্যপরিকরের উপশাখা।

ঘ. আচার্যরত্ন ওর্ফে শ্রীচন্দ্রশেখর/পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি/গদাধর পণ্ডিতের শাখা আর শিষ্য-উপশিষ্যের উপশাখা।

ঙ. বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শাখা।

চ. পণ্ডিত জগদানন্দ/রাঘব পণ্ডিতের শাখা, উপশাখা—মকরধ্বজকর ও তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী—'প্রভুর প্রিয়দাসী/তাঁর ভোগ সামগ্রী যোগান বারমাসী।'

ছ. গঙ্গাদাস পণ্ডিত/শ্রীআচার্য পুরন্দর-শাখা।

জ. দামোদর পণ্ডিত ও তাঁর অনুজ শঙ্কর পণ্ডিত শাখা।

ঝ. সদাশিব পণ্ডিত (ওর্ফে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী)/নারায়ণ পণ্ডিত শাখা।

ঞ. শ্রীমান পণ্ডিত/শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী/নন্দন আচার্য শাখা।

ট. মুকুন্দ দত্ত শাখা।

ঠ. বাসুদেব দত্ত শাখা।

ড. হরিদাস ঠাকুরের শাখা-উপশাখা—কুলীন গ্রামবাসীরা।

ঢ. শ্রীরাম (মান) সেন/মুরারি গুপ্ত শাখা।

ণ. গদাধর দাস শাখা।

ত. শিবানন্দ সেন—তাঁর তিন পুত্রের চৈতন্যদাস, রামদাসের উপশাখা। এর উপশাখা—বল্লভ সেন/শ্রীকান্ত সেন শাখা।

থ. গোবিন্দানন্দ/নন্দন ব্রহ্মচারী/প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী শাখা।

১. চৈতন্য কীর্তনিয়া—গোবিন্দ দত্ত, আখরিয়া বিজয় দাস, চৈতন্যসেবক খোলাবেচা শ্রীধর।

২. চৈতন্যস্নেহভাজন ভগবান পণ্ডিত/জগদীশ পণ্ডিত/হিরণ্য।

৩. **পাঠক** : পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়।

৪. বনমালী পণ্ডিত/বুদ্ধিমন্ত খান/গরুড় পণ্ডিত। গোপীনাথ সিংহ/শ্রীমুকুন্দ/নরহরি/শ্রীরঘুনন্দন/চিরঞ্জীব/সুলোচন/সত্যরাজ রামচন্দ্র/যদুনাথ/পুরুষোত্তম/শঙ্কর/বিদ্যানন্দ/বাণীনাথ বসু (চৈতন্যের প্রিয় দাস)—এঁদের কুলীন গ্রামে বাস।

৫. 'শ্রীরূপ-সনাতন দুই মহাশাখা/অনুপাম জীব আদি উপশাখা লেখা।'

৬. রঘুনাথ/স্বরূপ/শঙ্করারণ্যাচার্য—বড় শাখা এবং মুকুন্দ/কাশীনাথ/গরুড়—উপশাখা।

৭. শ্রীনাথ পণ্ডিত/জগন্নাথ আচার্য/শ্রীনিধি/গোপীকান্ত মিশ্র/ভগবান/সুবুদ্ধি মিশ্র/হৃদয়ানন্দ/কমলনয়ান/মহেশ পণ্ডিত/শ্রীকর/শ্রীমধুসূদন/জগন্নাথ দাস গালিম / শ্রীপুরুষোত্তম/শ্রীচন্দ্রশেখর/দ্বিজ হরিদাস/রামচন্দ্র/কবিচন্দ্র/ভাগবতাচার্য/শ্রীগোপাল দাস/সারঙ্গ দাস আর্য।

৮. জগন্নাথ তীর্থ/বিপ্র জগন্নাথ/গোপাল আচার্য/বাণীনাথ/গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব (ভাই তিন জনে)—**চৈতন্যে নাচায় সংকীর্তনে**।

৯. রামদাস ও অভিরাম নিত্যানন্দের সঙ্গীরূপে—'গৌড়ে আইলা।'

১০. রামদাস/মাধব/বাসুদেব ঘোষ/গোবিন্দ—'প্রভুর সঙ্গে রহিলা হরিষে।

১১. কমলাকান্ত/যদুনন্দ/মাধব আচার্য আর 'কৃপাপাত্র জগাই মাধাই দুই আর্য।'

নবদ্বীপে ভক্তের কৈল সংক্ষেপে গণন
অসংখ্য চৈতন্যভক্ত নহেত লিখন।
প্রভুর সঙ্গে এইসব ভক্ত নীলাচলে
দুইস্থলে প্রভুর সেবা কৈল কুতুহলে।
প্রভুসঙ্গে নীলাচলে ভক্তগণ যত
নীলাচলে রহি সেবা করেন নিয়ত।
গৌড়দেশবাসী আর যত ভক্তগণ
নীলাচলে আসি করে প্রভুর দর্শন।

নীলাচলে যাঁরা গেলেন :

১. সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও তাঁর ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য/কাশী মিশ্র/প্রদ্যুম্ন/ ভবানন্দ—ভবানন্দের পাঁচপুত্র—রামানন্দ রায় ; বাণীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি, গোপীনাথ নায়ক এবং রামানন্দ।

২. রাজা প্রতাপ রুদ্র, কৃষ্ণদাস উড়িয়া, ভগবানাচার্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মহাতি, মুরারি মহাতি—চৈতন্য সেবাকারী।

৩. শিখি মহাতির ভগ্নী মাধবী দেবী, ঈশ্বরপুরী, কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী, গোবিন্দ —চৈতন্য অনুচর।

৪. কৃষ্ণদাস নামের কুলীন ব্রাহ্মণ চৈতন্যের সঙ্গে দক্ষিণে (উড়িষ্যায়) আসেন।

৫. বলভদ্রাচার্য, **বড়** হরিদাস, **ছোট** হরিদাস, রাম ভদ্রাচার্য, সিংহেশ্বর উড়িয়া, তপনমিশ্র, রঘুনাথ, নীলাম্বর, সিহাভট্ট, কমোভট্ট, শিবানন্দ দত্তর ও কমলাকান্ত (ইনি পূর্বে গৌড়ে চেতন্যভৃত্য ছিলেন)।

৬. অদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ চৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে বাস করতেন।

৭. নির্লোম গঙ্গাদাস ও বিষ্ণুদাস নীলাচলে চৈতন্যের সঙ্গে বাস করতেন।

৮. বারাণসীবাসী ভক্ত চন্দ্রশেখর, রঘুনাথের পুত্র তপন মিশ্র, রঘুনাথ মিশ্র (ভট্টাচার্য উপাধি) বাল্যে চৈতন্যের সেবা করেছিলেন। এঁরা চৈতন্যের সঙ্গে কিছুকাল নীলাচলে বাস করেন, পরে চৈতন্যনির্দেশে বৃন্দাবনে বাস করেন।

'অসংখ্য চৈতন্যভক্ত নহেত গণন' 'বাল্যযুবতী মূঢ় অন্ধক অবধি' 'দেখিয়া প্রাচীনমত মহাপ্রভুর শাখা/সংক্ষেপে কহিল ইথে নাম মাত্র লেখা।

নিত্যানন্দ শাখা

বৃক্ষে গুরুতর শাখা নিত্যানন্দ রায়
জন্মিল অনেক শাখা প্রশাখা তাহায়।
শ্রীবীরভদ্র নিত্যানন্দ সম শাখা
যাহার করণ সব নাহি যাএ লিখা।

১. চৈতন্যভক্ত রামদাস ও গদাধরদাস নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে এলেন— রামদাস সখ্যভাবে ও গদাধরদাস গোপীভাবে সাধনা করতেন।

২. গৌড়দেশে নিত্যানন্দের **দানলীলা** যার ঘরে সংঘটিত হয়, তার সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্য ভাগবতে' **'বিবরিয়া লিখিল এইসব বিবরণ'**।

৩. নিত্যানন্দ, বলরাম ও সদানন্দে ছিল সখ্যভাব/রামদাস, গদাধর, মাধব, বাসুদেব—নিত্যানন্দের কীর্তন-নর্তন সহচর।

৪. মাধব ঘোষ মুখ্য কীর্তনিয়া-**'যার গানে নিত্যানন্দ নাচয়ে হরিষে।'**

৫. '**বাসুদেব** করে প্রভুর গীত বর্ণন।'

৬. মুরারি 'চৈতন্য দাস শিঙ্গা-বেণু বাদক।'

৭. রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়ী—'যাহার দর্শনমাত্র প্রেমভক্তি পাই।'

৮. সুন্দরানন্দ—'যার সনে **ব্রজনর্ম** কৈল নিত্যানন্দ।'

৯. '**অলোক চরিত** কমলাকর পিপিলাই।' কৃষ্ণদাসের ভাই সূর্যদাস সরখেল/গৌরীদাস পণ্ডিত/পুরন্দর পণ্ডিত/পরমেশ্বর দাস/জগদীশ পণ্ডিত/ধনঞ্জয় পণ্ডিত/মহেশ পণ্ডিত/পুরুষোত্তম পণ্ডিত/বলরাম দাস/যদুনাথ কবিচন্দ্র—**এঁরা নিত্যানন্দ শিষ্য শাখা প্রবর্তক।**

১০. দ্বিজ কৃষ্ণদাস/কালা কৃষ্ণদাস/সদাশিব কবিরাজ/তাঁর পুত্র পুরুষোত্তম দাস/তৎপুত্র কানু ঠাকুর/মহাভাগবত উদ্ধরণ দত্ত/মহাভক্ত আচার্য বৈষ্ণবানন্দ (পূর্ব নাম রঘুনাথ)—**এঁরা নিত্যানন্দ ভক্ত।**

১১. 'বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই/পূর্বে যাহার গৃহে আছিলা **নিতাই**।'

১২. পরমানন্দ উপাধ্যায়/জীব পণ্ডিত/কৃষ্ণগত চিত্ত পরমানন্দ গুপ্ত/নারায়ণ/কৃষ্ণদাস/মনোহর/দেবানন্দ—'এ চারি নিত্যানন্দের কিঙ্কর।'

১৩. নকড়ি/মুকুন্দ/সূর্য/মাধব/শ্রীধর/পরমানন্দ-পুত্র জগন্নাথ-মহীধর-শ্রীমন্ত গোকুল দাস/হরিহরানন্দ/শিবানন্দ/**মুকুন্দাই**/পরমানন্দ (অবধূত) গোপাল/সনাতন/বসন্ত/লাবণী/বিষ্ণাই হাজরা/কৃষ্ণানন্দ/সুলোচন/কংসারি সেন/রামসেন/রামচন্দ্র কবিরাজ/গোবিন্দ/**শ্রীলঙ্গ** পীতাম্বর/মাধবাচার্য/দামোদর/শঙ্কর/মুকুন্দ শীল/মনোহর দাস/নর্তক গোপাল/রামভদ্র/গৌরাঙ্গ দাস/নৃসিংহ/চৈতন্যদাস/মীনকেতন/নারায়ণীপুত্র বৃন্দাবন দাস (যিনি '**চৈতন্যলীলার যেহেন কলি ব্যাস**।) এঁরা নিত্যানন্দ শিষ্য শাখার প্রবর্তক। শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির উপশাখা এবং 'নিত্যানন্দের উপশাখা অসংখ্য অগণন।

১৪. **ভক্তিকল্প বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ—অদ্বৈত** (আচার্য) অদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণমিত্র/অদ্বৈতের অন্য দুই পুত্র গোপাল ও বলরাম। রূপ/জগদীশ/এঁদের 'চৈতন্য বিশ্বাস গৌণ স্বতন্ত্রাভিমানী/এতেকে অদ্বৈত গোশারী দুইগণ গণি'।

১৫. অদ্বৈত শিষ্য যদুনন্দাচার্য—তাঁর শাখা-উপশাখা অনেক। যথা—ভাগবতাচার্য/বিষ্ণুদাসাচার্য/চক্রপাণি আচার্য/অনন্তবিপ্র নন্দিনী/কামদেব চৈতন্যদাস/দুর্লভ বিশ্বাস/বনমালী দাস।

১৬. 'জগন্নাথকর-ভবনাথকর শাখা—হৃদয়ানন্দ সেন, দাস ভোলানাথ, 'লেখা' যাদব দাস/বিজয় দাস/দাস জনার্দন/অনন্ত দাস/কানু পণ্ডিত/নারায়ণ দাস/ শ্রীবৎস পণ্ডিত/হরিদাস ব্রহ্মচারী/পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী/হরিদাস/পুরুষোত্তম পণ্ডিত/রঘুনাথ/বনমালী/কবিচন্দ্র, বৈদ্যনাথ/লোকনাথ পণ্ডিত/মুরারি পণ্ডিত/ শ্রীহরিচরণ/মাধব পণ্ডিত/বিজয় পণ্ডিত/শ্রীরাম পণ্ডিত।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলাদেশের নীতি, ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে ছিল পাপাচার, অনাচার ও ধর্ম-শাস্ত্র ভ্রষ্টতা। লোক হিংসায়, চৌর্যে, মিথ্যাবাদে ও পাষণ্ড আচারে ছিল আসক্ত। লৌকিক দেবতা মঙ্গলচণ্ডীর ও মনসার পূজায় ও গানে এবং হরিনিন্দায় তখন তারা সমান আগ্রহী। বাঙলাদেশ যখন এমনি দুরাত্মায় ও দুকৃতিতে পূর্ণ, তখন লোকহিতে ধর্ম সংস্থাপনার্থ বিষ্ণু (কৃষ্ণ) মর্ত্যে আগমনের সংকল্প গ্রহণ করলেন। ভক্তি ধর্ম প্রচার করে উক্ত সব পাপাচার মুক্ত করে মানুষকে ধর্ম-পথে চালিত করবার জন্যে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার রূপে ঘটল চৈতন্যদেবের মর্ত্যে আবির্ভাব। তাঁর জন্ম-পূর্ব-মুহূর্তে বাঙলা ও বাঙালীর অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

কলির চরিত্র সব হইল প্রবলে
ধর্মের তিনপাদ কাটিলেক সবলে।
হিংসা চৌর্য মৃষাবাদ পাষণ্ড আচারি
মঙ্গলচণ্ডীর গীত আর বিষহরী।
'সআন' করএ কেহো করিয়া যতন
হাস্যকার্যে মিথ্যাকাল করএ হরণ।
প্রথম পাদতে হইল হরির নিন্দন
হরিরাম হরিপূজা ছাড়িলেক জন।

চৈতন্যদেবের জন্মক্ষণ তারিখ হচ্ছে :

শকে চৌদ্দশত আর সপ্তবৎসর
বিষ্ণু বিংশতি তৃতীয় বৎসর অন্তর।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা বিণুত জান
ত্রয়োবিংশ দিনে আবির্ভাব ভগবান।

কৃষ্ণ অবতারের জন্মকালীন ঘটনা এবং শৈশব ও বাল্যলীলা স্বভাবতই অলৌকিক। শচীদেবীর স্বপ্নদর্শন, অদ্বৈতাচার্যের প্রাগাবির্ভাব, শিশুচোরের দুর্গতি, শিক্ষক গঙ্গাদাস কর্তৃক চৈতন্যের দেবরূপ দর্শন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুদের কূর্ম-মৎস্য-বরাহ-নৃসিংহ-বামন, বালগোপাল, মুরলী,-শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর রূপ প্রদর্শন প্রভৃতি যথা নিয়মে ঘটেছিল। তাঁর শৈশব ও বাল্যলীলার সাক্ষী হচ্ছেন : শিশুচোর, জগদীশ, হিরণ্য, ষষ্ঠীবাবা, গঙ্গা-দাস, শ্রীনিবাস, মুরারি গুপ্ত, অদ্বৈতাচার্য, গদাধর প্রভৃতি।

নব ধর্ম প্রবর্তক-প্রচারক মাত্রই পুরোনো ও প্রচলিত ধর্ম ও দেবদ্রোহী। চৈতন্য-দেবেও ব্যতিক্রম নেই। তাই দেখতে পাই :

১. মিথ্যা ষষ্ঠী পূজার দ্রব্য লীলাএ খাইয়া
আখিটি পাড়িল হাণ্ডি-কলসী ভাঙ্গিয়া।

২. আর দিন মুরারি গুপ্তের পূজাকালে
প্রস্রাব করিয়া **শিব** ভিজাইল জলে।

৩. হিরণ্যাক্ষ জগদীশ পণ্ডিত দুই জনে
একাদশী করি বিষ্ণু পূজে একদিনে।
সে সব নৈবেদ্য প্রভু বসিয়া খাইল।

চৈতন্য ছিলেন দেব-দ্বিজ-বেদবিরোধী। 'হেন মহাঠাকুরানী ভাব (রাধাভাব) যার মনে উপজয়/বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।' এ গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে, কলিকালে 'হরিনাম বিনে কোন ধর্ম সিদ্ধ নয়/মহা মহা পাপ যার ভস্ম রাশি হয়।'

চৈতন্যদেবের মাতা শচীদেবী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ, তাঁর নিজের নাম বিশ্বম্ভর, ডাক নাম নিমাই। 'ছয় পুত্র চলিয়াছে নাড়ছ্যাদে দেখিয়া/পিতামাতা থুইল নাম 'নিমাই বলিয়া।' ব্রাহ্মণ সন্তান বিশ্বম্ভরের সাত বছরে কর্ণভেদ এবং নয় বছরে যজ্ঞ উপবীত হল। 'সপ্ত বৎসরে তার কর্ণভেদ কৈল/নবম বৎসরে যজ্ঞ উপবীত দিল।' অল্প বয়সে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেন নিমাই। প্রথমা স্ত্রী কমলা (লক্ষ্মীপ্রিয়া) বল্লভাচার্যের কন্যা। সর্পদংশনে এঁর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া, ইনি সনাতন পণ্ডিতের কন্যা।

এক সময় নিমাই গয়ায় গেলেন। সেখানে তাঁর ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বৈরাগ্যের অঙ্কুর হয় এ সময়েই। এখানেই আদি খণ্ডের ও আদি লীলার শেষ। বাড়ী ফিরে এসে বিশ্বম্ভর সংকীর্তন শুরু করেন। কীর্তনের আসর বসত শ্রীনিবাসের ঘরে। তাম্বুল যোগাতেন পণ্ডিত গদাধর ; চৈতন্যদেব পান খেতেন। কীর্তনে সহযোগী ছিলেন মুকুন্দরাম, নন্দ ও গোবিন্দ এবং দোহার ছিলেন গঙ্গাদাস ও বনমালী।

একবার কেশব ভারতী এসেছিলেন নদীয়ায়। তখন তাঁর সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়—"কেশব ভারতী আসি প্রভু দরশনে/হইল **অনেক** কথা মহাপ্রভু সনে।" এই অনেক কথাই তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুপ্রাণিত করল এবং পরে কেশব ভারতীর কাছেই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন কটকে। 'কেশব ভারতী স্থানে কটক নগর।'

দীক্ষা গ্রহণের জন্যে যাত্রাকালে নিত্যানন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখর, ব্রহ্মানন্দ, মুকুন্দ তাঁকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে বিদায় নেন 'নিত্যনন্দ গদাধর শ্রীচন্দ্র শেখর। ব্রহ্মানন্দ মুকুন্দ এ পারিষদ বর।' অবতারকে কে মন্ত্র দেবে! অথচ দীক্ষার প্রয়োজন। তাই কেশব ভারতীকে স্বপ্নেপ্রাপ্ত মন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন, সেই মন্ত্রই তাঁর কানে আবৃত্ত হল :

প্রকারের মন্ত্র প্রভু আগে তারে দিল।
স্বপ্নেতে আহ্মি এক মন্ত্র পাইল
এই মন্ত্র দিবে—এত বুলি কর্ণে দিল।

সন্ন্যাস যাত্রাকালে কান্নারতা মাতাকে অনেক বুঝিয়ে অনুমতি নিলেন। আর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধচ্ছলে নির্দেশ দিলেন কৃষ্ণনাম জপ করতে!

(কৃষ্ণের) এক নামেতে এক তণ্ডুল রাখিহ
দিনান্তে তণ্ডুল যত হইব সমূহ।

সে তণ্ডুল রান্ধিয়া কৃষ্ণেরে নিবেদিবে
সেই মহাপ্রসাদ আপনে পাইবে।
আমার বিয়োগ কিছু মনে না ভাবিহ
কৃষ্ণস্বামী কৃষ্ণস্বামী বুলিয়া ডাকিহ।

এখানেই মধ্য খণ্ডের ও মধ্য লীলার শেষ। শেষ খণ্ডে চৈতন্যদেবের পর্যটন সংবাদ অতি সংক্ষেপে পরিবেশিত হয়েছে। একবার মথুরা, বৈদ্যনাথ, কটক নগর, নীলাচল, নদীয়া, শান্তিপুর ভ্রমণ, আর একবার গৌড়, ঝাড়িখণ্ড, মথুরা, বারাণসী, মধুপুরী হয়ে নীলাচলে স্থিতি।

চৈতন্যদেব বহু পাপী-তাপী-দুরাচারীকে 'কৃপা' করেছিলেন এবং ধন্যও করেছিলেন অনেককে। যেমন :

১. শ্রীনিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা নারায়ণীকে :

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দুহিতা ভ্রাতার
নারায়ণী নাম তার চারি বৎসরের।
মহাভাবময় প্রভু দেখিয়া সম্মুখে
চর্বিত তাম্বুল প্রভু দিল তার মুখে।
'আল রাঢ়ি' বুলি তেঞি কহেন তাহারে
বৃন্দাবন দাস জন্ম যাহার উদরে।

চার বছর বয়স্কা নারায়ণীকে 'আল রাঢ়ি' বলে সম্বোধন করে ধন্যা করেছিলেন।

২. নদীয়ার কাজীদেরকেও 'উদ্ধার' করেছিলেন : "কাজী সব নদীয়ায় ছিল দুরবার/তারে জ্ঞান দিয়া প্রভু করিল উদ্ধার।"

৩. জগাই-মাধাই ব্রাহ্মণ হয়েও মদ-মাংস খায়, ব্রহ্ম-গো-স্ত্রী হত্যা করে। তাদেরও কৃপা করেন তিনি :

জগাই মাধাই দুই পাষণ্ড আচারি
ব্রাহ্মণ শরীরে মদ্যমাংস ভক্ষণ করি।
ব্রহ্মবধ গোবধ স্ত্রীহত্যা করে
সহস্র কায়েত পাপ লিখিতে না পারে।
প্রভু—কৃপা করি হেন দোঁহে করিল উদ্ধার
মহাভাগবত সংজ্ঞা হইল দোঁহার।

৪. ষড় গোস্বামীর প্রধান দুই গোস্বামী বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রণেতা রূপ ও সনাতন দুই ভাইকে উক্ত নামে অভিহিত করেছিলেন চৈতন্যদেবই :

দবীর খাসেরে প্রভু পরিচয় দিলা
প্রভু চিনি দুই ভাই কৃতার্থ হৈলা।
রূপ-সনাতন নাম থুইল দোঁহার
ভক্তিগ্রন্থ দোঁহে বহু করিল প্রচার।

৫. উড়িষ্যারাজ প্রতাপাদিত্য চৈতন্যদেবের কৃপা (শিষ্যত্ব) পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

৬. গৌড়মণ্ডলে চৈতন্য-প্রতিনিধি নিত্যানন্দ সংসার পাতেন এবং পত্নী জাহ্নবী ও পুত্র বীরভদ্র লীলা প্রকাশ করতে থাকেন।

> গৌড়দেশে আসি তবে নিত্যানন্দ রায়।
> বাসু[ধ] জাহ্নবী বিভা করিল তথাএ
> বীরভদ্র গঙ্গাদেবী প্রকাশ লীলাএ।

গ্রন্থ-সমাপ্তিকালে কবি ব্রজমোহন দাসের বক্তব্য :

> তিন খণ্ড সূত্র এই সংক্ষেপে কহিল
> দিগ্‌ দরশন মাত্র লোকে জানাইল।
> **শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ** সংক্ষেপেতে
> কহিল **শাস্ত্র সংগ্রহ** দেখি সাধুমতে। ...
> বন্দিয়া চৈতন্য চাঁদের চরণ মাধুরী
> এ ব্রজমোহন দাস গ্রন্থ পূর্ণ করি।[১]

১। চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ গ্রন্থে উদ্ধৃত সংস্কৃতাংশের পাঠ বহু পরিশ্রমে শুদ্ধ করে দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার গবেষণা সহকারী পণ্ডিত মনীন্দ্রনাথ সমাজদার এম. এ. পঞ্চতীর্থ। তাঁর কাছে আমি ঋণী রইলাম।

চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ

ব্রজমোহন দাস বিরচিত

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; পুথি সং ১৬৭৩]
[লিপি: শকাব্দ ১৬২৫=১৭০৩খ্রীঃ]

ওঁ নমঃকৃষ্ণায়।
নত্বা গুরূণ্[১] পরেশস্য দীক্ষাতত্ত্ব প্রকাশনে।
শ্রীমচ্চৈতন্য চন্দ্রস্য তত্ত্ব প্রদীপ উষ্যতে।।

প্রণাম করিয়া আগে গুরুর চরণ
দীক্ষাশিক্ষাপ্রকাশ কবেহ যে হইল
শ্রীচৈতন্য তত্ত্বপ্রদীপ সংক্ষেপেতে
সপ্রমাণে পয়ারে কহিব সাধুমতে।
৩৩৪ অ ব্দ গূঢ়াবতারহিক শ্রীচৈতন্য সমুৎ
নিত্যানন্দ সহানেত পাত্রদান ভক্ত সঙ্গকাল্[২]
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বন্দো গূঢ়াবতার
প্রকটাপ্রকটরূপে কলিকতে বিহার।
নিত্যানন্দ পদাম্বুজ বন্দম হরিষে
ভক্তবৃন্দ সীতা আর মকরন্দ লেশে।
দোয়াপরে দুই ভাই রাম কানাই
কলি অবতারে নাম চৈতন্য নিতাই।
অদ্বৈত গোসাঞি বন্দো শান্তিপুরে বাস
জীবহেতু আগে যার ভুবি পরকাশ।
চৈতন্যের অংশভূত ঈশ্বরাবতার
অঙ্গনে [অজ্ঞান?] চরিতামৃতে করিল বিচার।
তবেত বন্দিব প্রভুর সঙ্গী পারিষদে
যে কিছু জানিবে গুরু বৈষ্ণব প্রসাদে।

। বড়ারি রাগ ।
। মধ্যছন্দ ।

কলিযুগ ধন্য যাহাতে চৈতন্য
অবতার শিরোমণি
বন্দো জুড়ি হাথ নিত্যানন্দ সাথ
অদ্বৈত সহিত পুনি।
পূরব স্বভাব যার যেই ভাব
প্রভুর সঙ্গী নিচয়ে
না পারি বুঝিতে যেবা কন মতে
লিখিতে বাহুল্য হয়ে।
লইতে প্রসাদ বন্দিবারে সাধ
করি যে মন তুষিতে
ভরসা আছয় তারা কৃপাময়
সে দোষ না লইব ইথে।
আগে পিছে কিবা মতভেদ যে বা
না বুঝিয়া বন্দিব
অলপদর্শী মুঞি জানিয়া গোসাঞি
সব এ দোষ ক্ষেমিব।
প্রভুর জননী শচী ঠাকুরাণী
পিতা দ্বিজ জগন্নাথ
প্রভু জেষ্ঠ্যভ্রাতা বিশ্বরূপ খ্যাতা
বন্দো জোড় করি হাথ।
করি পরিহার বন্দো বারবার
ভূমে লোটাইয়া মাথা
প্রভুর রমণী কমলা গোসাঞি
বিষ্ণুপ্রিয়া বন্দো নাথা।
নিত্যানন্দ মাতা পদ্মাবতী খ্যাতা
পিতা হাড়াই পণ্ডিত
করি পরিহার বন্দো বারেবার
না বুঝি প্রভুর রীত।

১ মূলপাঠ: লশ্রীগুরু।
২ অনুমিত পাঠ: বন্দেগূঢ়াবতারংহি কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞক/নিত্যানন্দ সহাদ্বৈতং পার্ষদান ভক্তসংজ্ঞকাল।।

নিত্যানন্দ প্রিয়া বন্দো লোটাইয়া
বন্দো জাহ্নবী সুন্দরী
নিত্যানন্দ সুত বীরভদ্র খ্যাত
বন্দো অলক্ষ্য বিহারী।
বন্দো গোপীজন বহু ভেবে পুন
কর জুড়ি সাধুমত
বীরভদ্র সুত যেইত বিদিত
কে জানে তার মহত্ত্ব।
অদ্বৈত ঘরিণী সীতা ঠাকুরাণী
বন্দো লোটাইয়া ক্ষিতি
যাহার চরিত ভুবন বিদিত
জানে সব মহামতি।
অচ্যুতানন্দেরে বন্দো লোটি শিরে
অদ্বৈত আচার্য সুতে
কৃষ্ণ অন্বেষণ যার অনুক্ষণ
বাল্যদশা হইতে।
পরম হরিষে বন্দো হরিদাসে
তার কথা শুন ভাই
ক্ষিতি পরকাশে যবনের বংশে
প্রকাশ হইলা যেই।
বন্দো শ্রীনিবাস পণ্ডিত নির্যাস
কর জোড় দুই করি
প্রথমে প্রকাশ যাহার নিবাস
প্রভু শ্রীচৈতন্য হরি।
বন্দোহোঁ মালিনী ঠাকুরাণী পুনি
ভূমে লুটি বড় রঙ্গে
প্রভু বিশ্বম্ভরে সহে ভার করে
প্রেমায়ে যাহার সঙ্গে।
বন্দো নারায়ণী দেবী পুনি পুনি
অদ্ভুত ভাবিত যেই
আল রাঢ়ি করি যারে গৌরহরি
বলিলেন আপনেই।
মুরারি গুপত সর্বত দূরিত
প্রণমহো সততই
অবতার রীত চৈতন্য চরিত
গ্রন্থে প্রকাশিল যেই।
বন্দহো পণ্ডিত গোসাঞি সতত
চৈতন্যের প্রিয় অতি
গদাধর দাস বন্দো সবিশেষ
বুঝিল নহে তুরিতি[?]।
বন্দহো মুকুন্দ রাজ সদানন্দ
বৈদ্যখ্যাতি হয়ে যার
কৃষ্ণতত্ত্ব ভাব সেরূপ স্বভাব
বিনে মনে নাহি আর।

বন্দো লুটি ধুলি প্রেমের পুতলি
মধুমতি নরহরি
যাহার অন্তরে সতত বিহরে
স্বরূপে চৈতন্য হরি।
মুকুন্দ নন্দন বন্দো অনুক্ষণ
শ্রীরঘুনন্দন নাম
গোপবেশ লীলা বৃন্দাবন খেলা
যার ভাব অবিরাম।
তাহার কোঙর কানাই ঠাকুর
বন্দো করজুড়ি হই
রায় রামানন্দে বন্দহোঁ আনন্দে
বাদ্য লাগি প্রভু পাই।
মিশ্র বক্রেশ্বরে বন্দহোঁ সাদরে
রামানন্দ মিশ্র তেন
বন্দো কাশীশ্বর বিষ্ণুপুরীবর
গোসাঞি গোবিন্দ পুন।
বড় কৃষ্ণদাসে বন্দো সহরিষে
সার্বভৌম ভট্ট বরে
পরম আনন্দ পূরি রসফন্দ
পণ্ডিত এ দামোদরে।
কুলুব মাধব- পুরী প্রণমিব
জোড় করি দুই কর
বন্দো গোপীনাথ ভূমে লুটি মাথ
পণ্ডিত চন্দ্র শেখর।
বন্দো নারায়ণ পীতাম্বরে তেন
বন্দো দত্ত মুকুন্দেরে
দত্ত বাসুদেবে প্রণমহোঁ তবে
হরিহর পণ্ডিতেরে।
বন্দো জগন্নাথ আচার্যেরে মাথ
আচার্য এ নারায়ণ
শঙ্কর আচার্য পণ্ডিতের আর্য
প্রণমহোঁ সুদর্শন।
বন্দো পীতাম্বর আচার্যের বর
শ্রীরামপণ্ডিত সুধী
বন্দো নীলাম্বর চক্রবর্তী বর
গঙ্গাদাস বিদ্যানিধি।
তবে সদাশিব আচার্যে বন্দিব
শ্রীগর্ভ আচার্যে তেন
শুক্লাম্বরাচার্য পণ্ডিতের বর্য
শ্রীনিধি আচার্যে পুন।
পণ্ডিত শ্রীধর বন্দো জুড়ি কর
লোটাইয়া ভূমিপাশ
কবীন্দ্র আচার্যে প্রণমহোঁ ধৈর্যে
বন্দো দ্বিজ রামদাস।

বন্দো বনমালী হলায়ুধ মেলি
নবদ্বীপ বাসী জান
বিজয় নন্দন আচার্য বন্দন
বন্দো আচার্য ঈশান।
বন্দহোঁ গরুড় ধ্বজাচার্য বড়
রঙ্গে পুন অনুক্রমে
গঙ্গাদাসাচার্য বন্দো সাধুবর্ষ
আচার্য বল্লভ নামে।
বন্দো বনমালী কাশীনাথ মেলি
আচার্য দুর্লভ তেন
কেশবভারতী প্রণমহোঁ নিতি
দামোদর স্তুবি পুন।
কুলুব রাঘব- পুরী প্রণমিব
পরমানন্দ অবধুত
রামচন্দ্র পুরী তবে নমস্করি
নরসিংহ- তীর্থে নত।
নৃসিংহানন্দেরে বন্দহোঁ সাদরে
সদানন্দ এ ভারতী
বন্দো সুখানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ
পুরী এ যাদব খ্যাতি।
গোবিন্দ কেশব- পুরী প্রণমিব
বিশ্বেশ্বর পুরী তেন
বন্দো চিদানন্দ অনুভবানন্দ
কর জুড়ি দুই পুন।
প্রেমরস ফন্দ প্রবোধ আনন্দ
স্তুব খতি বন্দো শিরে
কৃষ্ণানন্দ পুরী তবে নমস্করি
কাশীমিশ্র পুরন্দরে।
জগদানন্দেরে বন্দহোঁ সাদরে
আচার্যত পুন পুন
বন্দো নীলাম্বর পণ্ডিতের বর
পণ্ডিত এ সনাতন।
গঙ্গাদাস ভদ্র বাসুদেব ভদ্র
রামভদ্র শির নাঝ
মুকুন্দ ভদ্রেরে বন্দো জুড়ি করে
সদাশিব কবিরাজ।
বন্দো বনমালী কবিরাজ মেলি
সেন শিবানন্দ মৌলি
এ রাম তীর্থেরে বন্দহোঁ সাদরে
অষ্টাঙ্গে লোটাইয়া ধূলি।
বন্দো কুতূহলে এ হরি কাঙ্গালে
শির দিয়া ভূমি তলে
হরি হরি যেই কহয়ে সদাই
নাহি কালাকালে।

রায় চক্রবর্তী বন্দো লোটি ক্ষিতি
বঙ্গে হএ যার ঘর
অন্তরে চৈতন্য ভাব বিনে অন্য
নাহি যার নিরন্তর।
প্রতাপরুদ্রেরে প্রণমহোঁ শিরে
এ রায় পট্টক সাথ
প্রভু সঙ্গিগণ করহোঁ বন্দন
জোড় করি দুই হাথ।
শ্রীরামদাসেরে বন্দহোঁ সাদরে
অভেদ নিতাই যেই
তাহার চরিত্র অত্যন্ত বিচিত্র
কহিবারে শক্তি নাই।
ভাবের আবেশে স্বভাব বিলসে
ভাইয়া রামকানু বোলে
ধরিল মুরলী কাষ্ঠ করে তুলি
সপ্ত সাঙ্গে যেই তোলে।
পরশি পাবনী করিল অবনী
দুহিতারে দত্তভূতা
যার অবশেষ খাইয়া বিশেষ
বিজন হইল মাতা।
শ্রীসুন্দরানন্দ আনন্দের কন্দ
বন্দো সুন্দর শরীর
মহাভাব ভরে টলমল করে
চরণ না হএ থির।
পুরুষ স্বভাবে প্রকাশ ইভাবে
প্রেমানন্দ কুতূহলে
সুখীলোক স্তম্ভ ফুটায়ে কদম্ব
জামিরের জলে।
পুরুষোত্তমদাস বন্দিবার আশ
সতত প্রেম তরঙ্গী
বন্দো গৌরীদাস পণ্ডিত বিশেষ
কে বুঝয়ে তার ভঙ্গী।
বন্দো ধনঞ্জয় পণ্ডিত নিচয়
কমলাকর পিপিলাই
তবে উদ্ধারণ দত্তেরে বন্দন—
করি করজুড়ি এই।
পুরুষ উত্তম পণ্ডিতে প্রণাম
করি করজোড়হোঁ
বড় বলরামদাসে নম নম
সঙ্গীত কুশল জিহোঁ।
তবে বড়গাছা কৃষ্ণদাসে ইছা
করিয়ে প্রণমিবারে
বিহারী ঘোষেন যারে জগজন
শুনহ পুন সাদরে।

পরম ঈশ্বর- দাসে জুড়ি কর
মহেশ পণ্ডিত মেলে
বন্দো জগদীশ পণ্ডিত বিশেষ
শ্রীনাথ এ সব খেলে।
বন্দো জগন্নাথ সূর্যদাস সাথ
কৃষ্ণদাস সনে পুন
গৌরীদাস ভ্রাতা এই তিন খ্যাতা
জানয়ে সাধবজন।
তবেত গোবিন্দ মাধব আনন্দ
বাসুদেব ঘোষ আর
এ তিন ভাইয়েরে বন্দহোঁ সাদরে
ভূমে লুটে বারেবার।
বৃন্দাবন দাস বন্দো সবিশেষ
শতেক সহস্র বার
হানি কলেবর চৈতন্য মঙ্গল
খড়্গ করি তীক্ষ্ণধার।
গোপাল বসুরে বন্দহোঁ সাদরে
সারঙ্গ ঠাকুর আর
নৃসিংহ চৈতন্য- দাসে করি মান্য
প্রণমহোঁ শতবার।
করি শুদ্ধ মন শ্রীবংশীবদন
বন্দহোঁ লোটি ধরণী
যাহার সঙ্গীত রসে এ জগত
মোহিল সকল পুনি।
পরম আনন্দ অবধূত বন্দ
বন্দো কৃষ্ণতীর্থ আর
অনন্ত পুরীরে পরম সাদরে
বন্দো করি পরিহার।
বলরামদাসে বন্দহোঁ হরিষে
বঙ্গেতে যাহার ঘর
গোকুলানন্দেরে বন্দহোঁ সাদরে
জোড় করি দুই কর।
রূপ সনাতন গোসাঞি চরণ
প্রণমহোঁ বারেবার
শ্রীজীবগোস্বামী প্রণমহোঁ আম্মি
ভ্রাতুষ্পুত্র সে দোঁহার।
কবিচন্দ্র ঠাকুর বন্দো জুড়ি কর
যারে কহি মহাশয়
অন্তর বাহিরে যাহার শরীরে
সদা কৃষ্ণ- ভাবময়।
নাগর যুবাই বন্দহোঁ লুটাই
অভেদ অদ্বৈত যেই
যাহার বৈভব করি অনুভব
অবধি কিছু না পাই।

কামদেব পাদ- পদ্মে করি সাধ
প্রণমিতে জুড়ি কর
শ্রীল নারায়ণ চক্রবর্তী পুন
হয়েন যার কোঙর।
যার অনুক্ষণে কৃষ্ণভাব বিনে
নাহিক কিছুই আর
সদা পুলকিত অশ্রু অবিরত
চক্ষুতে ঝরয়ে যার।
ভাগবতাচার্য বন্দো সাধুবর্য
কর জুড়ি বড় রঙ্গে
সতত বিহার হয়েত যাহার
শ্রীমৎ গোসাঞি সঙ্গে।
বন্দয়ো আচার্য চক্রপাণি আর্য
কৃপাময় অতি শান্ত
যাহার তনয় দুই মহাশয়
কেশব কমলাকান্ত।
বিষ্ণুদাসাচার্য শ্যামদাস আর্য
বন্দো জুড়ি দুই কর
বন্দহো নন্দনি লোলাই ধরণী
কৃষ্ণভাব নিরন্তর
বন্দো হরিদাস করিয়া বিশ্বাস
পরম সন্তোষ মনে
যাহারে 'জঙ্গলি' এই শব্দ বুলি
ঘোষয়ে সকল জনে।
কতেক আছয় আর মহাশয়
চৈতন্যের পারিষদে
কে করু নির্ণয় যতেক আছয়
একত্রে বন্দিয়ে পদে।
অক্ষরানুরোধে আপনার বোধে
করিল এই গ্রন্থন
বুঝিতে হো নারি অনুভব করি
ছোট বড় কোন্ জন।
অতএব দোষ আম্মার অশেষ
ক্ষেমিবে সাধবজন
অগ্রে বা পশ্চাতে গ্রন্থন ইহাতে
না বুঝি কৈল যেমন।
তাহাতে সবার মহিমা অপার
কহিবারে কেবা পারে
অখিল জনার অগ্রে আগুসার
এ মহি মাঝে সাদরে
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি নাম
ভক্তি সুখে যারা ইথে
গোখুরের জল বাসএ কেবল
বন্দো সে ভকত মাথে।

বৈষ্ণব কৃপায়ে প্রেমধন পায়ে
অশেষ তাপ বিনাশে
এ ব্রজমোহন দাস পুন পুন
প্রণময়ে বহু আশে।

/জন্মপাট নিরূপণ/
শ্রীহরয়ে নমঃ। ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ।
/কানাইগ্রামেতে/

সভাকার জন্মপাট কহি নিরূপণ
দেখিয়া প্রাচীন খত সংক্ষেপে রচন।
শ্রীচৈতন্য পরকাশ নদীয়া এ লিখি
কহিব সেসব তত্ত্ব শাস্ত্র দিয়া সাখী।
অদ্বৈত গোসাঞিের জন্মপাট শান্তিপুরে
সভাকার অগ্রে প্রভু পাঠাইল যারে।
নিত্যানন্দের জন্মের পাট শুন সত—
একচাকা খণ্ডপুরেতে সুবিখ্যাত।
গদাধর পণ্ডিতের জন্ম শ্রীহট্টেতে
সেহ দেশে আর যার শুন সমাহিতে।
শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীনিবাস মহামতি
শ্রীচন্দ্র শেখর গুপ্ত মুরারির তথি।
পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি চাটিগ্রামেতে
দত্ত বাসুদেবের পাটহো তথাতে।
হরিদাস ঠাকুরের জন্মপাট বুড়ণতে
পরমানন্দ শ্রীবিষ্ণু পুরীর তীরেতে।
আযুনিয়া দহে শ্রীগদাধর দাস
শিবানন্দ সেন কাচোড়ায়ে পরকাশ।
শ্রীনরহরি দাস শ্রীরঘুনন্দন
এইত দোঁহার জন্মপাট খণ্ডে হন।
রায় রামানন্দের জন্ম দ্রাবিড় দেশেতে
আপনেই গেলা প্রভু যাহারে আনিতে।
অভিরাম ঠাকুরের জন্ম নিরূপণ
কেহো নাহি জানে তিহো জন্ম উদাসীন।
সুন্দর হরিদাসের জন্ম মহিশ পুরেতে
সততই ভাবময় ব্রজের লীলাতে।
সদাশিব কবিরাজের জন্ম বোধখানাতে
পুরুষোত্তম দাসের জন্ম তথাতে।
জগদীশ পণ্ডিতের পাট ভেকলিয়া
তবে শুন জন্ম পাট কহি বিবরিয়া।
সনাতন দত্ত আর উদ্ধব দাসের
পরমেশ্বর দাস—খড়দহে এ তিনের।
বলরামদাসের জন্মপাট দোগাছাতে
বদনানন্দের পাট বাগন পাড়াতে।
ফতয়া রাজ্যেতে সনাতন উপনিতি
রূপ গোসাঞিের আর জীব মহামতি।
পরমেশ্বর দাসের জন্ম থাঙনিয়া দহে
তথাই মহেশ পণ্ডিতের জন্ম কহে।
শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের বেনডায়
তবে কহি জন্ম পাট যত নদীয়ায়।
জগন্নাথ সূর্যদাস গৌরীদাস নাম
কৃষ্ণদাস চারিভাই নবদ্বীপে ধাম।
সার্বভৌম ভট্টাচার্য জন্মিলা তথাতে
তবেত শুনহ আর যত নদীয়াতে।
নারায়ণী 'আলরাঢ়ি' ঘোষণা যাহার
বৃন্দাবনদাস হন যাহার কুমার।
রত্নেশ্বর আচার্য পণ্ডিত গোপীনাথ
দামোদর পণ্ডিত শঙ্কর এক সাথ।
নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্র নারায়ণ
শ্রীমান পণ্ডিত আর মিশ্র সুদর্শন।
সদাশিব আচার্য আর শ্রীগর্ভ সংগতি
নকুল আচার্য কবিচন্দ্র চক্রবর্তী।
খোলাবেচা শ্রীধরহো শ্রীনিধি আচার্য
গঙ্গাদাস পণ্ডিত বিদ্যাবিদ আচার্য।
বল্লভ আচার্যের আচার্য হলায়ুধ
সনাতন নাম যার সর্ববিদ্যা বুধ।
পুরন্দর আচার্য আর মিশ্র কাশীনাথ
শ্রীচন্দ্র আচার্য দেবানন্দ তার সাথ।
লক্ষ্মণ আচার্য শিবানন্দ চক্রবর্তী
মিশ্র কবিরাজ আর পুরুষোত্তম সংহতি।
জগন্নাথ সেন বৈদ্য বনমালীদাস
মুরারি চৈতন্যদাস এসব প্রকাশ।
নবদ্বীপ মধ্যে মহাপ্রভুর সঙ্গতি
তবেত কহিয়ে আর শুন মহামতি।
কমলাকর পিপিলাই জন্ম চাকদ'তে
তথাই গোবিন্দ ঘোষ ভাইয়ের সাথে।
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব হন
কনিষ্ঠ রাজীব ঘোষ ভাই চারিজন।
পানিহাটে জন্মপাট শ্রীপুরন্দরের
রাঘব পণ্ডিতের মিশ্র কাশীশ্বরের।
বাসুদেব ভাগদত্ত জনম চৌড়লিয়া
পরমানন্দ গুপ্ত দাস ঈশান বানিয়া।
দ্রাবিড়ে রাঘব ভট্ট রাঘব গোসাঞিে
কাশীশ্বর হরিভট্ট প্রকাশ তথাই।
আকাই হাটেতে কানু কৃষ্ণদাস নাম
কৃষ্ণদাসের হো জন্ম বড়গাছি গ্রাম।
জন্মিলা মুদাবাজে কালিয়া কৃষ্ণদাস
মুকুন্দ বালক নাম শ্রীনাথ প্রকাশ।

সুবুদ্ধি খান প্রকাশ গুপ্তপাড়াতে
শ্রীঅনন্ত আচার্য রঘুনাথ তথাতে।
শ্রীকাশীনাথ মধু পণ্ডিতহো আর
তুলসী মিশ্র হোড় মণিগুপ্ত পরচার।
জগদানন্দ পণ্ডিত প্রকাশ বসুধায়
ভাগবত আচার্য পরমানন্দ তায়।
নারায়ণ গুপ্ত বৈশ্য গঙ্গাদাস আর
বুদ্ধিমন্ত খান পানিনালা পরচার।
রঘুনাথ দাস আর জগদীশ দাস
এহো দোঁহে তথাই হইলা পরকাশ।
কুমার ভট্টেতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী
সঞ্জয় পণ্ডিত শ্রীমানহো তথি ধরি।
উৎকলে জন্মিলা উড়িয়া বলরামদাস
জগন্নাথ দাস তথাতেই পরকাশ।
বিপ্র শ্রীচন্দ্রশেখর বিপ্রদাস আর
ভট্টনায়ক বাণীনাথ হো পরচার।
নরসিংহ দাস আর হরিদাস
বলরাম হাতি হো তথি পরকাশ।
শিশু কৃষ্ণদাস দ্বিজ রামচন্দ্র আর
মাধব নায়ক ভট্ট তথাই প্রচার।
গরুড় আচার্যের জন্মপাট শ্রীকলাএ
কাশীশ্বর বক্রেশ্বর পণ্ডিত তথাএ।
পাহাড়পুরে জনমিলা রামমুকুন্দ
উদ্ধব দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ।
বুড়ণেতে জনমিলা সারঙ্গ ঠাকুর
উদাসীন ভাব যার মহিমা প্রচুর।
সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম ফুলিয়া গ্রামেতে
গোবিন্দানন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে।
কাশীশ্বর শিবজীব পণ্ডিত হো আর
তপন আচার্য হয়ে তথাই প্রচার।
কাটিশালীতে পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী
তথাই শ্রীকর মধু পণ্ডিতেরে ধরি।
কংসারি সেন বল্লভ সেন আর
তথাতেই জন্মপাট এ পাঁচজনার।
মুকুন্দ কবিরাজের জন্ম শ্রীখণ্ডেতে
কৃষ্ণের বন্দনা বিনে নাহি যার ওষ্ঠেতে।
গোকুলানন্দ বলরামদাস আর
এ দোঁহে হইলা ঘোড়াঘাটে পরচার।
যশদল গ্রামে জন্ম রাম চক্রবর্তী
বেতড়ি হইল নাম যাহ উতপতি।
রামানন্দ বসু জন্ম কুলিন গ্রামতে
গোপাল বসুর জন্ম হইল তথাতে।
রামচন্দ্র পুরী আর পুরী দামোদর
পরমানন্দ পুরী আর হো ঈশ্বর।
সুখানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ পুরী
গোবিন্দ নৃসিংহানন্দ পুরী নাম ধরি।
কৃষ্ণানন্দপুরী আর পুরী রঘুনাথ
বিশ্বেশ্বর পুরী আর রাঘব বিখ্যাত।
পুরুষোত্তম পুরী আর পুরীহো অনন্ত
হরিহরানন্দ পুরী সর্বগুণ মন্ত।
পুরী বিজনানন্দ সরখণ্ডে উপেন্দ্র আশ্রম
শুদ্ধেশ্বর সরস্বতী তিন এক সম।
অনুভবানন্দ চিদানন্দ সরস্বতী
শ্রীরাম তীর্থ আর কেশব ভারতী।
সত্যানন্দ ভারতী হো তীর্থ জগন্নাথ
নরসিংহ বাসুদেব তীর্থ তার সাথ।
গরুড় পরমানন্দ অবধুত নামে
প্রভু পারিষদ সব সন্ন্যাস আশ্রমে।
জন্মজ উদাসীন সব কেহো কোন দেশী
একত্রে মিলিলা সবে প্রভু সঙ্গে আসি
এ সবের জন্ম পাট নারি কহিবার
সভানের চরণে বহু প্রণাম আমার।
/ইতি সর্বপাট নির্ণয়/

তত্ত্বসাগরে। অতীতে দ্বাপরে ভূয়ঃ, প্রকটোভূত কলির্য্যদা। সর্বেস্বধর্মহীনাস্ত বভূবস্তে-কলের্গুণাৎ।। দুরাচাররতাঃ, সর্বে সদাচার বহির্মুখাঃ। হিংসা চৌর্যমৃষাচারৈ র্নরাযান্তিযমানয়ং। স্বাহাভগবান সর্বান্ দেবান্হি সনাতন।

দ্বাপর অতীত যবে কলি প্রবেশিল
সভেই স্বধর্মহীন কলিগুণে হৈল।
দুরাচার বড় সদাচার বিবর্জিত
কৃষ্ণনিন্দা সাধুনিন্দা শাস্ত্র বিরহিত।
হিংসাচৌর্য মৃষাচারে মনুষ্য সকল
যমালয় জয়ী কলি হইল প্রবল।
জানিয়া সকল তবে প্রভু কৃপাবান
দেবগণে ডাকিয়া কহেন ভগবান।

তদ্যথা ভবিষ্যপুরাণে। দিবিজা ভুবিজায়ধাং যায়ধাং ভক্ত রূপিণঃ। কলৌসন্ন্যাসীরূপে ভবিষ্যামিশচীসুতঃ। মুণ্ডোগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিহোত্রস্তীর সম্ভবঃ। দয়াত্বঃ কীর্তনারম্ভে ভবিষ্যামি

কলৌযুগে। শঙ্করগ্রাহগ্রস্তং হি ভক্তিযোগমহং পুনঃ। কলৌসন্ন্যাসীরূপেণ বিতরামি-চরামিচ। অতএব সহস্রনাম্নি। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চচন্দনাঙ্গদা। সন্ন্যাসকৃৎসমঃ শান্তোনিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।

ভবিষ্যপুরাণ মত কহি নিরূপণ
দেবগণে ভগবান কহিল যেমন।
দিবিজা সকল ভুবি করহ গণন
ভক্তরূপ ধরি জীব ত্রাণের কারণ।
কলিতে সন্ন্যাসীরূপ আহ্মিত নিশ্চয়
শচীসুত হইবই যে নাহিক সংশয়।
মুণ্ডিত মুণ্ড গৌর সুদীর্ঘ শরীর
সম্ভবিব ত্রিস্রোতা শ্রীজাহ্নবীর তীর।
দয়ানুকীর্তনারম্ভে হৈব কলিযুগে
তোমরা সভেই আগে চল মহাভাগে।
শঙ্করঙ্গীল কর্মবিমিশ্র গ্রহেতে
ভক্তিযোগস্বস্থ আছে নাষুঙ্কে লোকেতে।

কলিতে সন্ন্যাসীরূপ আহ্মি তাহা পুন
প্রকাশ করিবই যে অন্য নাহি শুন।
অতএব সহস্র নামেতে সত্য কন
সুবর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গ ইত্যাদি বচন।
সন্ন্যাসকৃত সম শান্ত অনুক্ষণ
নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ তথি পুন কন।
তবে প্রভু কলিযুগ ধর্মের পালনে
লোকের চেতন অর্থে প্রকাশ আপনে।
কলিযুগ ধর্ম প্রভু জানি সংকীর্তন
প্রকট হইলা তার বিস্তার কারণ।
বেদ পুরাণেতে আছে সর্বত্র প্রমাণ
যুগধর্ম প্রকাশে সম্ভবে ভগবান।

তথাচ ভগবদ্‌গীতা স্বভগবদ্বচঃ। যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

গীতায়েতে ভগবান আপনেই কন
যবে যবে ধর্মহীন হওএত অর্জন।
অভ্যুত্থান অধর্মের হয়েত যখন
আপনেই লীলাদেহ সৃজিয়ে তখন।
সাধু পরিত্রাণ হেতু শুন দিয়া মন

দুরাচারী যতেক তবে বিনাশ কারণ।
ধর্ম সংস্থাপন অর্থে জানহ যে তুহ্মি
যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতরি আহ্মি।
তাহে কলিযুগ ধর্ম সংকীর্তন মাত্র
তপ যজ্ঞ অন্যার্চনা নাহি কহে শাস্ত্র।

তথাচ শ্রীভাগবতে। একাদশেনরসিদ্ধবচঃ। ধ্যায়ন্‌কৃতে যজন্‌যজ্ঞে স্ত্রেতায়াং দ্বাপরের্চয়ন্। যদা প্নোতি-তদাপ্নোতি-কলৌ সংকীর্ত্যকেশবম্

ভাগবতে একাদশে নরসিদ্ধা কন
সত্যযুগে ধ্যান তপস্যা যে যে বাহন।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ ধর্মে যেই ফল পায়

দোয়াপরে অর্চন ধর্মেতে যেই হয়।
সেইত সকল ফল এ কলি যুগেতে
কৃষ্ণ সংকীর্তনে হয়ে জানহ নিশ্চিতে।

অন্যত্র আদি পুরাণেচ। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

আদি পুরাণেতে অন্যত্রেহ কহে শাস্ত্র
হরিনাম হরিনাম হরিনাম মাত্র।

এই ধর্ম বিনে আর এ কলি যুগেতে
নাহি নাহি গতি কোনই ধর্মেতে।

পুনশ্চ শ্রীভাগবতে। কলের্দোষনিধেরাজনু নুস্তিহ্যেকো মহান গুণঃ। কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরংব্রজেত।

দোষনিধি কলিকাল জানহ নিশ্চয়
ইহাতে হো গুণ এক আছে অতিশয়।

কৃষ্ণের কীর্তনে লোক বন্দে মুক্ত হৈয়া
পরম পদ পায়ে ভক্তি ধর্ম আশ্র হৈয়া।

অতএব তত্র। কৃতাদিষুপ্রজারাজন্‌কলাবিছন্তি সম্ভবং। কলৌখলুভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ।

অতএব কহি সবে শুন দিয়া মন　　হইবেক সত্য সত্য এইত কারণ।
ভাগবতে পরীক্ষিতে শুকদেব কন।　　যুগধর্ম লক্ষ্য করি নিজ ভাবি গণে
সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের প্রজাগণে　　নিজ লীলা প্রকাশিতে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
কলিযুগে জন্মিবারে ইচ্ছা করে মনে।　　স্বয়ং প্রভু অবতীর্ণ হইলা আপনে
কলিতে অনেক লোক কৃষ্ণ পরায়ণ　　ভঙ্গিতে কহিল যুগাবতার কথনে।

তথাচ শ্রীভাগবতে। নবসিদ্ধ জনক সম্বাদে। জনকউবাচ। কস্মিন্‌যুগে-সভগবান্‌ কিংবর্ণ: কীদৃশোনৃভিঃ। নাম্নাবাকেনবিধিনা পূজ্যতেতদি হোচ্যতাং। করভাজম উবাচ। কৃতী ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। নানা বর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেষ্যতে। কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুঃ জটিলোবল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজীনোপবীতাঙ্গান্‌ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুং। মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃসমাঃ। যজন্তে তপসাদেবং শমেনচ দমেন চ। হংসঃ সুপর্ণো-বৈকুণ্ঠোধর্মোযোগে শ্বরোহ মণঃ। ঈশ্বরঃ পুরুষো ব্যক্তঃ পরমাত্মেতিগীয়তে।

ভাগবতে একাদশে নবসিদ্ধা প্রতি　　শিরে জটাধরে পরে বল্কল অম্বর।
জনক রাজন কন শুন মহামতি।　　কৃষ্ণসার চর্মে উপবীত শোভে যার
কোন যুগে ভগবান কোন বর্ণ ধরে।　　দণ্ড কমণ্ডলু করে তপস্বী আকার।
কিবা নামে কি বিধানে লোকে পূজে তারে।　　সত্য যুগে মনুষ্য সকল শান্ত মন
কহ মহাশয় এই সব বিবরণ　　জীবের সুহৃদ সমভাব অনুক্ষণ।
শুনি তাহে কহে কর ভাজন যেজন।　　তপস্যা ধর্মেতে তারে যজে সর্বজন
সত্য ত্রেতা দোয়াপর কলিযুগ আর　　শমদম দিন ক্ষণে শুনহ রাজন।
নানা বর্ণ ধরে প্রভু বিবিধ আকার।　　হংস সুপর্ণ বৈকুণ্ঠ ধর্ম যোগেশ্বর
নানা বিধানেতে তারে পূজে জগজন　　পুরুষ অব্যক্ত সেই অমল ঈশ্বর।
বিবরিয়া কহি শুন সেসব কথন।　　পরমাত্মা বুলি আর এই দশনাম
সত্যযুগে সুবর্ণ শোভে চারি কর　　সত্যযুগে লোকসব গায় অবিরাম।

তত্রৈব

ত্রেতায়াং রক্ত বর্ণোৎসৌ চতর্বাহুস্ত্রিলোচনঃ। হিরণ্য কেশ্বস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥ তং তদা মনুজ দেবং সর্বদেবময়ং হরিম্‌। যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্মিণো ব্রহ্মবাদীনঃ। বিষ্ণুর্যজ্ঞ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্বদেব উরুক্রমঃ। বৃষাকপির্যজন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে॥

ত্রেতায়েতে রক্তবর্ণ সেইত ঈশ্বর　　যজ্ঞধর্মে যজে তারে ব্রহ্মবাদী জন।
চতুর্বাহু ত্রিমেখল পরম সুন্দর।　　বিষ্ণুযজ্ঞ পৃশ্নিগর্ভ সর্বদেব উরুক্রম
সোনার বরণ কেশ শোভা করে শিরে　　বৃষাকপি যজন্ত উরু গায় অষ্ট নাম।
যজ্ঞধর্ম স্থাপিবারে স্রুক স্রুপ করে।　　ত্রেতাএতে এই সব ঘোষে সর্বজন
সর্বদেবময় হরি জানিয়া কারণ　　দ্বাপর যুগের পুন শুন যেই কন।

দ্বাপরে ভগবান্‌ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভি রঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরূপ লক্ষিত॥ তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্‌। যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবোনৃপঃ॥ নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তবন্তি পরমেশ্বরম্‌। নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃনু॥

দোয়াপরে ভগবানে শ্যামবর্ণ ধরে
পিয়ল বরণ বাস নিজ অস্ত্র ধরে।
শ্রীঞ্চ সাদি লক্ষণেতে লখি অনুভবে
মহারাজ রাজেশ্বর জানি সর্বলোকে।
বৈদিকী তান্ত্রিকি মতে তাহার যজন
করয়ে জিজ্ঞাসু সব শুনহ রাজন।
নম নম বাসুদেব নম সংকর্ষণ
প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ভগবতে নম কন।
এই চারি নাম দোয়াপরে ঘোষে সবে
নানা তন্ত্র মতে তবে কহি শুন তবে।

তত্র। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুধেধসঃ।

অস্যার্থঃ কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশে—। কলৌ কৃষ্ণ বর্ণয়তীতি কৃষ্ণবর্ণস্তং কৃষ্ণবর্ণং পুনঃ কিম্বি-শিষ্টং ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং কল্পভেদেন বর্ণাবশেষ—স্বাদ্গৌরমিত্যথঃ।

কলি স্বয়ং ভাবিরূপ হৈয়া আপনেই
কৃষ্ণই বর্ণে নকৃষ্ণবর্ণ কন তেঞি।
প্রেমামৃতাদিতে সেই আছয়ে সাক্ষাতে
কৃষ্ণ কৃষ্ণেন্দ্ররানন্দ ইত্যাদি পয্যতে।
পুন ত্বিষা অকৃষ্ণের অর্থে দেও মন
ত্বিষাপদে কান্তি কহি গৌর সেই হন।
কল্প ভেদে বর্ণ অবশেষ হেতু ধরি
গৌর বিগ্রহ তেঞি শ্রীচৈতন্য হরি।
অঙ্গ উপঅঙ্গ সঙ্গে পারিষদগণ
সঙ্কীর্তন যঙ্গে যজে সুমেধ সজন।
ঈশ্বরের চারি বর্ণ যুগ অবতারে
হন এই নিষ্কর্ষ বচন শাস্ত্রে ধরে।

তথাচ শ্রীদশমে। কৃষ্ণনামকরণ প্রসঙ্গে গর্গবাক্যং। আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোৎনুযুগং তনূঃ।। শুক্লোরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।

অস্যার্থঃ। বিচার সুধার্ণবে। অনুযুগং প্রতিযুগং তনূর্গৃহ্নতোৎস্য কৃতাদিক্রমেণ অন্যেষু চতুর্ষু যুগেষু শ্বেতরক্তপীতবর্ণাস্ত্রয় আসন্ ইদানীন্ত দ্বাপরে কৃষ্ণতাংগতঃ। তদেব শ্রী একাদশে ব্যক্তমস্তি। কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুরিতি। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোৎসাবিতি। দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম ইতি। অতএবাবশিষ্টঃ পীতঃ।।

শ্রীদশমে বর্ণ চতুষ্টয় গর্গমুনি।
কৃষ্ণনাম করণতে কহিল বাখানি।
প্রতি যুগে তনু ইহ করেন গ্রহণ
অন্য চতুর্যুগে ছিল তিন বরণ।
শ্বেত রক্ত পীত ক্রমে তিন যুগে কন
কল্পের ভেদে বর্ণভেদ পুন হন।
ইদানী দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণ গত
ইদানী চতুর্যুগে কল্পভেদ মত।
গৃকৃতনু যুগ পদে বর্ণ ভেদ কৃত
সে কথা শ্রীএকাদশে আছয়ে বেকত।
সত্যে শুক্ল ত্রেতা রক্ত শ্যাম দোয়াপরে
অরণিষ্ট পীত তিহোঁ কলি গৌর ধরে।
এই দোয়াপরে যেই কৃষ্ণ অবতার
স্ফুটই প্রমাণ শাস্ত্রে আছয়ে ইহার।

তথাচ মাৎসে নির ব্রহ্ম সম্বাদে। অস্যাৎ রথান্তরাৎ কল্পাৎ ত্রয়োবিংশতিমো যদা। বরাহো ভবিতা কল্পস্তস্য মন্বন্তরে শুভে।। বৈবস্বতাখ্যে সম্প্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্। দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্ সপ্তবিংশতিমং যদা। তস্যান্তে চ মহালীলা বাসুদেবো জনার্দনঃ।।

রথান্তর কল্প কহি ত্রয়োবিংশতম
বরাহ কল্প এই জানহ সপ্তম।
সপ্তম মন্বন্তরে তাহে বৈবস্বতে
সপ্তবিংশ চৌযুগে দ্বাপর শেষেতে।
মহালীলা কৈল বাসুদেব জনার্দন
তার অপ্রকটে কলিযুগ প্রবেশন।

তথাচ শ্রীভাগবতে—যস্মিন্ কৃষ্ণোদিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ।।

ভাগবতে দোয়াদশে কৈল নিরূপণ
যেই দিনে দিবে কৃষ্ণ করিল গমন।
সেই দিনে কলিযুগ করিল প্রবেশ
পুরাবিদ জনে এই করিল নির্দেশ।
অতএব এই কলি পীতবরণ
বর্ণ অবশেষ হেতু হয়ে অন্য নন।
তাহার কারণ কহি শুন বিজ্ঞজন
কল্পভেদে কোন্ বর্ণ কোন্ যুগে হন।

তদ্‌যথা ব্রাহ্মে পাদ্মে চ। মার্কণ্ডেয়ং প্রতি ভগবদ্ বাক্যং। বনপর্বণিচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি মার্কণ্ডেয় বাক্যং। শ্বেতঃ কৃতযুগেবর্ণঃ শ্যামস্ত্রেতাযুগে মম। রক্তো দ্বাপরমাসাদ্য কৃষ্ণঃ কলিযুগে তথা ॥

ব্রাহ্মে পাদ্মে মার্কণ্ডের ঈশ্বর বচন।
রণপর্বে যুধিষ্ঠিরে মার্কণ্ডেয় কন।
সত্যে শুক্ল ত্রেতা শ্যাম আঙ্কার বরণ
রক্ত দ্বাপরে কলি কৃষ্ণবর্ণ হন।

বালরামায়ণে চ। সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগেষু সিতরক্তপীতবর্ণাভিঃ। কৃষ্ণঃকিল কলিকালে স এষনারায়ণোজয়তি ॥

বালরামায়ণ বাক্য শুন মহাভাগে
সত্য ত্রেতা দোয়াপর এই তিন যুগে।
শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ ক্রমে তিন হন
কৃষ্ণবর্ণ কলিযুগে সেই নারায়ণ।

গীতাসারে চ। সত্যশ্বেত হরেবর্ণস্ত্রেতায়াং রক্ত বর্ণকঃ। দ্বাপরে পীতবর্ণশ্চনীলবর্ণঃ কলৌযুগে।

গীতাসার বাক্য তবে শুন দিয়া মন
সত্যে শ্বেত ত্রেতা রক্তবর্ণ পুন হন।
দোয়াপর পীত কলি নীলবর্ণ কন
কল্পভেদ বিনে ইহা সম্ভবে কেমন।

কিঞ্চ কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশে। ধদ্বাপরে শ্যাম '' কলৌ ত্বিষাৎ কৃষ্ণমিত্যস্য স্বামী ব্যাখ্যা ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং তদ সঙ্গতং। যত ইন্দ্রনীল মণিত্বেনাপি শ্যামত্বং বোধয়তি। তদা-বর্ণাবশেষং পীতং যত্তদেব কুতো জ্ঞাতং। অতএব ত্বিষাৎ কৃষ্ণমিতি বচনাৎ কল্পভেদেন অস্মিন্ কলৌ গৌর এব ॥

কিঞ্চ কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশে কন শুন
দোয়াপরে শ্যামবর্ণ উক্ত করি পুন।
ত্বিষা অকৃষ্ণের ব্যাখ্যা স্বামী যেই কন
ইন্দ্রনীল মণি হেন উজ্জ্বল বরণ।
সে কথা সঙ্গতি নহে বুধ সদাশয়ে
ইন্দ্রনীল মণি হেহো শ্যামত্ব বুঝায়ে।
তবে বর্ণ অবশেষ পীতবর্ণ যেই
কোন্ যুগে ব্যক্ত তবে হইবেক সেই।
অতএব ত্বিষা অকৃষ্ণ বচনেতে
কল্পভেদে এই কলি গৌর সুনিশ্চিতে।

কিঞ্চকৃষ্ণতত্ত্বপ্রকাশে। তত্র কেচিদ পূর্বজ্ঞানিনস্তং মুচুকুন্দমিতি যদ্বিলপন্তি তদেব ভ্রমঃ। যতো মুচুকুন্দ স্যাপি জন্মনির্ণয়োৎস্তি। তথাচ নারায়ণতত্ত্বামৃতে। ত্রয়োদশ্যাধ্যায়ে। অবতারপ্রসঙ্গে তত্র কৃষ্ণাবতারে নারদং প্রতি সনৎকুমার বচঃ। দত্বাবরং স্তুতিবশান্মুচু,-কুন্দায় মাধবঃ। দ্রাবিড়েষু দ্বিজোভূত্বা মম ভক্তো ভবিষ্যতি॥ তব প্রসাদাদ্বহবস্তরিষ্যন্তি ভবার্বণম্। গচ্ছত্ব বদরীমূলং মচ্ছাসন পুরস্কৃতঃ ॥

কিঞ্চ শুন কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশেতে কন
ভ্রমজ্ঞানে গৌরচন্দ্রে কোন কোন জন।
প্রলাপ করিয়া মুচুকুন্দ করি কয়
শাস্ত্রতত্ত্ব না বুঝিয়া করয়ে সংশয়।
সেই মুচুকুন্দের হো জন্ম হৈল যথা
শুনহ তাহাত শাস্ত্রে আছে স্ফুট কথা।

নারায়ণ তত্ত্বামৃতে ত্রয়োদশাধ্যায়ে
নারদের প্রতি সনৎকুমার কহয়ে।
মুচুকুন্দ স্তবে বশ হৈয়া ভগবান
দিলেন তাহারে বর প্রভু কৃপাবান।
দ্রাবিড়দেশেতে তুহ্মি হইয়া ব্রাহ্মণ
হইবে আমার ভক্ত শুনহ রাজন।
তোহ্মার প্রসাদে বহুতর জীবগণ
তরিবেক ভবনিধি এ সত্য বচন।
বদরি আশ্রমে যাও আহ্মার আজ্ঞায়
মৃগয়া সম্ভব পাপ খণ্ড তপস্যায়।
শ্রীচৈতন্য অবতার গৌড় মণ্ডলে
ত্রিস্রোতা জাহ্নবী তীরে শাস্ত্রে স্ফুট বোলে।

অতএব চৈতন্য তত্ত্বামৃতে। পাষণ্ডাজ্ঞানিনঃ পাপা মূর্খাঃ পণ্ডিত মানিনঃ। দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা প্রমাণানি নমন্যন্তে বিদূষকাঃ। যতোহি পরম ব্রহ্ম দ্বাপরে নন্দমন্দিরে। জ্ঞাত্বাপি বেদ বিদ্বিপ্রা দুষ্প্রজ্ঞাস্তং ন মেনিরে॥

অতএব কহি সভে শুন দিয়া মন
শ্রীচৈতন্য তত্ত্বামৃতে কহিল যেমন।
পাষণ্ডী পাতকী সেই বড়ই অজ্ঞানী
মূর্খ সেই সব মিথ্যা পণ্ডিতাভিমানী।
দেখিয়া শুনিয়া এত প্রমাণ না মানে
বিদূষক গৌরচন্দ্রে অন্যমত জানে।
যুগে যুগেই বঞ্চিত সেই সব জন
তা'ার দৃষ্টান্ত কহি শুন দিয়া মন
পরংব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র প্রভু দোয়াপরে
বিহার করিল যবে নন্দের মন্দিরে।
বেদ শাস্ত্র পড়িয়া জানিয়া বিদ্যাভোরে
দুষ্প্রজ্ঞা ব্রাহ্মণসব না মানিল তারে।
যদ্যপি বা পুনরপি কহে কেহো আন
শ্রীচৈতন্য চন্দ্র যদি স্বয়ং ভগবান।
তবে সত্যাদিতে যেন চতুর্ভুজাকার
তেমত স্বরূপ কেনে না দেখি তাহার।
তাহার কারণ কহি শুন বিজ্ঞবর
যেই কথা কহিলেক বিষ্ণু ধর্মোত্তর।

তথাহি। প্রত্যক্ষরূপধৃগ্দেবোন তথা দৃশ্যতে কলৌ। কৃতাদিষ্বেব ত্রিষ্বেষু ত্রিযুগঃ পরিপচ্যতে।

প্রত্যক্ষ স্বরূপেতে প্রভু ভগবানে
কলিযুগে লোক না দেখয়ে বিদ্যমানে।
সত্য ত্রেতা দোয়াপরে এই তিন যুগে
ত্রিযুগ করিয়া তিঁহো কহে মহাভাগে।

তত্র বিচার সুধার্ণবে। অতএব শ্রীচৈতন্য দেবো যুগানুরূপেণ রূপান্তরেণ ভাবকরূপঃ সংবৃত্তঃ। মুণ্ডো গৌরইতি কলৌ সন্ন্যাসিরূপেণ ইতি যুগানুরূপং তদ্রূপং যো ভজতে স এব যুগধর্মী অপিচ নিজভজনশীলান্ প্রতি তস্য নিজরূপপ্রকাশঃ। অতএব কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণমিত্যুক্তং। তস্য অন্তর্ভাবব্যাখ্যা শ্রীমজ্জয়গোপাল দাস ঠাকুরমুখোদিতেন। কলাবুভয় বর্ণ প্রকাশকত্বাদেবমাহ। কিঞ্চস্মিন্ কলৌ সার্বভৌমাদীনামনেকেষাং পুরতঃ কৃষ্ণবর্ণঃ প্রকাশিত ইতি প্রসিদ্ধো বচঃ॥

তথি কহি শ্রীবিচার সুধার্ণব মতে
অতএব শ্রীচৈতন্য যুগান্ত রূপেতে।
রূপান্তরে প্রকট হইলা ভাবীরূপ
গোপনীয় করি প্রভু আপনা স্বরূপ।
কপট সন্ন্যাস মণ্ডনাদি যেই এই
যুগ অনুরূপ সেই রূপ ভজে সেই।
যুগধর্মে সেই যুগ-অবতার জানে
নিজরূপ সুপ্রকাশ নিজ ভাবি গণে।
অতএব কৃষ্ণবর্ণ কহি সন্দর্ভেতে
ত্বিষা অকৃষ্ণ পুন কন ভাগবতে।
তার অন্তর্ভাব ব্যাখ্যা শুন দিয়া মন
শ্রীজয়গোপাল দাস ঠাকুর বচন।
কলিতে উভয় বর্ণ প্রকাশ কারণ
কৃষ্ণ বর্ণ কহি কান্তি অকৃষ্ণ কথন।
কিন্তু সার্বভৌম আদি বহু জন তেই
কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশ প্রসিদ্ধ আছে এই।

তদ্ভাবে শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর মুখোদিত শ্রীচৈতন্যসহস্রনাম্নি। ইত্থং বিহার কলয়া সততং বিনোদী সন্ন্যাসিবেশমধুরশ্চকিতং কদাচিৎ। প্রেম প্রকাশমধুর স্বপনেনদৃষ্টঃ

শ্রী শ্রী শচীতনয় এষ কিশোরমূর্তিঃ ।। পশ্যামি কেবলমহং যতিশান্তমূর্তিং চিত্তে পুনঃ স্ফুরতি নাগরনাগরেশঃ। কস্যৈবদামি কিমিবাস্তিনিগূঢ়মত্র চেতঃপ্রমোদ জলধিং মগ গাহতে কিম্ ।।

চক্ষুঃ কিমিদানীং লোকাদ্বিপরীতমেব মে জাতম্। চৈতন্যং যতিবেশং পশ্যতি সর্বোঽহমেব নটলীলম্ ।। ন্যাসিবেশোঽপি সৌন্দর্য লীলা মাধুর্যবানয়ম্। আরোহতি মম স্বান্ত কৃষ্ণ এব ন সংশয়ঃ ।। তত্র ।। স নাগরোঽয়ং ছল গৌরকান্তিরিতি। তত্র। শ্রীমজ্জয়কৃষ্ণ দাস ঠাকুরস্য বিচার সুধার্ণবে। ছল গৌরকান্তি যত্তদেব যুগানুরূপত্বাৎ।

তদ্ যথা—প্রত্যক্ষরূপ ধৃগ্দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিরিতি বচনাৎ গৌরকান্তি নতু বর্ণঃ। অতএব কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহ কৃষ্ণমিতি বর্ণস্তু শ্যাম এব নিত্যবিগ্রহত্বাৎ। অনাদেয় মহেয়ঞ্চ নিয়তং তৎস্বরূপবৎ। অভৌতিকঞ্চাবিকল্পং নিত্যাকারং তদুচ্যতে। ইতিবচনাৎ। যে নিত্যানিয়তং রূপং ত্যক্ত্বা রূপান্তরং ব্রজেৎ। ভাবকস্য কুতোভাব কুতস্তস্যৈব নিত্যতা। ইতি বচনাচ্চ। কিঞ্চ গৌরকান্তেঃ কারণমাহ স চাপি নিত্যরূপঃ। তদ্যথা—পরং ব্রহ্মরূপস্য শ্যামবিগ্রহস্য কান্তিঃ স্বর্ণাভাবাত্। স চ গৌরঃ। তথাচ। শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাঠক বর্চসমিত্যেকাদশে। অতএব পরং ব্রহ্ম প্রকাশত্বাৎ যুগানুরূপত্বাৎ বর্ণাবশেষত্বাৎ স্বশক্ত্যা বর্ণং গোপায়িত্বা নিত্যত্বে কান্তিং প্রকটীকৃতবান্। যতো নিজ শক্তিপ্রভাবেনেতি পাদ্যে। অতএব সনাগরোঽয়ং ছলগৌর কান্তিরিত্যাদিবচনাৎ। নচেৎ পরিচিতিঃ কলৌ প্রকট গৌর গোপীপতি রিতি প্রবোধানন্দ সরস্বতী বচনং। অন্তঃশ্যাম বহির্গৌরমিতি জয়দেব-বচনং।

শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর মুখোদিত
চৈতন্য সহস্র নামে সেরূপ বিদিত।
বিহার কলা যে প্রভু বিনোদ সদায়
সন্ন্যাসীবেশে হো ক্ষণে মধুর দেখায়।
প্রেম প্রকাশ মাধুরীতে দেখি নিতি
শ্রীশচী তনয় এই, কিশোর মূরতি।
দেখিয়ে কেবল অতি সুশান্ত মূরতি
নাগর নাগরে ত্রস্ত চিত্তে স্ফুরে নিতি।
কাহারে কহিব পুন কি নিগূঢ় এহ
প্রমোদ জলধে চিত্ত করে অবগাহ।
চক্ষু কি ইদানী লোক হৈতে বিপরীত
জন্মিল আম্মার এই বুঝিয়ে নিশ্চিত।
চৈতন্যকে যতিবেশ দেখে সর্বজন
আম্মি পুন নট নীল দেখি সর্বক্ষণ।
সন্ন্যাসী বেশেহো ইহো সৌন্দর্যমোহন
লীলায়ে মাধুর্যবান প্রভু সর্বক্ষণ।
আম্মার মনেতে আরোহণ মাত্র হয়
কৃষ্ণ এই-ইথে কিছু নাহিক সংশয়।
স্বরূপ গোপন হেতু সন্ন্যাসী আকৃতি
সেইত নাগর হইছে রে গৌর জুতি।
তথি শ্রীল জয়কৃষ্ণ দাস প্রভু কন
ছল গৌরকান্তি যেই তাহার কারণ।
যুগ অনুরূপ গৌরকান্তি পরচারে
স্বভাব স্বরূপ পুন আছয়ে অন্তরে।
কলিতে প্রত্যক্ষরূপ না দেখি ঈশ্বর
এইত বচনে তবে বুঝহ অন্তর।
কান্তি গৌরবর্ণ পুন বর্ণ সেই নন
অতএব কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ কন।
নিত্য বিগ্রহ হেতু শ্যামল বরণ
নিত্যের লক্ষণ শুন শাস্ত্রে যেই কন।
অগ্রাহ্য অত্যাক্ষ সেই স্বরূপ নিয়তি
অভৌতিক অবিকল্প হয়ে নিত্যাকৃতি।
নিত্যের নিয়ত যেই স্বরূপ নির্ণয়
সেরূপ ছাড়িয়া যদি অন্যরূপ হয়।
ভাবকের ভাব কোন্ রূপে তবে হৈব
নিত্যের নিত্যত্ব কোন রূপে বা বুঝিব।
কিঞ্চ গৌরকান্তি যেই সেহো নিত্য শুন
পরংব্রহ্ম শ্যাম কান্তি স্বর্ণ আভা হেন।
শ্রীঞ্চ সাঙ্ক ঘন-শ্যাম প্রভা তপ্ত সোনা
একাদশে কৃষ্ণতিরোভাবে এ বর্ণনা।
অতএব কন নরহরি মহামতি
সেইত নাগর ইহোঁ ছলে গৌরজুতি।
সব ধিক ধিক তবে যেই সব জনে
প্রকট গৌর গোপীপতি নাহি জানে।
শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর বচন
অন্তে শ্যাম বাহ্যে গৌর জয়দেব কন।

তথাচ শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে। শ্রীজীব গোস্বামী বচঃ। অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবং কলৌসঙ্কীর্তনাদ্যেষু কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে শুনহ বচন
শ্রীজীব গোস্বামীহ কৈল নিরূপণ।
অন্তরেতে কৃষ্ণ বাহ্যে গৌরবরণ
অঙ্গাদি বৈভব করাইল দরশন।
অঙ্গাদি বৈভব পদে অঙ্গ উপঅঙ্গ
অস্ত্র পারিষদ সব নিত্যগণ সঙ্গ।
কলি সঙ্কীর্তনাদিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
আশ্রিত এতেকে লোক সব হৈলা ধন্য।

ননু কুত্রাপ্যেবং শ্রূয়তে—। চৈতন্যচরিতামৃতে।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি হলাদিনী শক্তিররস্মা—দেকাত্মানাবপিভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাস্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং জাতং রাধাদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্ ॥

তবে যদি পুনরপি কহে কোন জন
চৈতন্য চরিতামৃতে শুনিয়ে এমন।
প্রণয় বিকৃতি শ্রীকৃষ্ণের রাধা হন
আহলাদিনী শক্তি তেহোঁ এইত কারণ।
পূর্বে ভুবিতে যবে কৃষ্ণাবতরণ
দেহ ভেদ হৈয়া দোঁহে কৈল বিলসন।
চৈতন্য প্রকটে দোঁহে একত্ব লভিয়া
জন্মিলা রাধার জুতে সুবলিত হৈয়া।
হেন কৃষ্ণ স্বরূপ চৈতন্যে নমস্করি
এ বাক্যের সন্দর্ভ শুনহ মন করি।

তদর্থে চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। একাত্মানবপিভুবিপুরা দেহভেদংগতৌযৎ। প্রকটা-প্রকটাবাত্র লীলা তদ্দ্বধ্যতে খলু ॥ একাত্মানাও (একাত্মনস্তু) প্রকটলীলা ভবিত সর্বদা। প্রকটে মানুষী লীলা লোকবচেচেষ্টিতা খলু ॥

একাত্মায়ে পূর্ব দেহ ভেদ বাক্য যেই
প্রকটাপ্রকট লীলা বুঝিবে যে সেই।
অপ্রকটে একাত্মায়ে লীলা হয়ে শুন
প্রকটে মানুষী লীলা চেষ্টা লোক হেন।

তত্র একাত্মনো যথা ভাগবতামৃতে—। যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদি ভিরন্যাদৃক স ভদেকাত্ম (ভবেদেকাত্ম) রূপক ॥

একাত্মায়ে যে মত শুনহ দিয়া মন
ভাগবতামৃতে সে একাত্ম রূপ কন।
যেইরূপ কৃষ্ণের অভেদ স্বরূপেতে
ভিন্ন ভিন্ন আকারাদি দেখি যে সাক্ষাতে।
একাত্মা স্বরূপ সেই জানহ লক্ষণ
নিত্যলীলা অপ্রকটে হয়ে বিলসন।

মানুষী লীলা যথা—শ্রীভাগবতে—অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিত:। ভজতে তাদৃশী: ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥

প্রকটে মানুষী লীলা হয়েত যেমন
ভাগবতে কহিলেন শুন সে কথন।
ভক্ত সভার অনুগ্রহের লাগিয়া
মানুষ দেহকে কৃষ্ণ আশ্রয় করিয়া।
মানুষের হেন ক্রীড়া করেন ঈশ্বর
যাহা শুনি লোক সব যেন তৎপর।
যা শুনি তৎপর হয়ে এইত বচনে
আকাঙক্ষা হইল বুধ বুঝ সাবধানে।
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণ হন যেই
তার নিত্য লীলা পর হয়ে বুলিল এই।
নরাকৃতি পরংব্রহ্ম জানিয়া কারণ
বন্ধু হেন ব্যবহার করে ভাবি জন।

তথাচ। পরিচর্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষু চ শেরতে। মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥

পরিচর্যা পরায়ণ কোন কোন জন মনুষ্যের হেন তারে দেখি নরাকার
গোবিন্দের মন্দিরে হোঁ করেন শরণ। বন্ধু হেন স্নেহেতে করেন ব্যবহার।

ব্রহ্মসংহিতায়াং "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব— কারণকারণম্ ।।"

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ গুণাগুণ পার আদিহো অনাদি গোবিন্দহো তারে কন
স্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যাহার। তিহোঁ এক হন সর্বকারণ কারণ।

অপিচ বিষ্ণু পুরাণে—সত্ত্বাদিয়োন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ।।

সত্ত্বআদি করিয়া প্রাকৃত গুণ যেই সকল শুদ্ধের পর শুদ্ধ সেই দেহ
ঈশ্বর বিগ্রহে সেই নাহিক কিছুই। চিদানন্দ গুণীভূত নির্মল বিগ্রহ ।

অপিচবৈষ্ণবতন্ত্রে—অষ্টাদশ মহাদোষৈরহিতা ভগবত্তনুরিতি।

অষ্টাদশ দোষা যথা বিষ্ণুযামলে
মোহস্তন্দ্রাভ্রমো রুক্ষরসতা কামডম্বলঃ। লোলতা মদমাৎ সর্যৌ হিংসা খেদ পরিশ্রমৌ।
আলস্যঞ্চৈব আশঙ্কা আকাঙক্ষা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদেশোদিতাঃ ।।

মোহতন্ত্রাদি অষ্টাদশ দোষ এই ঈশ্বর বিগ্রহে নাহি শুদ্ধ দেহ তেই।

চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। নিজলীলা পৃথক্ তস্যামানুষী চ পৃথক্ পুনঃ। অতো ভাগবতে চোক্ত মেষ ক্রীড়ণ দেহভাক্।

নিজ লীলা পৃথক তবে নিত্যাসহ যেই অতএব যা ভাগবতে ব্যাস কন
মানুষী পৃথক কাম করে সহ সেই। দেহ ধরিয়া কৈল এইত ক্রীড়ন।

অপিচ তন্ত্র। ভুবিপুরেতি বাক্যেন ভুবি মানুষ লীলয়া। দেহভেদং গতৌ নিত্যদেহা- বেকাত্মনা খলু।

অবে হো কহিল তায় শুন সাবধানে ভুবিতে মানুষী লীলা যতই করণ
ভুবি পুবা দেহ ভেদ হৈলা এ বচনে। নিত্যদেহ একাত্মা স্বরূপ সর্বক্ষণ।

অপিচ তন্ত্র। নিজরূপং পৃথক্ নন্যায়দা চোক্তং তদাকথং। যস্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনং ।। তথাচ শ্রীভাগবতে দশমে—অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং। যস্মিত্রং পরমাননন্দং পূর্ণংব্রহ্ম সনাতনং ।।

আশ্চর্য ভাগ্য ঘটা পুন পুন কন যা সভার মিত্র কৃষ্ণ আনন্দ স্বরূপ
নন্দ ব্রজবাসী যত গোপ গোপীগণ। পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন নরাকৃতি রূপ।

অপিচ তত্র। অনুযাজ্রা প্রসঙ্গে
তং ব্রহ্মপরমং সাক্ষাদ্ভগবন্তমধোক্ষজম্। মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞামর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ।।

অবেহো শুনহ সেই দশম বচন
অনুযাত্রা প্রসঙ্গেতে যেই কন।
সেইত পরম ব্রহ্ম সাক্ষাত আপনে
ভগবান অধোক্ষজ শাস্ত্র পরমাণে।
মনুষ্য দৃষ্টিতে তারে দুষ্প্রজ্ঞ ব্রাহ্মণে
না দিলেক অন্ন না মানিলেক গোপজ্ঞানে।

অপিচ তত্র। ব্রহ্মাস্তুতিঃ। তস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোৎপি। নেশেমহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্ম সুখানুভূতেঃ ।।

অবে হো কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন
ভাগবতে দশমেতে ব্রহ্মা যেই কন।
হেদের সাক্ষাত এই শরীর তোহ্মার
মহিমা জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার।
মোরে অনুগ্রহ করি হইলা উদয়
স্বেচ্ছাময় দেহ এই নহে ভূতময়।
অপ্রাকৃত শরীর এ চিদানন্দ কন্দ
পরীক্ষিণু মুঞি কি বুলিমু মতিমন্দ।
আত্মসুখে অনুভূত দেহ এ তোহ্মার
ইহা আদিস্তর ন করিল বারম্বার।

অপিচ ভগবদ্ গীতায়াং। ভগবদ্বচঃ। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম লোকমহেশ্বরম্ ।।

অবে হো কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন
ভগবদ্‌গীতায়ে প্রভু আপনেই কন।
ভক্ত বিনে আহ্মাকে যতেক মূঢ় জনা
মানুষীতত্ত্ব আশ্রিত করয়ে ভাবনা।
পরংভাব করিয়া আহ্মারে নাহি জানে
নবাকৃতি পরংব্রহ্ম পরম ঈশানে।

অপিচ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে। কৃষ্ণস্য ভৌতিকং দেহং যে বদন্ত্যতিমোহিতাঃ। তেষাং দর্শন মাত্রেণ সচেলঃ স্নানমাচরেৎ।

অবে হো কহিয়ে তাহা শুন বিজ্ঞ জন
বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণেতে কহিল যেমন।
কৃষ্ণের ভৌতিক দেহ যেইসবে বোলে
তার সম মোহিত নাহিক এ ভূতলে।
সে সব লোকের দরশন মাত্র তেই
সবস্ত্রে করিব স্নান জ্ঞাতজন যেই।
নিত্যলীলা কৃষ্ণের পৃথক নহে যবে
এ সব বচন তবে কেমতে সম্ভবে।
আর হো কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন
নিত্য বিগ্রহের শাস্ত্রে কহিল যেমন।

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং—যস্য প্রভা প্রভবতো জগদন্তকোটি কোটিষ্বশেষ বসধা দিবি ভূতি-ভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ।।

তত্র কারিকা শ্রীসনাতন দেবস্য ভাগবতামৃতে। নিষ্কলাদি স্বরূপং তদ্‌ব্রহ্মাণ্ডার্বুদ কোটিষু ।। বিভূতিভির্ধরাদ্যাভি-র্ভিন্নং ভেদ্যুপাগতম্। সদা প্রভাবমুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভাভবেৎ। তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থস্ফুটীকৃতম।

'যস্য প্রভা প্রভবত ইত্যাদি পদ্যতে'
গোস্বামী কারিকা কৈল ভাগবতামৃতে।
নিষ্কলাদি স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিহোঁ পুন
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিভূতি ভিন্ন ভিন্ন।
সদাই প্রভাবযুক্ত প্রভা ব্রহ্ম যার
সে গোবিন্দ ভজি এই পরমার্থ শিঙ্গার।

অপিচ শ্রীভাগবতে। ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যাদাস্যংগতানং পরদৈবতেন। মায়াশ্রীতানাং নরদারকেণপুর্ণ্যপুঞ্জাঃ। সার্ধং বিজহ্রুঃ কৃত তত্র ব্যাখ্যা শ্রীমজ্জয় কৃষ্ণদাস ঠাকুরস্য। ইত্থং অনেন প্রকারেণ কৃতপুণ্য পুঞ্জা যে, তেনসহবিজহ্রুঃ তেন কিম্বিশিষ্টেন সতাং সাধূনাং সম্বন্ধে ব্রহ্ম সুখানুভূত্যা সচ্চিদানন্দ রূপেণ পরং ব্রহ্মণেতি যাবৎ। মাধুর্য লীলা

প্রকাশ কেনেতি ভাবার্থঃ। অত্র সাধুনামিতি অনেন সখ্য ভবি নামিতি পর্যবসিতার্থঃ। অতএব তদর্থে যন্মিত্রং পরমানন্দমিত্যাদি। সাধূনাং মধ্যে দাস্যং গতানাং দাস্য ভাবিনাং সম্বন্ধেন পরদৈব তেন বাসুদেব রূপেণেতি যাবৎ ঐশ্বর্য লীলা প্রকাশ কেনেতি ভাবার্থঃ। পুনঃকিম্বিশিষ্টৈন মায়াশ্রিতানাং সম্বন্ধে নরদারকেন প্রাকৃতভাব প্রকাশকেন মহদংশ যোগাদিতি শেষঃ।

আর হো কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন　　যন্মিত্র পরমানন্দ ভাগবতে কন।
ভাগবতে পুনরপি কহিল যেমন।　　সাধু মধ্যে দাস্য ভাবি সম্বন্ধতে কন
কৃত পুণ্য পুঞ্জা সব কৃষ্ণের সহিতে　　বাসুদেব ঐশ্বর্য স্বরূপে প্রকাশন।
বিহার করেন নিজ নিজ ভাব মতে।　　মায়াশ্রিত জনে নরদারক প্রকাশ
মতের সম্বন্ধে ব্রহ্মসুখ অনুভূত　　প্রাকৃতে সে মহদংশ যোগেতে বিনাশ।
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রকাশ নিয়ত।　　অতএব ভুবি পরংব্রহ্ম প্রকাশতে
পরংব্রহ্ম স্বরূপ যেইত নরাকৃতি　　ত্রিধা লীলা পরকাশ হয়েন ভাবি মতে।
মাধুর্য লীলাপ্রকাশ ভাবার্থ এ তায়——　　দৈবী মানুষী পরাত্রিধা মত হয়
এ স্থলেতে সাধু পদে সখ্য ভাবি হন　　ঐশ্বর্য মাধুর্য আর প্রাকৃত নির্ণয়।

অতএব তত্ত্বসাগরে। ভাব্যস্য লীলা ভেদেন ভাবোপি ত্রিবিধা ভবেৎ। পরোদেবত্ব মায়ীচ মাধুর্যৈশ্বর্য প্রাকৃতঃ। ততোভাবো ভবেৎ পুংসামাশ্রয়ে চ নিরাশ্রয়ে। স্বার্থেপিকস্য কস্যাপি তত্ত্বত সম্বন্ধরূপতঃ। আশ্রয়ে মিত্রভাবানাং মাধুর্যৈঃ সপবেয়তঃ। নিরাশ্রয়ে চ দাসানাং দৈবস্তত্ত্বদ্ গুণাদিকে। স্বার্থে মায়িক কামিনাং প্রাকৃতঃ স চ বুধ্যতে। দণ্ডমানাদিত স্তত্র নরদারক ভাবনাৎ।

অতএব শুন তত্ত্বসাগর বচন　　নিরাশ্রয়ে দাস্য দৈবভাব গুণাদিতে।
ভাব্যের লীলাভেদে ত্রিধা ভাব হন।　　স্বার্থে মায়িক কামীর প্রাকৃত লক্ষণ
পরভাব দেবভাব মায়িক——এ তিন　　দণ্ডমান নরদারক ভাবনে।
মাধুর্য ঐশ্বর্য প্রাকৃত ভিন্ন ভিন।　　যদি পুনরপি কেহো এমত কহেন
আশ্রয়েতে নিরাশ্রয়ে সেই ভাব হয়　　রসানুমোদন অর্থে সে দেহ ধরেন।
স্বার্থে কারো সেই সেই সম্বন্ধে জন্মায়।　　এমত হো নহে নিত্যা রসযুক্ত নিতি।
আশ্রয়েতে সখ্য পরভাব মাধুর্যেত　　মহালয়ে তেহো ইহা দেখিলেন শ্রুতি।

তথাচ বৃহদ্বামনে। নিরন্তরং রসোন্মত্তং যত্র গোপী কদম্বকং। তৎকদম্বক-মধ্যস্থং কিশোরা-কৃতিমচ্যুতং ॥

এ কথা বৃহদ্বামনে কন মহালয়ে　　গোলোক বৈভব কৃতি দেখিল বেকত।
রসযুক্ত নিত্যাকৃতি দেখিল তথায়ে।　　নিরন্তর রসে উনমত গোপীগণ
বৃন্দাবন গোবর্ধন যমুনাদি যত　　তার মধ্যে দেখে কৃষ্ণ কিশোর মোহন।

রসামৃতসিন্ধৌ চ। সিদ্ধান্তস্তত্ত্ব ভেদেপি কৃষ্ণ শ্রীশস্বরূপ যোঃ। বসেনোৎ কৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষারসস্থিতিঃ ॥

রাসমৃতসিন্ধুতে হো কহিল যেমন　　শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীব [শ্রীশ] পড়িএ বাসু
সে কথা কহিতে তবে শুন দিয়া মন।　　দেবেতে। রসেতে উৎকর্ষ হয়ে কৃষ্ণের জানহ
সিদ্ধান্তেতে অভেদ হো যদ্যপি দোঁহাতে　　রসের স্বরূপ হয়ে সেই তার বগ্রহ।

চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। নিত্যপ্রেমরসামোদী নিত্যাভিঃ কৃষ্ণ সর্বদা। শৃঙ্গারাদি গ্রাম্যরসো-মানুষী লীলয়া ভবেৎ। শৃঙ্গার রস এব স্যাৎ কামিনাং যোগমায়য়া। নিত্যানাং কামব-দ্রাগো কামোনৈবাস্য কারণম্ ।।

নিত্যপ্রেম রসামোদী নিত্যা গোপীসহ
সর্বদাই কৃষ্ণচন্দ্র নিশ্চয় জানহ।
শৃঙ্গারাদি গ্রাম্যরস মানুষী লীলায়ে
কামুকা গোপীর সহ এ যোগ না যায়ে।
নিত্যার কামের প্রায় রাগের লক্ষণ
কাম পুন সে রাগের নহেত কারণ।

যতোভক্তিভাব প্রদীপে। কাম এব সুভোগার্থং তদর্থং প্রেমকথ্যতে ইতি।

সুভোগার্থে ইচ্ছা যেই কাম সেই হন
কৃষ্ণের স্বরূপ দেখি কহে শ্রুতিগণ।
সুভোগার্থ কাম যেন শুন দিয়া মন
শ্রুতিরস্মুনিব সেই স্বভাবত হন।
শ্রুতির যেমত শুন বৃহদ্বামনে
কৃষ্ণের স্বরূপ দেখি কহে শ্রুতিগণে।

তথাহি। কন্দর্প কোটি লাবণ্যে ত্বয়ি কৃষ্ণে মনাংসিনঃ। কামিনী ভাব মাসাদ্যস্মরক্ষুব্ধান্য সংশয়ঃ। যথা ছন্দোক বাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজতে রমণংমত্বাচিকীর্ষাহ জনিনস্তথা।

প্রেমরস বিলাস শ্রুতি বা না জানিল
কামরস মানি মোহে প্রার্থনা করিল।
কোটি কন্দর্প প্রভু লাবণ্য তোহ্মার
দেখি কামে চিত্ত ক্ষোভ হইল মো সভার।
তোহ্মার স্বলোকবাসী গোপিকা যেমন
কামে মত্ত তোহ্মা ভজি করয়ে রমণ।
আমরা হো এই মত ভজি এই মনে
কামভাবে রমণ করি যে তোহ্মা সনে।

মুনীনাং যযাপাদ্মোত্তরে। পূরামহর্ষয়ঃ সর্বেদণ্ড কারণ্য বাসিনঃ। দৃষ্টা রামং হরিংতত্র ভোক্তুমৈচ্ছন সুবিগ্রহম্ ।। তে সর্বে স্ত্রীশ্চমাপন্নাঃ সমস্তূতাশ্চগোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তা ভবার্ণবাৎ।

পূর্বেহ ঋষিসব দণ্ডকঅরণ্যে
রাম দেখি কাম ভোগ ইচ্ছা কৈল মনে।
গোকুলে তাহারা সব স্ত্রীরূপ হৈয়া
মুক্ত হইলা কামে কৃষ্ণকে পাইয়া।

তত্র কামিনাং যোগমায়য়া যথা। শ্রীভাগবতে /১০/১০/ ভগবানপি তারাত্রীঃ শারদোৎ ফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিত। তত্রস্বামী। ননু বিপরীতমিদং। পরদারবিনোদেত্র কন্দর্প জেতৃত্ত্বপ্রতীতেঃ নৈবং যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ আত্মারামোহপ্যরীরমৎ সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত ইত্যাদিষু। স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ।

কামুকার সহযোগে মায়ায়ে যেমন
ভাগবত দশমে রাসেতে তাহা কন।
পূর্ব আজ্ঞা অনুরূপ সে রাত্রি দেখিয়া
রমিবার তরে হরি মনেত করিয়া।
যোগমায়া আশ্রয় করিয়া বিলসিল
প্রতিবিম্বে কামুকার কাম পূর্ণ কৈল।

তথাহি তত্র। কৃত্বাতাবন্তমাত্মানং যাবতীর্ব্রজযোষিতঃ। রে মে সভগবাংস্তাভিরাত্মারামোপি লীলয়া ।।

যতেক কামুকা গোপী ততমূর্তি ধরি
রমিলেন লীলা করি আত্মারাম হরি।

ক্রমদীপিকায়াং। রাসধ্যানেচ। মণিশঙ্কুগমমপ্য মুনাবপুষা বহুধা বিহির্তঙ্কদিব্যতনুং। সুদৃশামুভয়োঃ। পৃথগন্তরগং দয়িতাগলবন্ধভুজ দ্বিতীয়ং ॥

ক্রমদীপিকায় রাস ধ্যানেতে হো ধরি
প্রতিবিম্বে নিজ হেন বহু মূর্তি করি।
মণিকা বেদিকা বেঢ়ি মণ্ডল রচিয়া
যতেক কামুকা গোপী তত দেহ হৈয়া।
দুই দুই গোপী মাঝে একমূর্তি সাজে
রমিলেন দয়িতার গলবন্ধে ভুজে।
অতএব সে বেহার ঐশ্বর্য যোগেতে
তত্ভাবে হো প্রমাণ কহিল ভাগবতে।

তথাহি। গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চাপি দেহিনাং। যোন্তশ্চ রতি সোহধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন দেহভাক্ ॥

গোপীর গোপীপতির সভাকার আর
আত্মারূপ যেই সেই অধ্যক্ষ ইহার।
দেহধরি কামুকার সহ এ বিলাস
নিত্যার সহিতে স্বয়ং কৈল নিত্যরাস

তদ্যথা। তত্রৈবরামধ্যানে। ইতি ভিন্নতনুং মণিভিনির্মিতং তপনীয়ময়ৈ রিবমারকতম্। মণিশঙ্কুক মধ্য লসদ্বি পুলারুণ পঙ্কজ মধ্যগতম্ ॥

এই ভিন্ন তনু কৃষ্ণ গোপী মাঝে রণি
মহামরকত বেচি যেন হেমমণি।
মণির বেদিকা মাঝে অরুণ-পঙ্কজে
তার মধ্যগত বিলসিল স্বয়ং অজে।
নিত্যে প্রাকৃতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাসহ
সমান বিহার সর্বকালেই জানহ।

তথাচ ব্রহ্মবৈবর্তে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং। নিত্যবৃন্দাবনস্থো সৌভগবান্ কৃষ্ণরূপধৃক্। নিত্যং ক্রীড়তি বিশ্বাত্মা গোপৈগোপীভিরেবচ। নিত্যবৃন্দাবনে যত্বত্তযৈবর্ভবিতাভুবি।

নিত্যাসহ নিত্য যেন তেন প্রাকৃততে
তত্ভাবের প্রমাণ কন ব্রহ্ম বৈবর্ততে।
নিত্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণ নিত্য স্বরূপেতে
বিহার করেন গোপগোপীর সহিতে।
নিত্য বৃন্দাবনে যেন ভুবি হৈল তেন
ভবিষ্যে কহিল ব্রহ্মা নারদেরে শুন।
কামাতীত রস সেই প্রেম বিলসন
কৃষ্ণোপনিষদেতে করিল নিরূপণ।

তথাহি। নানারঙ্গ রসোপেতং কামাতীতং রসাচ্যুতমিতি।

নানারঙ্গ রসেতে উপেন্দ্র কৃষ্ণ হন
কামাতীত রস সেই প্রেম বিলসন।
নিত্যার কামের প্রায় রাগ যেন রীত
তন্ত্রভক্ত শুনরূপ দেব উদ্ধারিত।

তথাহি। প্রেমৈব গোপ রামাপাং কামইত্যগমৎ প্রথা। ইতি।

গোপিকা সভার যেই প্রেম বিলসন
প্রথা করিয়া তারে কাম করি কন।
নিত্য বিদগধি বিলক্ষণ কাম সেই
স্বেচ্ছায়ে রমেণ কৃষ্ণ জানহ যেই।

তস্যাৎ সাধূক্তং ভক্তিভাবপ্রদীপে—জারত্বঞ্চ পতিত্বঞ্চ রাগোহয়মুভয়োঃপরঃ। অতস্তত্রতু বষ্যান্তে লক্ষণানিদ্বয়োরিব ॥

ভক্তিভাব প্রদীপেতে সাধু তেঞি কন
জারত্ব পতিত্ব পর এই রাগ হন।
এতেকেই সে দুই-এ বহেন ই লক্ষণ
এইত রাগের কহি জানহ কারণ।
অন্তরে পতিবত্তন্য স্নেহ সদা পুন
বাহ্যে লোক রঞ্জনার্থে জার ভাব হেন।
কামগন্ধ নিত্যার নাহিক কদাচন
সতত তা সভার প্রেম আস্বাদন।

অতএব আদি সংহিতায়াং। সুধাসারং তোয়ংস্থলম মলচিন্তামণিময়ং স্ফুরন্মল্লীবল্লীকুলকলিত কল্পদ্রুমলতা। সদাতত্র প্রেম্ণোদ্ভবতি পরমানন্দ লহরী নবীনাক্ষ্যঙ্গানাং তদপিরমাস্বাদ্যমিতি চ। অস্যার্থঃ।

সেই বৃন্দাবনে হয়ে সুধাসার জল কল্পদ্রুম বেড়ি কল্পলতা সে অতুল।
অতি সুনির্মল চিন্তামণিময় স্থল। সদা তথি প্রেমে উঠে আনন্দ লহরী
স্ফুটিত মল্লিকা জাতী নানা বর্ণ ফুল নবীনাঙ্গা গোপিকা সে আস্বাদন করি।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে। লীলাসহস্র নাম্নি চ। বন শয্যাশয়ে রাধা প্রেমসংলাপ নিরতা ইতি। বৃহদ্‌বামনে। নিরপেক্ষা নিরাহারানির্গুণা গুণশালিণী। সপ্রেমা সানুরাগাতে গোপীভাবঃ সউচ্যতে।।

বনশয্যাশয়ে রাধা প্রেম আলাপনে নিরপেক্ষা নিরাহারা নিত্যা-গোপীগণ
আনন্দ তরঙ্গ সদা গোবিন্দের সনে। নির্গুণ হো নিত্যে গুণ যুক্তা হন পুন
বৃহদ্বামন পুরাণেতে পুন কন প্রেম অনুরাগ সহ গোপীভাব কন।

আদি পুরাণে চ। নতপোভির্ণ বেদৈশ্চ নাচারৈ র্ণচ বিদ্যয়া। বশোহস্মি কেবলং প্রেম্না প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ।।

আদি পুরাণেতে আপনেই কন প্রভু কেবল প্রেমেতে বশ আছিতে নিশ্চিত
তপে বেদে আচারি নহি সে বশ কভু। তাহা যে প্রমাণ গোপীভক্ততে বিদিত।

অতএবান্যত্র। কমলনয়ন লীলালোকনাপ্যায়িতানাং ব্রজপুর বণিতানাং প্রেমরাগ স্বভাবান্‌। কথযিত্তুংসুরলোক শ্যোত্তমাঙ্গং ধুনীতেম মতুমতমূষাং তত্ত্ববেত্তা কদাচিত।।

কৃষ্ণলীলা আলোকনে সদাস্নিগ্ধ ভাব তথি মধ্যে তত্ত্ববেত্তা কেহো কেহো হয়ে।
ব্রজরমণীর প্রেম রাগের স্বভাব। চিত্তের বিকার সেই প্রেম রস হন
কহিতে অনেক লোক মস্তক লাড়য়ে নারদ সঙ্গীতসার সংহিতা যে কন।

তথাহি। চিদানন্দ রসোল্লাস নিদানং শ্যামসুন্দরং। বন্দে গোপাঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গী রঙ্গী কৃতংমহঃ।।

চিত্তরস আনন্দ উল্লাস বৃয়ে এহ সানন্দে বন্দী যেহেন নাগর কিশোরে
দোহান নিদান শ্যামসুন্দর বিগ্রহ। গোপীর অপাঙ্গে ভঙ্গি রঙ্গ যেই করে।

অতএব গোবিন্দ বৃন্দাবনে বলরামং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। ভূতস্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা। প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি চিচ্ছক্তি রূপিণী।

অতএব গোবিন্দ বৃন্দাবনে শুনি রাধিকা আম্মার প্রিয়া চিচ্ছক্তি রূপিণী।
বলরাম প্রতি কৃষ্ণ কহিল আপুনি। অতএব চিত রসময়ী তিহোঁ হন
প্রকৃতের পর আম্মি চিদানন্দে গুণি রসবতী করিয়া তাহারে তিহোঁ কন।

সত্র বাদ্যং পরোরসঃ। তথাচ গৌতমীয়ে। শ্যাম এব পরং রূপং বনং বৃন্দাবনং পরং। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্যএব পরোরসঃ।।

সেই প্রেমরস আদ্য পররস হয় সর্ব বয়সের পর কিশোর মোহন
গৌতমীয় তন্ত্রে কন করিয়া নির্ণয়। সর্বরস পর আদি প্রেম রস কন।
সকল রূপের পর শ্যামরূপ হন আদি শৃঙ্গার রস তবে যেই কন
সকল বনের পর বৃন্দাবন বন। সৃষ্টি আদি শৃঙ্গার সে গ্রাম্য রস হন।

ব্যবায়োগ্রাম্য ধর্মশ্চ রতি র্নিধুবনঞ্চ সঃ। ইত্যমরঃ।

ব্যবায় গ্রাম্য ধর্মরতি নিধুবন শৃঙ্গার পর্যায় এ অমরতে কন।

অতএব চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। যথাদিপুরুষঃ কৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পর এবহি। তথাচাদিরসঃ প্রেম শৃঙ্গারাদ্য ত্রচৈবহি ॥

আদি পুরুষ কৃষ্ণ হয়েন যেমন তেন আদি প্রেমরস চিদ্রূপ এ হন
প্রকৃতের পর তিঁহো শাস্ত্র নিরূপণ। শৃঙ্গার আদি রস এ স্থলেতে নন।

তথাচ কৃষ্ণোপনিষদি। নানারঙ্গরসোপেতং কামাতীতং রসাচ্যুতং নানারূপং স্বরূপঞ্চ নানা প্রণয় বর্জিতং। এবমাদি রসোপেতং কৃষ্ণধামস্ত নাময়মিতি ॥

কৃষ্ণোপনিষদেতে করিল নিরূপণ তবেত কহিয়ে এযে শুন সদাশয়।
নানারঙ্গ রসেতে রসিক কৃষ্ণ হন। রাধাকৃষ্ণ এক হৈয়া রাধা জুতিযুত (দ্যুতিযুত)
কামাতীত রস সেই প্রেম তার নাম চৈতন্য প্রকট তাহা শুনহ যে মত।
সেই আদি রসেতে উপেত কৃষ্ণ ধাম। ইহার হো দ্বিবিধ প্রকাশ এই জান
পূর্বের রহস্য এই কহিল নির্ণয় রাধা নহ অপ্রকটে বাহ্য ঐক্য হেন।

তদর্থে চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। হরেরর্ধতনূ রাধাতত্র, রাধাভিধামম্। ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যেন রাধাকৃষ্ণৈকতাধ্রুবং। কৃষ্ণক্রোড়ে সদারাধাহ্যঙ্গাঙ্গা বচসর্বদা। তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তংহি প্রোক্তমেকাত্ম রূপতঃ ॥

কৃষ্ণ অর্ধতনু রাধা শাস্ত্রে এই কন একাত্মা স্বরূপ রাধাকৃষ্ণ দুই হন।
আত্মা যে অভেদ রাধা কৃষ্ণের বচন। দোঁহে এক বিগ্রহ হইলা তেঞি কন
ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য বুঝ বিজ্ঞজন একাত্ম অদ্বৈতবাদ এইত কারণ।

অতএব ব্রহ্মসংহিতায়াং। যঃ কৃষ্ণ সাপি রাধা চ যা রাধা কৃষ্ণ এব সঃ ॥ অনয়োরন্ত রাদর্শী সংসারান্ন বিমুচ্যতে ॥

যেই কৃষ্ণ সেই রাধা এইত জানহ সে দোহাতে অন্তর দেখয়ে যেইজন
যেই রাধা সেই কৃষ্ণ অভেদ বিগ্রহ। সংসার হইতে তার নাহিক মোচন।

নারদ পঞ্চরাত্রে। হেররর্ধতনু রাধা ইতি।

শ্রীকৃষ্ণের অর্ধতনু রাধা বিনোদিনী অভেদ স্বরূপ হেতু পঞ্চরাত্রে শুনি।

আদি পুরাণে। শ্রীকৃষ্ণ বচঃ। ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনংপুরী তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থতত্র রাধাভিধামম ॥

আদি পুরাণেতে প্রভু অর্জুনেরে কন
ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবন।
তথিহো গোপিকা পার্থ শ্রেষ্ঠ সভাকার
তাহা যে রাধিকা নাম অভেদ আম্মার।

পাদ্মোত্তরে। কার্তিক মাহাত্ম্যে। যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব গোপীষু সৈবৈকাবিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ॥

পাদ্মোত্তরে কার্তিক মাহাত্ম্য কন পুন
কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা যেন ভাবকুণ্ড তেন।
সকল গোপীতে তিহোঁ এক শ্রেষ্ঠ পুনি
অত্যন্ত কৃষ্ণবল্লভা সর্বত্র বাখানি।

পুনঃ শ্রীচৈতন্য তত্ত্বামৃতে। ত্বিষাগৌরেণত দেহ কান্তিংহি প্রকটীকৃতং। জাতং রাধা-দ্যুতি সুবলিতং সন্দর্ভেণোক্তমেব তত্ ॥

ত্বিষাগৌরে রাধা দেহকান্তি প্রকটিল
রাধা দ্যুতি সুবলিত জন্য তেঞি বুলিল।
লৌমি কৃষ্ণ স্বরূপ কহিল পুন যেই
অন্তে কৃষ্ণ বাহ্যে গৌর অর্থে বাক্য সেই।
অন্তরে বরণ ভিন্ন বাহিরে গৌর চিহ্ন
[রাধাকান্তি বিরাজে।]
এই পদ চৈতন্য ভাবগতে শুনি
দাস বৃন্দাবন দীর্ঘ ছন্দেত বাখানি।
অতএব চৈতন্য চরিতামৃতে[১] শুনি
রায় দেখে রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন দুই পুনি।
রায় কহে পহিলে দেখিল ন্যাসিরূপ
এবে দেখি গোপবেশ শ্যামল স্বরূপ।
তোম্মার কোলেতে রাধা কাঞ্চন প্রতিমা
তার কান্ধে ঢাকা তুয়া স্বরূপ গরিমা।
পুন দোহে একই স্বরূপ হৈলা যেই
অন্তে কৃষ্ণ বাহ্যে গৌর জান হয়ে সেই।
জীব গোস্বামীর পূর্বে বচন প্রমাণে
অন্তঃকৃষ্ণঃ বহিঃ গৌর আছে বিদ্যমানে।
অতএব কৃষ্ণ ক্রোড়ে রাধা সর্বক্ষণ
নিত্যরূপ বিকল্প না হয়ে কদাচন।

অন্যথা চৈতন্য চরিতামৃতে[১]। তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তংহি চৈতন্যাখ্যং যদাতদা। রাধাকৃষ্ণার্চনং-নস্যাৎ। পৃথগ্ জ্ঞানাদিনা কলৌ॥ যতঃ, পৃথগবয়বোযস্য সাধকেন দৃশ্যতে। নতস্যাস্তি পৃথক্ পূজাতদৃশ্যে ভাবনাকুতঃ।

অন্যথা যেমত তাহা শুন দিয়া মন
শ্রীচৈতন্য তত্ত্বামৃতে কৈল নিরূপণ।
রাধিকা কৃষ্ণ চন্দ্রে ঐক্য হৈয়া যবে
একদেহ চৈতন্য প্রকট হৈলা এবে।
পৃথক ধ্যান আদিতে তবে কলিযুগে
পৃথক অর্চন নহে বুঝ মহাভাগে।
তাহার কারণ কহি শুন সমাহিতে
ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি না দেখিল সাধকেতে।
পৃথক অর্চন তবে কেন মতে হয়
গ্রহণ্যে ভাবনা নাহি বুঝ সদাশয়।

যতো বিষ্ণুপুরাণে। নাগপত্নীবচঃ। হৃদিসঙ্কল্প্যযদ্রূপং ধ্যানেনার্চন্তি যোগিনঃ। ভাব পুষ্পাদিভির্গাথ সোহচর্চ্যতে বা কথং ময়া ॥

এই অর্থে শুন বিষ্ণু পুরাণ বচন
পরংব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্রে নাগপত্নী কন।
তোম্মার যেরূপ প্রভু হৃদয়ে কল্পিয়া
মহাযোগিগণে পূজে ভাবপুষ্প দিয়া।
সেরূপ কেমতে প্রভু অর্চিব তোম্মার
কীট জাতি ভাবলেশ নাহি মো সভার।

অপিচ চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। রাধেকৃষেতি বা নাম পৃথগুচ্চারণাদিভিন্নং নহি। নভবেদ্রাস-লীলা দৌতদ্ব যোর্ভাব মোদনং। যৎসাক্ষাৎকারং বিনাভাব সুগমভ্যুদয়ং কথং। গীতোঙ্গিষ্টন্ত যদ্বস্তু ভাবস্তদ্ব্যক্তি সম্ভবঃ ॥

১ লিপিকর প্রমাদ : চৈতন্যতত্ত্বামৃত।

রাধেকৃষ্ণ নাম বা পৃথগুচচারণ
রাসাদিতে পৃথক ভাবের আমোদন।
পৃথকভাব নহিলে এ সম্ভবে কেমন
তাহার কারণ কহি শুন বিজ্ঞজন।
সাক্ষাৎকার বিনে ভাব সুখ নাহি হন
গীতোঙ্গিষ্ট বস্তু প্রকাশভাব কন।

অপিচ ব্রহ্ম সংহিতায়াং। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচানন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি। যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণ স্বরূপং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।। অর্থস্যার্থঃ।

প্রেমাঞ্জন নির্মলতে ভক্তি বিলোচনে
হৃদয়ে হো সন্ত সব দেখে অনুক্ষণে।
যে শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ অচিন্ত্য স্বরূপ
ব্রহ্ম সংহিতায়ে ব্রহ্মা কহিল স্বরূপ।
এতেকে চরিতামৃতে[১] বুলিল সাধুবাণী
রায় দেখে রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন দুই পুনি।
যদি বোল দোয়াপরে যত লীলা কৈল
দোহে এক হৈয়া ভাবে তাহা প্রকাশিল।
দ্বাপরের লীলাসত্য গ্রহণ করিবে
চৈতন্যে বিশ্বাস পুন কিরূপে বুঝিবে।
সর্বকাল হো দ্বিভাব কিরূপে বা হয়
রূপের নানাত্ব হৈলে বুঝ সদাশয়।

অপিচ চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। ক্বচিদ্ভেদং ক্বচিচৈচক্যং বিকল্পংহি ভবেদ্‌যদা। তদাতস্য বিগ্রহস্য নিত্যত্বং বুধ্যতে কুতঃ। অনাদেয়মহেয়ঞ্চ প্রাগুক্তং নিত্যলক্ষণং। যো নিত্যো-নিয়তং তিষ্ঠেদতো যোহন্যঃ স এব সঃ। অন্তকৃষ্ণং বহির্গৌরং ভূত্বা প্রকটলীলয়া।

অন্তরে স্বসুখামোদী ভাবরিত সদা।
আর হো কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন
শ্রীচৈতন্যতত্ত্বামৃতে কহিল যেমন।
অবিকল্প বস্তু যারে পুরাণেতে কন
কভো ঐক্য কভো ভেদভাব যদি হন।
দোহ বিকল্প হৈলে নিত্যের নিত্যতা
বিচারিয়া দেখ বিজ্ঞ সেবার হে কথা।
অগ্রষ্টে অত্যারূপ যেই যেই হন
নিত্য দেহ সেই পূর্বে কহিল লক্ষণ।
যে নিত্যনিয়ত রয় ইত্যাদি হো কন
অতএব যার যে স্বরূপ তেন রন।
অন্তরেতে কৃষ্ণ নিজ রূপ পরকাশ
প্রকট লীলায়ে গৌর বাহ্যে বিলাস।
অন্তরে স্বসুখামোদী প্রভু সর্বদায়ে
প্রকটে ভাবিব হেন ভাব বিলসয়ে।
তবে তত্ত্ব শুন সঙ্গে উপাঙ্গ বাক্যের
রাগাঙ্গনয়াঙ্গ গোপগোপী শ্রীকৃষ্ণের।

তথাচ আদি সংহিতায়াং। গোলোক বর্ণনে। প্রেমানন্দময়া গোপী নানা বর্ণলয়াঙ্গকাঃ। ইতি। তত্র। তত্রানন্দময়োরামঃ ক্রীড়ানন্দ বিলাসবান্। পরমানন্দ সন্তোষদায়কঃ শুক্ল বিগ্রহঃ।

গোলক বর্ণনে কন আদি সংহিতায়ে
প্রেমানন্দময় গোপ নয়াঙ্গ তথায়ে।
প্রধান আনন্দ মূর্তি বলাই জানহ
পরমান্দ দায়ক শুক্ল বিগ্রহ।

কৃষ্ণোপনিষদি। গোলোকবর্ণনে। তস্যাগ্রে ভগবান্‌রাম: আসীনঃ সমআসনে। নিত্যযৌবন সংযুক্তো নয়নানন্দ বিগ্রহঃ।।

কৃষ্ণোপনিষদে কন গোলোক বর্ণনে
কৃষ্ণের সংমুখে রাম বন সমাসনে।
নিত্যযৌবন সংযুক্ত বয়স কিশোর
নয়নানন্দ বিগ্রহ শুক্ল কলেবর।

অতএব পাদ্মোত্তরে। যোবৈকৃষ্ণঃ সবৈরামোযোরামঃ কৃষ্ণ এব সং। যবয়োর্নান্তরং মেহস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময়।। হরিবংশে চ। শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। অহং যংস্তুস ভবানেব যস্তং সোহহং সনাতনঃ। দ্বাবেববিহতৌ হ্যাবামেকদেহেন হাবনৌ।

---

১ তত্ত্বামৃত।

যেই কৃষ্ণ সেই রাম পাদ্মের বচন
আহ্মি তুহ্মি এক হরি বংশে কৃষ্ণ কন।
অভেদ আনন্দ অঙ্গ প্রধান হে কন
সভাকার শ্রেষ্ঠ প্রভু বলরাম হন।
কিঞ্চ চতুর্ষ হতে যেই সঙ্কষণ
এই শ্রীবলরামের অংশ তিহোঁ হন।
তার অংশ অনন্ত শুনহ মতিমান
ভাগবত দশমে শুনহ সে প্রমাণ।

তথাহি। তম্ভাবে বলরামং প্রতি দুর্যোধনবচঃ। যস্যাংশাংশেন বিধৃতা জগতীজগতঃ প্রভো। ইতি।

সেই ভাবে বলরামে দুর্যোধন বাণী
যাহার অংশের অংশে ধরিল মেদিনী।
অন্যথা যখন বাসুদেব দ্বারকায়ে
সংকর্ষণ প্রদ্যুম্নানি রুদ্ধ চতুষ্টয়ে।
তখনে শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণের সঙ্গতি
মাধুর্য স্বরূপে শ্রীবলরাম স্থিতি।
ইহার প্রমাণ আহ্মি করিব পশ্চাতে
বৎসর শতাব্দী আদি-ইত্যাদি পদ্মতে।

পুনঃচৈতন্যতত্ত্বামৃতে। নয়াঙ্গশ্রেষ্ঠ রামোহি নিত্যানন্দঃ স এব চ। বাহ্যরক্ত গৌর এবা প্রকটে শুক্র বিগ্রহঃ। অঙ্গোপাঙ্গাশ্চ গোপালৈর্দ্বার্দ শাদ্যৈশ্চ বৈকলৌ। প্রকটাপ্রকটৈনৈব সর্বমোদন্তি নান্যথা ।।

নয়াঙ্গের শ্রেষ্ঠ যেই প্রভু বলরাম
তিহোঁ ই কলিতে এবে নিত্যানন্দ নাম।
প্রকট আরক্ত দেহ অন্তে শুক্র দেহ
চৈতন্যের অঙ্গরূপ এইত জানহ।
দ্বাদশ গোপাল আদি উপঅঙ্গ আর
রামাই সুন্দর আদি কলিতে প্রচার।

তদাগোপিকা রাগাঙ্গয়থা। আদি সংহিতায়াং গোলোক বর্ণনে। প্রেমরাগময়া গোপ্যস্তত্র রাগাঙ্গ সঞ্জকাঃ। ইতি।

আদি সংহিতা যে কন গোলোক বর্ণনে
প্রেমরাগময় গোপী রাগাঙ্গ সে স্থানে।
রস রাগ জানহ অভেদ এ জানহ কারণ
রসরতি করি তেঞি গোপীসবে কন।
চিত্ত স্বরূপ রস সেই শাস্ত্র নিরূপণ
চিদঙ্গ গোপিকা স্ত্রী আকার তে কারণ।

তথাচ নারদোক্ত সংগীতসার সংহিতায়াং। চিদানন্দ রসোল্লাস নিদানং শ্যামসুন্দরং। বন্দে গোপাঙ্গনা পাঙ্গ ভঙ্গী রঙ্গীকৃতংমহঃ।

রসরূপচিত হয়ে আনন্দ উল্লাস
দোঁহার নিদান শ্যামসুন্দর প্রকাশ।
পূর্বে লিখিআছি আনন্দাঙ্গ গোপ সখা
চিদঙ্গ গোপিণী তাহে প্রধান রাধিকা।

তদর্থেপাদ্মে।----ঋতস্বরূপিণী সা চ রাধিকা মম বল্লভা। প্রকৃতেঃ পর এবাহং সা পি চিচ্ছক্তিরূপিনী।

প্রকৃতের পর আহ্মি চিদানন্দেগুণা
রাধিকা আহ্মার প্রিয়া চিচ্ছক্তি রূপিণী।
তাহাতে প্রধান রাধা গোপী শিরোমণি।
তাহার প্রমাণ কহি শুন বিজ্ঞ পুনি।

তথাচ বৃহদ্গোতমীয়ে। দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা। সর্বলক্ষ্মীময়ী স্বর্ণ-কান্তি সংমোহিনী পরা।। দেবীকৃষ্ণ পাদ্মোত্তর খণ্ডবাণী। তস্যাঃ কুণ্ড প্রসঙ্গে। যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ।।

রাধাকুণ্ড প্রসঙ্গেতে কহিলেন শুন
কৃষ্ণ প্রিয়া রাধা যেন ভাব কুণ্ড তেন।
সকল গোপীতে তেহোঁ এক শ্রেষ্ঠা হন
অত্যন্ত কৃষ্ণবল্লভা সর্বত্রেই কন।
রাগাঙ্গ প্রধান রাধা অপ্রকটে এবে
প্রত্যঙ্গেতে তেন অপ্রকটে গোপী সবে।
রাধিকা রহস্য অভেদাঙ্গ নিরূপণে
পূর্বেই কহিয়াছি যে শাস্ত্র পরমাণে।
এবে গদাধরাদিতে রাধিকাদি ভাব
প্রকাশ করিল গুপ্ত করিয়া স্বভাব।
কৃষ্ণের প্রকাশ যেন গোপগোপী তেন
চৈতন্য প্রকটে এই সত্য করি জান
অন্যথা সঙ্গতি নহে পুরাণ বচন
শুন কৃষ্ণ যা মনেতে কহিল যেমন।

তথাহি। যত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র বৃন্দাবনং বনং । তত্রৈব রাধিকা নিত্যাভদ্রাদেবী তত্রবৈ। তত্রৈব বলরামস্ত গোপা গো প্যাবরাঙ্গানাঃ ।।

যেইখানে কৃষ্ণ সেইখানে বৃন্দাবন
তথাহি রাধিকা নিত্যা ভদ্রাদেবী কন।
সেইখানে বলরাম গোপগোপীগণ
এবে হো প্রকাশ সব অপ্রকটে রন।

অতএব ভাগবতামৃতে। তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে। সহেবস্বৈঃ পরীবারের্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ। কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যাশক্তিরেবসা। তেষাংপরিক রাণাঞ্চতং তং ভাবং বিভাবয়েৎ।। প্রপঞ্চ গোচরত্বেন সা লীলা প্রকটাস্মৃতা। অন্যাস্ত্ব প্রকটাভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ।। তত্র প্রকট লীলায়াং স্যাতামেবং গমাগমৌ। গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারঃকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ। যাস্তত্র লীলাপ্রকটাস্ত তত্র তত্রৈব সন্তিতাঃ।।

অতএব ভাগবতামৃতে পুন কন
স্বয়ং পৃথিবীতে প্রকাশিত যবে হন।
আপনার পরিবার সহিতে জন্মাদি
করেন শ্রীকৃষ্ণ এই শাস্ত্রে কন বিধি।
কৃষ্ণভাব অনুসারে লীলাশক্তি সেই
তার সঙ্গীর হো ভাব ভাবিব তেনই।
প্রপঞ্চ গোচর লীলা যেইত করণ।
প্রকট মানুষী লীলা তাহারেই কন।
অন্য প্রকট লীলা যেইত করণ
প্রপঞ্চের অগোচর সেই লীলা হন।
প্রকট লীলায়ে তাহা গমাগম হয়
গোকুল মথুরা দ্বারকা যে সুনিশ্চয়।
অপ্রকট নিত্য লীলা যেইত করণ
সেই সেই স্থানে আছেন সর্বক্ষণ।

তদ্ভাবেস্কান্দে। মথুরাখণ্ডে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ বাক্যং। বৎসৈর্বঃ সতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরাম্নোবানকৈর্বৃতঃ। বর্ণয়ন্তিচতং গোপ্যঃ কৃষ্ণপ্রেম পরিপ্লুতাঃ। তথৈব দ্বারকাং গত্বাদৃষ্টঃ কৃষ্ণোগৃহে গৃহে।। তত্রকারিকা শ্রীসনাতন দেবস্য ভাগবতামৃতে। যদালায়স্ত সম্বাদো দ্বারবত্যাং তদাহরিঃ। তথাপি নিত্যবাচিত্বেপ্রোক্তং তণ্নৈত্য বাচিকং।। তত্রচ। প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ। বৃন্দারণ্যে সদৈরাসো বিহারং কুরুতে হরিঃ।।

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে যুধিষ্ঠির প্রতি
শ্রীনারদ যে কহিল শুন মহামতি।
বৎসরত সতবীসহ বালক আবৃত
বলরামসহ কৃষ্ণ ক্রীড়য়ে নিয়ত।
বৃন্দাবন অভ্যন্তরে শুনহ রাজন
বর্ণনা করিতেছেন তাহা গোপীগণ।
তেমনি দ্বারকা আস্কি করিয়া গমন
গৃহে গৃহে কৃষ্ণকে করিল দরশন।
তাহাতে কারিকা কৈল ভাগবতামৃতে
শ্রীল সনাতন দেব শুন সমাহিতে।
শ্রীনারদে যুধিষ্ঠিরে সম্বাদ যখন
দ্বারকায়ে বাসুদেব আছেন তখন।
তথাপি নিত্যত্ব হেতু শ্রীনারদ মুনি
নৈত্যবাচিক কথা কহিল আপুনি।
প্রিয়েতে হো হৈতে প্রিয় সঙ্গী ব্রজবাসী
তা সভার সঙ্গে বৃন্দাবনে নিশিদিশি।
বিহার করিতেছেন সততই প্রভু
তেঞি জানহ বৃন্দাবন ত্যাগ নাহি কভু।

অতয়েব কৃষ্ণযামলে। কৃষ্ণো জ্ঞেয়স্ব সম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোহপ্যতঃ পরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥ দ্বিভূজঃ সর্বদা সোহত্র ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ। গোপ্যেকয়ুয়াতস্তত্র পতিঃ ক্রীড়তি সর্বদা॥

অতএব কৃষ্ণ যামলেতে যেই কন।
সেই কথা কহিয়ে বিজ্ঞ শুন দিয়া মন।
যদুকুল সমুদ্ভূত কৃষ্ণ অন্য সেই
তারপর পূর্ণ কৃষ্ণ জানহ যে এই।
বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে হো পুন
কদাচিত কথাহো না জান সত্য জান।
দ্বিভুজ সর্বদা তার জানহ লক্ষণ
চতুর্ভুজ রূপ তিহোঁ কদাচিত নন।
নিত্য রাধিকাদিসহ বৃন্দাবনান্তরে
বিহার করেন সদা শুন বিজ্ঞবরে।

অতোভাগবতামৃতে। অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ। ব্রজেন যত্ন মাছায়স্বং ব্যঞ্জনা বাসুদেবতাং। যোবাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা চাপি চতুর্ভুজঃ। তাস্তা মধুপুরী লীলাঃ প্রকটয্য যদূদ্বহঃ। দ্বারবত্যাং তথাযাতিতাংতাং লীলাং প্রকাশকঃ॥ তত্রাবিষ্কুরুতে ব্যুহং প্রদ্যুম্নাখ্যং তৃতীয়কং। যতো ব্যুহোহ নিরুদ্ধখ্যেস্তর্যঃ প্রকটতাং ব্রজেৎ॥ ইতি ব্যূহ চতুষ্কস্য লোকোত্তর চমৎক্রিয়া। বিবাহাদ্যা বহুবিধা লীলাস্তত্রৈব বর্ণিতাঃ॥

তথি ভাগবতামৃতে কহেন বিচারি
প্রকট লীলায়ে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরী।
ব্রজকুল নন্দসুত করি আচ্ছাদন
আপনাকে বাসুদেব জানাইল তখন।
দ্বিভুজ যে বাসুদেব চতুর্ভুজ তিহোঁ
প্রকটাপ্রকট রূপে মধুপুরে পহু।
দ্বারকাতে সেই সেই লীলা প্রকাশিল
প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ প্রাদুর্ভাব কৈল
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ পূর্বে প্রকটিয়া
এ চারি ব্যূহের লোক চমৎকার ক্রিয়া।
বিবাহাদি বহু লীলা বর্ণিল তথাই
পুন শুন ভাগবতামৃতে কন যেই।

তথাহি। বাসুদেবাদি লীলাস্তু মথুরাদ্বারকাদিষু। তত্তল্লীলা ব্রজান্তঃস্থবাহ্যেহাতিশ্চদর্শিতাঃ॥

বাসুদেব আদি চতুর্ব্যূহ সংজ্ঞা যার
মথুরা দ্বারকা আদিতে লীলা তা সভার।
সেই সেই লীলা পুন ব্রজের অন্তেতে
লীলাভেদ দেখাইল বাল্য চেষ্টাদিতে।
অতএব প্রকট মানুষী লীলা সনে
শ্রীবাসুদেবের মথুরাদি গমনে।
নিত্যার বিরহ নাহি জানহ নিশ্চিত
তাহার প্রমাণ কহি শুন দিয়া চিত।

তথাচ অগ্নিপুরাণবচনং। শ্রীরূপদেবেনোদ্ধারিতম। গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরুষসি কৃষ্ণানুচরমুদ্ধবম। হরিলীলাবিহারাংশ্চতত্রৈকাং রাধিকাংবিনা॥ রাধা তদ্ভাবসংলগ্না বাসনায়া বিরামিতা। সখিভিঃ সাভ্যধাচ্ছুদ্ধবিজ্ঞান গুণজৃম্ভিতং॥

অগ্নি পুরাণের বাক্য শ্রীস্বরূপদেবে
উদ্ধারিল যেই তার অর্থ শুন এবে।
কৃষ্ণানুচর উদ্ধব আইলে গোকুলে
গোপীসব প্রশ্ন যবে কৈল উষাকালে।
হরিলীলা বিহারাদি করিয়া বিরহ
রাধিকা না ছিল তাহে নিজগণ সহ।
তদ্ভাব সংলগ্না তেহোঁ বাসনা রহিত
সখীগণ সঙ্গে কন কৃষ্ণের চরিত।

তত্রচৈতন্যতত্ত্বামৃতে। তদাসেন নিত্যানাং বিরহোবর্ণ্যতেহিযৎ। মানুষীলীলয়াতদ্ধিলোক-বৎ প্রকটীকৃতং॥

তবেসতে নিত্যার যে মথুরা বিরহ
বর্ণনা করেন তার তত্ত্ব হো শুনহ।
মানুষী লীলায়ে তান ভাব সুনিশ্চিতে
লোকমত প্রকট করেন প্রপঞ্চতে।

তথাচ ভাগবতামৃতে। ব্রজে প্রকটলীলায়াং স্ত্রীন মাধান বিরহোহ মুনা। তত্রা জগি বিস্ফূর্তিঃ প্রাদুর্ভাবো পরাহরেঃ। ত্রিমাস্যাৎ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সংগতিঃ। তত্র। ব্রজে বিহরমানেস্মিন্ প্রাদুর্ভুয়হরৌতদা। ভবেত্তস্য পুরেযাত্রা স্বপ্নবদ্ব্রজ বাসিনাং।।

ব্রজে প্রকট লীলায়ে এযে যার বাস
কৃষ্ণ বিয়োগে হেন বিরহ তিন মাস।
প্রকট লীলায়ে তিন মাস বহি তবে
কৃষ্ণ সঙ্গ পাইলেন ব্রজবাসী সবে।
ব্রজের বিরহী জনে প্রাদুর্ভাব হৈয়া
খণ্ডিল বিরহ তাপ বিহার করিয়া।
পুনরপি দ্বারকায়ে করিল গমন
স্বপ্ন হেন ব্রজবাসী মানিল তখন।

রসামৃতসিন্ধৌচ। প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা প্রকটস্যানুসারতঃ। হরিনা বিপ্রয়োগিত্বং ন জাতু ব্রজবাসিনাং।।

নিত্যার বিরহাবস্থা উক্ত কৈল যেই
প্রকটে মানুষী লীলা অনুসারে সেই।
অন্যথা কৃষ্ণের সহ নিত্যে গোপিকার
বিয়োগ নাহিক প্রভু শাস্ত্রের বিচার।

কিঞ্চবিচারসুধার্ণবে। স্পষ্ট লীলায়াং নিত্য লীলাংবিনা মদ্ মৎ করণং তদেব প্রাকৃত কল্পনং। অতএব তচ্চেষ্টা কল্পনং প্রাকৃতমেব। কিঞ্চ নিত্যানাং স্পষ্ট লীলায়ামপি বিরহভাবো নীচস্যেব তাসাং যথা নিত্যস্থানে যথা প্রাকৃতে পি।।

কিঞ্চয়ে কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন
শ্রীবিচারসুধার্ণবে কহিল যেমন।
পষ্ট লীলায়ে নিত্য লীলা বিনে পুন
যে করণ প্রাকৃত কল্পনা সেই শুন।
প্রাকৃত কল্পনা যেই সে লীলা মানুষী
রাধা কলিত মূর্তি লক্ষে পরকালি
পষ্ট লীলা তেহোঁ নাহি নিত্যার বিরহ
নিত্যা যেন প্রাকৃতে হো তেমতি জানহ।
নিত্যা যেই শুন ভাব কহিয়ে লক্ষণ
রসামৃত সিন্ধুতে করিল নিরূপণ।

তথাহি। অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদাকৃষ্ণার্পিত ক্রিয়াঃ। নিত্যাঃ স্যুঃ সতত প্রেমসৌখ্যাস্পদ পরায়ণাঃ।।

অখিল ক্লেশ অঙ্গতে হয়েত নিত্যার
সদা কৃষ্ণার্পিত ক্রিয়া হয়ে তা সভার।
সততই প্রেম সুখাস্বাদ পরায়ণ
অতএব বিরহাদি সংভবে কেমন।
প্রকটাপ্রকট লীলা কৃষ্ণের যেমন
চৈতন্যের পরকাশ দ্বিবিধ তেমন।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ অপ্রকট বিলসন
প্রকটে যতি রূপেতে সর্বত্র গমন।
অন্তঃ কৃষ্ণ স্বরূপতে প্রকাশ সে হন
প্রকাশ পৃথক রূপ নহে কদাচন।

তথাচ ভাগবতামৃতে। প্রকাশস্তুনভেদেন গণ্যতে সহিনো পৃথক্। দ্বারবত্যাং যথাকৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষং প্রতি মন্দিরং।।

শ্রীভাগবতামৃতে কৈল নিরূপণ
প্রকাশ পৃথক রূপ না করি গমন।
শ্রীকৃষ্ণের জানহ যেমত দ্বারকাতে
প্রত্যক্ষতা হইলে প্রতি মন্দিরতে।
পর শুন চৈতন্যের প্রকাশ যেমন
ভাব সঙ্গীগণের হো জানহ তেমন।
প্রকট জনার সেই পরকাল শুন
তেঞি দেখে কেহো শ্যাম কেহো গৌর পুন।
বৃন্দাবন পরিত্যাগ নাহি কদাচন
সেই সেই রূপ সর্বত্রই প্রকাশন।

কিঞ্চাপরং বিচারসুধার্ণবে। স্বশক্ত্যা স্বরূপং প্রকাশয়তি। তদ্ যদা যুগপৎ সর্ব ব্রহ্মাণ্ডা-ভ্যন্তরে বাহ্যে বা তদেক স্বরূপমাত্রং নতুকায়ব্যূহঃ। পৃথিব্যাং চন্দ্রইব সর্ব মূর্ধণ্য দৃশ্যতে

সর্বেষাং পুরতঃ স এক এব। তথাচ ভগবান্নামকেলি কৌমুদ্যাং। সর্বত্রৈব প্রকটতা রূপস্যৈকস্যচৈকদা। সর্বদা তৎ স্বরূপেণ স্বপ্রকাশ ইতীর্যতে।।

কি পুন কহিব যদি কৃষ্ণ একবারে
প্রকাশ হয়েন তাও বাহ্য অভ্যন্তরে।
একই স্বরূপ সেই নহে কায় ব্যূহ
ভগবণ্ণাম কেলি কৌমুদী কন এহ।

কিঞ্চভক্তিভাব প্রদীপে। পন্যাসৌযুগধর্মস্থাপকরূপেণ নিজ নামগুণ সংকীর্তন রূপং যুগ-ধর্মং স্থাপিত বান্ সর্বজনান্ প্রতি। অপরঞ্চ মহত্যাকৃপয়াস্বভক্তান্ প্রতি গোলোক বৈভবভাবেন কাঞ্চভাব প্রকাশ কাপ্যভবৎ স্বাবির্ভাবতঃ। অতএব কাঞ্চবৈষ্ণব পার্ষদোল-ক্ষ্যতেহ সৌ অনেনভাব প্রকাশোকোহপি। সতত্র ভাগবত সন্দর্ভে। তাদৃশং ভাবং ভাবং প্রথয়িতুমিহ যোবতারমেবা প। আহুর্জনগণ শরণং স জয়তি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ।।

কিঞ্চ শুন ভক্তিভাব প্রদীপ বচন
শ্রীজয়গোপাল দাস ঠাকুর যে কন।
দেখ যুগধর্ম সংস্থাপক রূপে হরি
নিজ নামগুণ সংকীর্তন পরচারি।
এই যুগধর্ম স্থাপি সর্বজন প্রতি
অপর কহিল যেই শুন মহামতি।
মহৎ কৃপায়ে নিজ ভাবি জন প্রতি
গোলোক বৈভব ভাবে প্রকাশিল ক্ষিতি।
কাঞ্চভাব হো প্রকাশিল আবির্ভাবে
সকাঞ্চ বৈষ্ণব লক্ষ্যে স্বয়ং সেই এবে।
ভাগবত সন্দর্ভে হো কহিলেন এহ
প্রযাস ভাবক কৃষ্ণ চৈতন্য বিগ্রহ।
সেভাব প্রকাশ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে
কহি যে প্রবোধানন্দ সরস্বতী মতে।

তথাহি। ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশাণ্ণটয়তি বহু ভঙ্গীমতি নয়ন্ ক্বচিদ্রাধা বিষ্টৌ হরি হরি হরী-র্ত্যাত্তরদিতঃ। কচিদ্রিঙ্গন্বাণঃ ক্বচিদপি চ গোপাল চরিতো জগদ্গৌরোবিষমা পয়তি-রহ গম্ভীর মহিমা।।

কৃষ্ণের স্বরূপা বেশে কভো গৌররঙ্গী
নাচে সংকীর্তন মাঝে করি বহু ভঙ্গী।
রাধার আবেশে ক্ষেণে ভাবোন্মাদে
হরি হরি বুলিয়া কান্দেন আর্তনাদে।
বালক স্বভাব ক্ষণে করে ভাবে ভুলি
শিশু হেন নাদ করে মাতাপিতা বুলি।
কখন করয়ে প্রভু গোপাল চরিত
শ্রীদাম সুদাম ডাকে করিয়া পিরীত।
জগৎ বিস্ময় করে ভাবের বিকারে
মহিমা গম্ভীর প্রভু গৌরঙ্গ সুন্দরে।
যদি পুনরপি কেহো কহয়ে এমন
সত্য সর্বভাব প্রকাশক গৌর হন।
তথি গোপিকার কান্তভাব শ্রেষ্ঠ শুনি
তদর্থে প্রমাণ শুন ভাগবতে পুনি।

তথাহি। নায়ং শ্রিয়োঙ্গদুলিভাগুরতি প্রসাদঃ স্বর্যোযিতাং নলিন গন্ধ রূচাং কুতোহন্যাঃ। রাসোহমবেৎস্য ভুজ দণ্ড গৃহীত কণ্ঠ লব্ধাশিষাং যুদদ গাদ্ ব্রজসুন্দরীনাম্।। তত্র স্বামিব্যাখ্যা----অঙ্গে বক্ষসি নিতান্ত রতির্যস্যাঃ তস্যাঃ শ্রিয়োহপি নায়ং প্রসাদোহনঃ গ্রহোহস্তি নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তির্যাসাং স্বর্যোষিতামপি নাস্তি অন্যাঃ পুনস্তাদৃশ প্রসাদ্যোগ্যাঃ কুতঃ। কৃষ্ণভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত আলিঙ্গিত কণ্ঠস্তেন লব্ধা আশিষো যাভিস্তাসাং গোপীনাং যদুদগাদাবির্বভূব ইতি।

ভুজদণ্ড গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ সনে
কণ্ঠ লব্ধ হৈয়া করেন আলিঙ্গনে।
এন মত প্রসাদ লক্ষ্মীহো নাহি পান
সে প্রসাদ যোগ্য কেবা হইবেক আন।

অতএব বৃহদ্বামনে। শ্রীকৃষ্ণবচঃ। সন্তি যদ্যপিমে প্রাজ্যালীলা স্তাস্তামনোহরাঃ। নহিজানে স্মৃতেরাসে মনোমে কীদৃশং ভবেদিতি।

অতএব বৃহদ্বামনে কৃষ্ণ কন
সেই সেই লীলা মনোহরা যদি হন।
তথাপি হো রাস রসে তেমন মোর
কেমত করয়ে আদ্ধি নহিয়ে গোচর।
তথাপি রাধিকা প্রেমাধিকা সভাকার
পূর্বেই কহিয়াছি যে প্রমাণ তাহার।

তথাহি। সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ইত্যাদি।

সত্য সেই হয়ে কিছু নাহিক অন্যথা
কিন্তু তার মধ্যে শুন কহিয়ে যে কথা।
সংপ্রদানুরোধে যবে করত তম
তবে যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
পুরাণের মত যবে বুঝহ সত্তম
তবে তথি ভাব ভেদ আছে তর তম।
হেন যে গোপিকা সব সর্ব পরা হন
সখ্য ভাবি প্রতি শুন তথাপি যে কন।

তদাশ্রীদশমে। বলরামং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। ধন্যেয় মদ্য ধরণী তৃণ বীরুধস্তং-পাদস্পৃশোত্রুম লতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ। নদ্যোদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ গোপ্যান্তরেণ ভুজয়োরপি যৎ স্পৃহাশ্রীঃ। ইতি।।

তত্রকারিকা শ্রীসনাতনদেবস্য ভাগবতামৃতে। শ্রীবৃন্দাবন তদ্বাসি মাধুর্যোল্বণ চেতসা। ততস্ততস্তবং হরিণা বন্ধে নিজোতকর্ষারসাষিণং। তমালোচ্যত তোরামমপদেন্য চ্যধায়িসঃ। ব্রতোহ এনৈবতাৎপর্যং রামস্যোৎ কর্ষ বর্ণনে। সখ্যভাবাত্তদা রামণর্ম্মণে বেদমীরিতং। ভুজাদুরস্ত বক্ষস্তে তেন ধন্যা ব্রজাঙ্গণাযৎ স্পৃহাবক্ষসে যস্যৈশ্রীরপ্যা চরিতস্পৃহাং। তত স্পৃহৈব পরং তস্যা নতুতৎ প্রাপ্তিযোগ্যতা।।

ধন্য ধবলী আজি এইত পদ্যাতে
গোস্বামিকারিকা শুন ভাগবতামৃতে।
শ্রীবৃন্দাবন তদ্বাসীর মাধুর্য বর্ধনে
সে স্তব আরম্ভ কৃষ্ণ করিল সে স্থানে।
আপন উৎকর্ষ ঘর্ষণের হেতুতে
বলরাম দেখি এই কহেন সাক্ষাতে।
এ স্থলে বলরামের উৎকর্ষ বর্ণনে
এতেকে তাৎপর্য নাহি বুঝ বিজ্ঞজনে।
সখ্যভাব হেতু রামে নিজ বর্ম হেন
কুতূহলে কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন পুনঃ।
ভুজান্তর তোম্মার যেই বক্ষ স্থল
তাহে বিলসিয়া ধন্যা গোপিকা সকল।
যেই স্পৃহা লক্ষ্মীদেবী করিল আপুনি
স্পৃহামাত্র কৈল প্রাপ্তি না হইল পুনি।
ভুজান্তরে গোপী যেই তার হেতু শুন
গোপিকার সহবাস করে রাম পুন।

তদ্‌যথা শ্রীদশমে। কদাচিদ য গোবিন্দোরামশ্চাদ্ভুত বিক্রমঃ। বিজদ্রূত্তুর্বনেরাত্র্যাং মধ্যগৌব্রজযোষিতাম্। উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীবত্নৈর্বদ্ধ সৌহৃদৈঃ। স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিনৌ বিরজাম্বরৌ।। ইত্যাদি।

শ্রীবলরামের রাস শ্রীদশমে কন
একদিন রামকৃষ্ণ একত্রে দুজন।
রাত্রিতে ব্রজনারীর মধ্যে বৃন্দাবনে
নানা মত রাস কৈল তা সভার সনে।
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাসে
শ্রীবলরামের রাস লিখেন বিশেষে।
নানানে যে জন তারে দোষ দিল যত
সেইত গ্রন্থেতে তাহা আছয়ে বেকত।
আদি করি মহাশয় দাস বৃন্দাবন
তার মত অন্যথা করয়ে কোন্ জন।
সেই গোপী প্রতি যদি শ্রুতি মুনি কন
তথাপি হো সেই দৃষ্টান্তেই ভাবি হন।
অপাকৃত প্রেমরাস নিত্যার বটেন
তেঞি রামকৃষ্ণ একত্রেই বিলসেন।
গোপালের সখ্যভাব হেতু পর শুন
ক্রম দীপিকাদি যেই কহিলেন পুন।

তথাহি। গৌপৈঃ সমান গুণশীল বয়োবিলাস বেশৈশ্চ মূর্চ্ছিত কলাস্বন বেণুবীণৈঃ। মন্দ্রোচ্চতান পটু গান পরৈর্বি লোলদোর্বল্লরী ললিতলাস্য বিধানদক্ষৈঃ।।

কৃষ্ণের সমান গুণ গোপ সখাগণে
বয়স বেশ বিলাস সমগা সমানে।
বেণু বীণা মুরলিকা নানা যন্ত্র মেলা
কৃষ্ণের নয়াঙ্গরূপ কৃষ্ণ সহ খেলা।

অতএব পদ্মপুরাণ বচনং শ্রীসনাতন দেবেনোদ্ধারিতং। চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ। গোপাল লীলা তত্রাপি সর্বতোহতি মনোহরা ।।

পদ্মপুরাণের বাক্য সনাতন দেবে
উদ্ধারিল সে কথা শুনহ বিজ্ঞসবে।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যত যত
সকল জানহ যেই যেন অদ্ভুত।
তথি হো গোপাল লীলা সর্বলীলা হৈতে
অতি মনোহর এই জানহ নিশ্চিতে।
যত মনোহর লীলা তাহা হৈতে পর
এইত কারণে কন অতি মনোহর।

অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশে। গোপিভির্শ্চৈব গোপালৈ কৃষ্ণলীলা ভবেত্তুযা। তযোর্মেধ্যাতু গোপালৈঃ সহলীলা পরাঃ স্ম তাঃ। ততস্ত গোপিকাঃ সর্বাগায়ন্ত্যেব দিবানিশম্ ।। প্রসিদ্ধাস্তি স্ফুটাবাণী শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু ।। ইতিবেণু বরং রাজন্নিত্যাদিষু পদেষু চ। উচ্চস্বরৈ প্রগায়ন্তি ভূত্বা প্রেমপরিপ্লুতাঃ ।।

অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশে যে কন
সে কথা কহিয়ে সভে শুন দিয়া মন।
গোপী গোপালের সহ কৃষ্ণের যে খেলা
তার মধ্যে গোপালের সহ পরালীলা।
তাহার কারণ কহি কর অবধান
সেই লীলা গোপী হো দিবানিশি গান।
এ বাণী প্রসিদ্ধ স্ফুট আছে ভাগবতে
ইতি বেণু বরং বাজন্ ইত্যাদি পদ্যতে।
উচ্চস্বরে গান গোপী হৈয়া প্রেমাপ্লুত
তাহাও কহিয়ে পুন শুনহ যেমত।

তথাচ দশমে। ইতিবেণুবরং রাজন সর্বভূত মনোহরং। শ্রুত্বা ব্রজাস্ত্রিয়ঃ সর্বাবর্ণয়ন্ত্যোভিরে মিরে ।। গোপ্য উচুঃ। অক্ষনুদং তাং ফলমিদং নপরংবিদাম সখ্যঃ পশুননু বিবেশয়তোবয়স্যোঃ বক্ত্রং ব্রজেশ সুতয়েধেনু বেণু জুষ্টং যৈর্বে নিপীতমণুরক্তকটাক্ষ মোক্ষং ।।

শ্রীদশমে শুকদেব পরীক্ষিত প্রতি
গোপী গীতা কহি শুনহ মহামতি।
মনোহর বেণুরব শুনি গোপীগণ
পরস্পর তারা সব করেন বর্ণন।
কহিতে লাগিলা গোপী কৃষ্ণ মগ্নমনে
চক্ষু বাণের ফল আর নাহি ইহা বিনে।
সখা সহ ধেনু লৈ ধাভাই (ভাই) দুইজনে
…ন বেণু পুরি প্রবেশ যে বৃন্দাবনে
সুচারু কটাক্ষ সুখে পদ্ম মনোহর
দেখে যারা সব তারা কিবা ভাগ্যতর।
পিয়ে ও অধর সুধা মুরলীর গীত
আর সখীবোলে সই শুন দিয়া চিত।

তত্র। চ্যুত প্রবালবর্হস্তবকোৎ পলাব্জমাল্লানুপৃক্ত পরিধান বিচিত্রবেশৌ মধ্যেরিবে জতুরলং পশুপাল গোষ্ঠ্যাং রঙ্গে যথানটবরৌ কুচ—গায়মানৌ ।। বৃতপ্রবাল নবগুঞ্জা শিখি চান্দ্র দিব্যমাল্য চিত্রবেশ নটবর ছন্দে।

সখাগণ মধ্যে রামকৃষ্ণ করে গান
গোপের সমান কহ কেবা আছে আন।

তত্রচ। দৃষ্ট্বাতপে ব্রজ পশূন্ সহরাম গোপৈঃ সঞ্চারয়ন্ত মনু বেণু মুদীরয়ন্তং প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ সখ্যুর্বধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আত্পত্রম্ ।।

আর সখী বোলে সই অস্তুত শুনহ
দেখি আতপে রামকানু গোপসহ।
সব মুখ সঞ্চরিত বেণুরব শুনি
কুসুমাবলীতে প্রেম প্রকাশিত পুনি।
স্বশরীর ছত্র করি মেঘসব ধরে
শুনি আর সখী পুনি কহেন সাদরে।

হন্তায়মস্ত্রির বলা হরি দাসর্যোয়দ্রামকৃষ্ণচরণ স্পর্শ প্রমোদঃ। মানং তনোতি সহপোগণ·য়োস্তায়োর্যৎ পানীয় স্য়ু রস কন্দরকন্দ মূলৈঃ গাগোপকৈরণুবনং নয়তোরুদারবেণু স্বনেঃ কল পদৈস্তনুভৃৎ সুসখ্যঃ। অস্পন্দনং গতিমতাং পুল কন্তরূণাং নির্যোগপাশকৃত লক্ষণয়ো বিচিত্রং ॥

ধন্য গোবর্ধন গিরি দাস পরধানে
রামকৃষ্ণ পদরজ স্পর্শ প্রমোদনে।
দ্বন্দ্ব ভার্যের মান করে গো গোপসহ
সুধা সার জলকন্দ মুলাদিতে এহ।
গোপ সখা সহ কৃষ্ণ বেণু পুরে চারু
শুনিয়া অচল সভে পুলকিল তরু।

তত্র। বর্হিণস্তবক ধাতু পলাশৈর্বদ্ধমল্ল পরিবর্হবিড়ম্বঃ। কর্হিচিৎ সবল আলিসগোপৈর্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ॥ অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিত বীর্য আদি পুরুষ ইবাচলভৃতিঃ। বনচরো গিরিতটৈষু চরন্তী বেণুনাহ্বযতিগাঃ সমুদাহি॥

শিখি পুচ্ছ বন ধাও গুঞ্জা বন ফুলে
মল্লের সমান বেশ করে কুতুহলে।
সখা সঙ্গে অঙ্গ হেলি প্রেমানন্দ মনে
নামধরি ধরিয়া ডাক যে গাভীগণে।
অনুচর গোপ সখা বর্ণেন সদাই
আদি পুরুষ গোবিন্দের বীর্য যেই।
গিরির গহ্বরে যবে চরে ধেনুগণে
নিকটে আন যে তারে বেণুর আহ্বানে।

তত্র। সহবলঃ স্রগবতংশবিলাসঃ সানুষু ক্ষিদিভৃতো ব্রজদেব্যঃ। হর্ষয়ন য হি বেণু রবেন জাতহর্ষ উপরন্তিতি বিশ্বং। মারধরঃ ক্বচিচদাগণয়ন্‌গানান যা দয়িত গন্ধতুলস্যা॥ প্রণয়িণো ঽনুচরস্য কদাংশে প্রক্ষিপণ্‌ ভুজমগায়ত যত্র॥

বলরামসহ কৃষ্ণ মান্য অবতংশে
ভূষিত হইয়া গিরিতটে নিজ হর্ষে।
জগতের হর্ষ জনমায় কুতুহলে
পরমাত্ম রাগ পুন আর সখী বোলে।
মণিধর কৃষ্ণমণি মালা যতক্ষণে—
পরম আনন্দ মনে গাভীসব গণে।
দধিতাগন্ধ তুলসী মাল্যে ভূষা হৈয়া
রহে প্রিয় সখা কান্ধে ভুজ আরোপিয়া।

তত্র। কুন্দদাস কৃত্ত কৌতুকবেশো গোপগোধন বৃতো যমুনায়াং। নন্দসুন্দুরনরেতবরৎ সোনর্মদঃ প্রণয়িণাং বিজহার॥

আর সখী বোলে যশো শুন দিয়া মন
তোম্মার বালক কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
কৌতুক করিয়া বেশ কুন্দদাম ডোরে
গোপ গোধনসহ যমুনার তীরে।
বিহরে সখার সঙ্গে প্রেমানন্দ মনে
করায়ে প্রেম বর্ধন তরুলতাগণে।

তত্র। এবং ব্রজস্ত্রিয়োরাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ। বেমিরেহহঃসু তচ্চিত্তা স্তন্মনস্কামহোদয়াঃ।

শুকদেব কন শুন পরীক্ষিত রায়
এই মত ব্রজনারী কৃষ্ণলীলা গায়।
তাঁহাইর মানসেতে হইয়া উন্মনা
গোপীভাব কহি ইথে শুন বিজ্ঞ জনা।
যদি কহেন অন্য গোপী করেন গায়ন
তাহারা নহেন রাধিকাদি নিত্যাগণ।
এমত হো নহে বিজ্ঞ বুঝ দিয়া মন
ব্রজস্ত্রীয়শ্ব সর্বাপদে সর্বগোপী কন।
কি পুন কহিব সভে শুন দিয়া মন
দ্বারকায়ে বাসুদেব আছিল যখন।
তখন নারদমুনি বৃন্দাবনান্তরে
এই লীলা বর্ণিতে দেখিল গোপিকারে।
বৎসরৎ সতবী আদি ইত্যাদি পদ্যতে
স্কন্ধ পুরাণের বাক্য কহিল পূর্বেতে।
পরতরতম কহি শুন দিয়া মন
প্রেম সখ্যে স্কন্ধে শ্রীদামকে কৃষ্ণ কন।
কান্ত ভাবি গোপী পুন যাচ্ঞা করিল
তারে ত্যাগ করি কৃষ্ণ অন্তর্ধ্যান হৈল।

তদ্‌যথা শ্রীদশমে। যত্র বা হন্তি জেতারোবহন্তি চ পরাজিতাঃ। বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্ত শ্চ গোধনং॥ ভাণ্ডীরকং নামবটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ। রামসংমুষ্টি নোর্যহি শ্রীদাম বৃষভাদয়ঃ॥ ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাং স্তানূহঃ কৃষ্ণাদয়োনৃপ। উবাহ কৃষ্ণোভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ॥

শ্রীল দশমের কথা শুন সাবধানে
নিয়ম করিল কৃষ্ণ সব সখাগণে।
জিনিলে চড়িব কান্ধে হারিলে বহিব
বর্মসহ সভে বট-ভাণ্ডিরে খেলিব।
শ্রীদাম বৃষভ আদি খেলায়ে জিনিল
কান্ধেতে করিয়া কৃষ্ণ শ্রীদামে বহিল।
এখানে কৃষ্ণের পরাজয় যেই কন
প্রেম সখ্যভাবে সত্য জানহ বচন।

অথকান্তি ভাবি গোপী পরিত্যাগোযথা। শ্রীদশমে। রাসপঞ্চাধ্যায়ে। সাচমে নেতদামোনং বরিষ্ঠং সর্বযোষিতাং। হিত্বাগোপীঃ কাম যানো মানসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥ ততো গত্বা-বনোদ্দেশং তৃপ্তা কেশবম ব্রবীৎ। ন পারয়েহং চলিতুং নয়মাং যত্রতে মনঃ॥ এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহস্কন্ধ আরুহ্যতামিতি॥ ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥

কান্ত ভাবি গোপীত্যাগ করিল যেমন
শ্রীদশমে রাস পঞ্চধ্যায়ে তাহা কন।
আপনারে তিহোঁ সর্ব বরিষ্ঠ মানিল
সভারে ছাড়িয়া কৃষ্ণ আক্ষারে ভজিল।
তবে দর্প করিতে হো কৃষ্ণচন্দ্রে কন
চলিতে না পারি নেহ যেনমত মন।
তবে তারে পুনরপি কৃষ্ণচন্দ্র কন
আক্ষারি স্কন্ধেতে তবে কর আরোহণ।
ইহা বুলি শ্রীগোবিন্দ অর্ন্তধ্যান হৈল
মূর্ছিত হইয়া গোপী বিলাস করিল।

অপিচ তত্র। কামিনাং দর্শয়ন দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈবদুরাত্মতাং। ইতি- তত্রস্বামী। স্ত্রীণাং দুরাত্মতামাহ। সা চেতিদ্বাভ্যাং কাময়ানং যাসাং তাঃ গোপীর্হিত্বামাং ভজত ইতি হেতোঃ আত্মানং বরিষ্ঠংমেনে ইতি॥

কামীরে দরশায়িল দুঃখ যত যত
স্ত্রীলোকের দুরাত্মতা করিল বেকত।
তথি স্বামী টীকায়ে করিল নিরূপণ
সাচমেলে দুই শ্লোকে দুরাত্মতা কন।
কামযান আগমন সাধন যাহার
তারে ছাড়ি আক্ষারে ভজিলা পুনর্বার।
এই হেতু আপনারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি
চলিতে না পারি বুলিল কৃষ্ণে মান করি।
পর শুন কৃষ্ণের বিহার যত যত
এ গোপ সখারে কিছু নাহিক গুপত।

তথাচ রসামৃতসিন্ধৌ। তদ্রহস্যন্ত নাস্ত্যেব যদ মীষাং নগোচরমিতি॥

কৃষ্ণের রহস্য হেন নাহি গোপ্যতর
গোপ সখা সভার যে নহেত গোচর।
অন্য গোপ্য লীলা কিবা কহিব প্রমাণে
বিবস্ত্রে দেখাইল গোপী গোপ সখাগণে।

তথাচ শ্রীদশমে। বস্ত্রহরণে। ২২। উসস্যুংথায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যা বদ্ধবাহবঃ॥ কৃষ্ণ-মুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমণ্বহং। নদ্যাঃ কদাচিদাগত্যজবে নিক্ষিপ্য পূর্ববৎ। বাসাংসি কৃষ্ণগায়ন্ত্যাবিজহ্রুঃ সলিলেমুদা॥ ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণোযোগে শ্বরোহরিঃ বয়স্যৈরাগতস্তত্রবৃতস্তৎ কর্মসিদ্ধয়ে। তাসাংবাসাংস্যু পাদায়নীপমারুহ্য সত্বরঃ। হসদ্ভিঃ প্রহসন্-বালৈঃ পরিহাসমুবাচহ। অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাং॥ তত্র। ততো-জলাশয়াৎ সর্বাদারিকাঃ শীতবেপিতাঃ। পাণিভ্যাং যোনিমাছাদ্যপ্রোক্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ। ভগবানাহ তাবীক্ষ্য শুদ্ধভাব প্রসাদিতঃ। স্কন্ধেনিধায় বাসাংসিপ্রীতঃ প্রোবাচসস্মিতং। যূয়ং বিবস্ত্রায়দপোধৃত ব্রতাব্যগাহতৈ তত্তদেবহেলনং। বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্যপনুত্তয়েহ হসংকৃত্বা-

নমোঽধোবসনং প্রগৃহ্যতাং। ইত্যচ্যুতেনাভিহিতা ব্রজাবাল মত্বাবিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিং। তৎ পূর্তিকামাস্তদশেষ কর্মনাংসাক্ষাৎ কৃতং নেমুর বদ্যমৃগ্যত।। তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্‌-দেবকীসুতঃ বাসাং সিতাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ।।

দশমে বস্ত্র হরণে এই কথা কন
একদিন প্রভাতে উঠিয়া গোপীগণ।
অন্যোন্যেতে বদ্ধ বাহু করি সব বালা
উচ্চস্বরে কৃষ্ণ গাইয়া যমুনারে গেলা।
স্নান করিবার মনে সব গোপীগণ
পূর্বদিন হেন তীরে এড়িয়া বসন।
বিবস্ত্র হইয়া জলে খেলেন সকল
হর্ষে কৃষ্ণ লীলা গান করি কোলাহল।
হেনকালে কৃষ্ণ গোপ সখা সব সঙ্গে
খেলিতে খেলিতে তথা আসি লীলারঙ্গে।
গোপিকার বস্ত্র যত লৈয়া কাঁখে হাতে
উঠিলা কদম্ব গাছে গোপ সখা সাথে।
গাছে বসি সখাসব সহিত উল্লাস
হাসিয়া গোপিকারে করেন উপহাস।
এথা আসি বস্ত্র লহ আপন আপন
ব্রতফল পাইবারে যদি আছে মন।
তবে জলে হৈতে গোপীসব যুক্তি করি
সোনার পুতলি যেন উঠে সারি সারি।
যোনিতে দুইত হস্ত আছাদন দিয়া
কৃষ্ণের নিকটে আইলা শীতার্ত হইয়া।
বিবস্ত্রে গোপিকা দেখি শুদ্ধ ভাব বাসি
কান্ধে বস্ত্র করিয়া কহেন হাসি হাসি।
ব্রতী হৈয়া বিবস্ত্রেতে খেলয় খেলায়
দেব হেলন দোষ হৈল তো সভায়।
এ দোষ খণ্ডন হেতু বদ্ধাঞ্জলি হৈয়া
আহ্মারে প্রণাম কর বস্ত্র লহ আসিয়া।
কৃষ্ণ বাক্যে হাসিয়া কহেন ব্রজ বালা
তোহ্মার নাহিক দোষ আহ্মরা অবলা।
কি করিব অবাআহে মনে বাসি শঙ্ক
আসিয়া দেখিলে লোকে রহিব কলঙ্ক।
এতেক ভাবিয়া সভে জোড় হাত হৈয়া
প্রণাম করিল রাঙ্গা পদে নেহারিয়া।
সর্বাঙ্গ বিবস্ত্র গোপী দেখিয়া গোবিন্দে
গোপ সখাসহ হাসে পরমানন্দে।
একে একে বস্ত্র সব দিলা ফেলাইয়া
নিজ বস্ত্র সব পরিল চিনিয়া।
অতএব অপ্রাকৃত কৃষ্ণ লীলা যত
গোপগোপিকার কিছু নাহিক গুপত।
নয়াঙ্গ গোপাল গোপী রাগাঙ্গ স্বভাব
কেহ কারো নাহি তথি সাপত্নীক ভাব।
পর শুন সেই কান্তভাবের বিচার
নিত্যা কামুকাগোপী দুই পরকার।
কামী প্রতি আজ্ঞা পুন বৃহদ্ বামনে
যার ভাবে আহ্মারে ভজিবে ভ্রুতিগণে।
অন্তরে কান্তের স্নেহ নিত্যা গোপীকার
প্রকটেতে পরকিয়া হেন ব্যবহার।
গোপিকার স্নেহে প্রেম ভাবকে রহিব
তেঞি শাস্ত্রে কন গোপী ভাবেতে ভজিব।

তথা আদি পুরাণে। অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। গোপীভাবেন যে ভক্তা মামেবং সমুপা-সতে। তেষু তাস্বিবতুষ্টোহং সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়।।

আদি পুরাণেতে কৃষ্ণ অর্জুনেরে কন
গোপীভাবে আহ্মারে যে ভজে ভক্তগণ।
গোপীর সমান আহ্মি তুষ্ট হই তারে
সত্য সত্য ধনঞ্জয় কহিল তোহ্মারে।
প্রেম অনুরাগসহ গোপীকার ভাব
গোপী গীতায়েতে পূর্বে কহিল যেমন স্বভাব।
বাল্য গোষ্ঠ স্বরূপাদি গোপীর বর্ণন
গোপীভাবে ভজিবারে তেঞি শাস্ত্রে কন।
স্নেহ বিনে পতিপত্নীভাবে ভক্তি যার
সে জনারে শাস্ত্রেতে করেন তিরস্কার।

তথাচ শ্রীদশমে রুক্মিনাং প্রতি শ্রীভগবদ্বচঃ। যে মাং ভজন্তি দম্ভেন তপসা ব্রহ্ম চর্যয়া। কামাত্মা নোহপবর্গেশং মোহিতামমমায়য়া। তত্রস্বামী। একান্তভক্তিন্যূতামেব দূতী কর্তুং সকামান্ ভক্তান্নিন্দতি। যেষামিতি। দাম্পত্যে দাম্পত্যুপভোগ্য সুখার্থী ইতি।।

দশমে রুক্মিনী প্রতি ভগবান কন
দাম্পত্য ভাবেতে মোরে ভজে যেই জন।
কামাত্মা সে সব মোর মায়ায়ে মোহিত
তথি স্বামীয়ে কহিল শুন দিয়া চিত।

একান্ত ভক্তি প্রশংসিতা বদ্রাচ্যতরে
সকামীয়ে ভক্ত নিন্দা করিল তাহারে।
দাম্পত্য উপভোগ সুখার্থী যে জন
দাম্পত্য শব্দের অর্থ শুন দিয়া মন।

তদ্‌যথা চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। পতিপত্নী দম্পতীতদ্ভাবং দাম্পত্যমেবাহ। চিদানন্দাত্মকে কৃষ্ণে তদ্ভাবং ভ্রম এ ব চ। তথাচ দম্পতীজম্পতী জায়াপতী ভার্যাপতী চইত্যমর ।।

পতিপত্নী দম্পতি তাহার ভাব যেই
দাম্পত্য কহিয়ে তারে জানহ যে এই।
চিদানন্দাত্মকে কৃষ্ণে সেই ভাব ভ্রম
শাস্ত্রের সম্মত এই জানহ সত্তম।
যদি কেহো পুন বণিক হেন এমন
কান্তভাবে ব্রজে কৃষ্ণ পাইল ভ্রুতিগণ।
সেই কৃষ্ণে সেইভাব করিব যে জন
গোপী হৈয়া ব্রজে পাব ব্রজেন্দ্র নন্দন।
পূর্বে মহাঋষি হো দৃষ্টান্ত তথি হন
তাহার সিদ্ধান্ত কহি শুন দিয়া মন।
কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা দেখি ভ্রুতিগণ
কান্তভাবে কামভোগ করিল প্রার্থন।
দুর্ঘট এ বুলি কৃষ্ণ আজ্ঞা কৈল পুন
ব্রজে গোপী হৈয়া এ ভাবে পাবে শুন।
যোগমায়ায়ে তবে প্রতিবিম্ব করি
তা সভার কাম পূর্ণ করিলেন হরি।
পুনরপি সেই ভ্রুতিগতি পাইল
সেইভাব সভার স্থাই (স্থায়ী) না হইল।

তদ্‌যথা। তত্রাদৌবৃহদ্বামনে। নিরস্তং রসোন্মত্তং যত্র গোপী কদম্বকং। তৎ কদম্বক মধ্যস্থ কিশোরাকৃতিমচ্যুতম্। দর্শয়িত্বা যসপ্রাহ ব্রুতকিং করবাণিবঃ। দুষ্টোমদীয়োলোকোয়ং যতোনাস্ত্য পরঃ পরঃ।। শ্রুতয়ভচুঃ। কন্দর্প কোটি লাবণ্যে ত্বয়িদৃষ্টেমনাংসিনঃ। কামিনীভাব মাসাদ্যস্মর ক্ষুদ্ধন্যা সংশয়ঃ। যথা ত্বল্লোক বাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তে রমণং মত্বাচিকীর্ষাজনিতস্তথা।। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। দুর্লভোনুর্ঘটশ্চৈষ যুষ্মাকস্ত মনোরথঃ। ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্‌স্ত্রিয়োভবিতুমর্হথ।। আগামিনি বিরিঞ্চৌতুযাতে স্বষ্ট্যর্থমুদ্যতঃ। কল্পং-সারস্বতং প্রাপ্যব্রজে গোপ্যোমভবিষ্যথ।। পৃথিব্যাং ভারতবর্ষে মাথুরে মম মণ্ডলে। বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে।। জার ভাবেন সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্বতোধিকং। ময়ি সংপ্রাপ্য ভজনং কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ।।

বৃন্দাবন গোবর্ধন যমুনাদি যত
গোলোক বৈভব ভ্রুতি দেখিল বেকত।
নিরন্তর রসে উনমত গোপীগণ
তাঁর মাঝো দেখে কৃষ্ণ কিশোর মোহন।
দেখাঞা স্বলোক কৃষ্ণ কহেন আপনে
কহ কি করিব কিবা চাহ ভ্রুতিগণে।
এই যে দেখিল ভ্রুতি স্বলোক আম্মার
সর্ব পর এই ইচ্ছা পর নাহি আর।
প্রেমরস বিলাস ভ্রুতিরা না জানিল
কামরস মানি বর মাগিতে লাগিল।
কন্দর্প কোটি প্রভু লাবণ্য তোম্মার
দেখি কামভাবে ক্ষোভ হইল মো সভার।
তোম্মার স্বলোক বাসী গোপিকা যেমন
কামমত্ত তোম্মা ভজি করয়ে রমণ।
আম্মরা হো এই মত ভজি এই মনে
কামভাবে রমণ করি যে তোম্মা সনে।
তবে কৃষ্ণ তা সভারে কহিল উত্তর
দুর্লভ দুর্ঘট বড় তো সভার বর।
নিত্যরস এ স্থলেতে নাহি কামগন্ধ
সৃষ্টি হৈলে হয় কাম ভোগ অনুবন্ধ।
সারস্বত কল্পে তোরা ব্রজ গোপী হৈয়া
পাইবে আম্মারে যবে ভাবেতে ভজিয়া।
যোগমায়াতে কৃষ্ণ প্রতিবিম্ব করি
কাম পূর্ণ করিলেন বিবিধ বিহরি।

তদ্‌যথা। বীক্ষ্যরন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়া সমুপাশ্রিত ইতি দশমে রাসে।। কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী ব্রজযোষিতঃ। রেমেস ভগবাংস্তাভিরাত্মা রামোহপি লীলয়া। ইতি তত্র।। এষ ক্রীড়ন দেহ ভাগিতি চ। কামাশক্তোযথা। রাত্রৌ চেন্মস্যাক্রান্ত মানসং দেবকীসুতং। ক্রমদীপিকায়াং। রাসধ্যানে। মণিশঙ্কুগমপ্যমুনাবহুধা বহুধা বিহিত স্বকদিব্য তনুং। সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং দয়িতাগলবদ্ধ ভুজদ্বিতীয়ং।। অতএব ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিত। ইতি শ্রীদশমে রাসে।।

অতএব ঐশ্বর্য যোগাতে এ বেহার কৃষ্ণ সহ নিত্য রসে নিত্য গোপিকার।

তদ্‌যথা। ইতি ভিন্ন তনুং মণিভির্নির্মিতং তপনীয়ময়ৈ রিবমারকতং ইতি রাসধ্যানে।। মধ্যে মণিনাং হৈমানাং মহাম্বরকতোযথা।। ইতি শ্রীদশমে।।

প্রেম রস নিত্যার শৃঙ্গার কামুকার পুন ভ্রুতি গতি পাইল সেই ভ্রুতিগণ
পূর্বেই কহিয়াছি যে প্রমাণ তাহার। ভাগবতে ভ্রুত্যধ্যায়ে এই কথা কন।

তথাহি শ্রুতয় উচুঃ। নিভৃত মরুন্মনোক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদয়ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাৎ। স্ত্রিয়উরগেন্দ্র ভোগভুজ দণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঙ্ঘ্রি সরোজ সুধাঃ।।

পুন ভ্রুতি হইয়া কহেন ভ্রুতিগণ
শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের প্রতি স্তবন বচন।
মনেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া যোগাসনে
যেইত মুকতি পায় জ্ঞানযোগিগণে।
আবির্ভাবে শিশুপাল আদি রাজা গণে
সেই গতি পাইল প্রভু তোহ্মার স্মরণে।
তোহ্মার সঙ্গিণী যেই নিত্যাগোপীগণে
ভুজদণ্ড গৃহীত বিলসে তোহ্মা সনে।
আমরা হো তাহা সম প্রসাদ পাইল
তেনমতি তোহ্মাসহ বিলাস করিল।
অতএব দেখি তোহ্মা সম দরশন
ইহা আদি বহুবিধ করিল স্তবন।
তা সভার স্থায়ীভাব নহিল সে শুন
সেই দৃষ্টে ভাবিব কি হইবেক পুন।
মুনি রাসে ভাব আগে ব্রজে গোপী হৈয়া
মুকতি লভিল কামে কৃষ্ণকে ভজিয়া।

তদ্‌যথা পাদ্মোত্তরে। পুরামহর্ষয়ঃ সবেদণ্ডকারণ্য বাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্‌সুবিগ্রহং।। তে সর্বেস্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তাভবার্ণবাৎ।।

পূর্বে মহঋষি সবে দণ্ডক অরণ্যে গোকুলে তাহারা সব স্ত্রীরূপা হৈয়া
রাম দেখি কামভোগ ইচ্ছা কৈল মনে। মুকত হইলা কামে কৃষ্ণকে পাইয়া।

তথাচ তত্র। কৃষ্ণ প্রাদুর্ভাবে। ১৫। কামক্রোধৌনৃণাং লোকে নিরয়স্যৈব কারণং। হরিং সংপ্রাপ্য তাবেব মুক্তো গোপী সুরদ্বিষ্যাম্‌।। কামাদ্ভয়া দ্বারোষা দ্বাযেভজন্তি জনার্দনং তে প্রাপ্নুবন্তি বৈকুণ্ঠং কি পুনর্ভক্তি যোগিনঃ।।

কাম ক্রোধ মনুষ্যের নরক কারণ
কৃষ্ণেতে সে কামে গোপী হেন মুক্ত হন।
কামেক্রোধে ভয়ে কৃষ্ণ ভজে যেই শুন
সে পায়ে বৈকুণ্ঠ ভক্তি যোগীর কি পুন।
কি পুন ভক্তিযোগীর এইত বচন।
নিষ্কামী ভাবক প্রতি জানহ লক্ষণ।

স্কন্দোত্তরে। গবোপজীব গোপ্যস্তবন চারি গৃহোষিতাঃ। অরণ্যজীব নাঃ। প্রাপুর্মুক্তিং কামোপভোগতঃ।।

গোপে জীব্য গোপীগোপের গৃহিণী কালভোগ করি কালে মুকতি লভিল
অরণ্য জীবনা কৃষ্ণে কামাবিলাসিনী। শ্রীভাগবতে হো আপুনি প্রভু বুলিল।

মৎ কাম রমণং শ্রেষ্ঠং মৎ স্বরূপং বিদোহবলাঃ। ব্রহ্মমাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গীশত সহস্রশঃ।।

কাম প্রিয় করি গোপী আত্মারে জানিল
আত্মার স্বরূপবেত্তা তাহারা নহিল।
ব্রহ্মরূপ আত্মাতেই মোর সঙ্গ হৈতে
মুকতি লভিল সভে আত্মার গুণেতে।

অতএব বৃহৎ সহস্রনাম্নি শ্রীকৃষ্ণং প্রতি। অভীষ্ট মথনঃ কামোন্মত্ত গোপী। বিমুক্তিদঃ। বতো ত্র। শ্রবণাদিলক্ষণেন ভজনং প্রোচ্যতে বুধৈঃ। বাসনায়া ভক্তি মুক্তি র্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।। শ্রুতীনাঞ্চ ন ভক্তি ˙˙ সাতু বাসনা। ইচ্ছাস্বরূপং মোহাদ্বৈ কামশ্চ প্রথিতো যতঃ।। মৎকামারমণং শ্রেষ্ঠং মৎস্বরূপবিদো বলা।। ইতি শ্রীভাগবতে ভগবদ্বচঃ।।

শ্রবণ কীর্তন আদি লক্ষণ ভজন
পুরাবিদ্ সকল করিল নিরূপণ।
বাসনাতে ভোগমোক্ষ হবে শাস্ত্রে কন।
কামভাবে গোপীমুক্ত হৈলা তেকারণ।
শ্রুতির মুনির ভক্তি নহে সে বাসনা
রূপ দেখে মোহে কাম করিল প্রার্থনা।
কাম রমণ প্রিয় আত্মারে জানিল
স্বরূপ অবিদ গোপী ভগবান বুলিল।

অতএব ভক্তিভাব প্রদীপে। ভবানাং ত্রিবিধা জ্যোতিঃ পরোদৈবশ্চ মায়িকঃ। নিরূপাধি-র্গুণোপাধির্ভোগোপাধি শ্চ কথ্যতে। অতএব যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি।।

পুন পুন দ্রোণ ধরানন্দ যশো হৈয়া
বাৎসল্য ভাবতে ব্রজে কৃষ্ণকে ভজিঞা।
বৈকুণ্ঠ পাইল এই পুরাণেতে শুনি
সে দেহ নহিল স্থায়ী বুঝ বিজ্ঞ পুনি।
সনকাদি মুনি শ্রীদামাদি দুই এই
সেই গতি পাইল স্থায়ী নহিল সে দেহ।

তত্র দ্রোণ ধরা প্রার্থনা যথা। ব্রহ্মবৈবর্তে নারদং প্রতিব্রহ্মবচঃ। এতস্মিন্নন্তরে দ্রোণোধ-রয়াসহভার্যায়া। গত্বাকাম্য বনং রম্যং তপস্তপস্যতি দারুণম্। পরিতুষ্টো জগৎ স্বামীতয়োরাবি ভবিষ্যতি।। ইত্যাদি তত্র। হৃষ্যত্তনুরুহো ভক্ত্যা কৃষ্ণং প্রতিবদিষ্যতি। তদেতং মেবরংদেহি নান্যমিচ্ছামি মাধব। পালয়ামি পুত্র বত্বামাবামেবং বিধং বিভুম্। ইতি তদ্বাক্য-মার্কন্য তথেতি প্রীতিমান্ মুনিঃ। ইতি।

ব্রহ্মবৈবর্তে ব্রহ্মা নারদের প্রতি
ভবিষ্য কহিল ব্রহ্মা নারদের প্রতি।
দ্রোণবসুধা ভার্যাসহ কাম্য বনে
দারুণ তপস্যা করি কৃষ্ণ অন্বেষণে।
তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণ তবে দরশন দিব
স্বরূপ দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া বুলিব।
এই বর দেহ প্রভু কমল লোচন
পুত্র হেন তোহ্মা দোহাঁ করিয়ে পালন।
এই বাক্য শুনি প্রভু প্রীতি যুক্ত হৈয়া
দিন দিন এই বর বুলিব ডাকিয়া।
সেই দ্রোণ ধরানন্দ যশো দুই জন
বাৎসল্য ভাবেতে কৃষ্ণ করিল ভজন।

সনকাদয়শ্চ শ্রীদামাদির্যথা। তত্র। সনকাদ্যাস্তু মুনয়স্তপসারাধ্য মাধবং। প্রীতিযোগং বাঞ্ছয়ন্তঃ কৃষ্ণে প্রাপসন্যন্তি তৎফলম্।

শ্রীদাম সনক বৃষভানু নন্দন
সুদামা চন্দ্রভানের পুত্র সনাতন।
ইহা আদি যার পুত্র হইলা যেমনি
ব্রহ্ম বৈবর্ততে সব কহিল বাখানি।
দ্রোণ ধরানন্দ যশো বাৎসল্য প্রার্থিলা
সনকাদি শ্রীদামাদি হৈয়া সখা হৈলা।
পুনরপি নন্দ আদি বৈকুণ্ঠ পাইল
পাস্লে উক্ত ভাগবতামৃতে উদ্ধারিল।

তথাহি। অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদযঃ সর্বেজনাঃ পুত্র দারাদি সহিতা বাসুদেব প্রসাদেন দিব্যরূপ ধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠমবাপুঃ। অত্রকারিকা শ্রীসনাতন দেবস্য ভাগবতামৃতে। ব্রজেনাদে বংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অরাতরন্। কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠং প্রাহিণে

দিতিপা প্রভুং। প্রেষ্ঠোভ্যোঽপি প্রিয়তর্জৈনে র্গোকুল বাসিভিঃ। বৃন্দারণ্যেস দৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ॥

নন্দ গোপ আদি পুত্র দারাদি সহিতে
বৈকুণ্ঠ পাইল এই কহেন পাদ্মেতে।
ইহার কারণ শ্রীল সনাতন দেবে
ভাগবতামৃতে কৈল শুন বিজ্ঞ সবে।
ব্রজ ঈশ নন্দ আদি নিত্য সঙ্গী যত
দ্রোণ আদি তা সভার যেই অংশভূত।
কৃষ্ণ তা সভাকে বৈকুণ্ঠেরে পাঠাইল
এসব পাদ্মের অর্থ এইত কহিল।
প্রিয় হৈতে প্রিয়তম গোকুল নিবাসী
নিত্যগণ সহ সদাবৃন্দাবনে বসি।
এ বচন যখন কৃষ্ণের তিরোধান
অতএব অনুভবে বুঝ মতিমান।
কামীজন কাম মত এই স্থলে পান
প্রপঞ্চ অতীত নহে গোলোকে পয়ান।
ভূতিমুনি নন্দ আদি দৃষ্টান্ত পাইল
কেহোত বৈকুণ্ঠ পাইল কেহো মুক্ত হৈল।
শ্রীদাম সনকমুনি বৃষভানু সুত
নিত্য শ্রীদামাদি পুন আছেন বেকত।
অন্যথা নিত্য নন্দাদি শ্রীদামাদি যত
তেন নন্দ নাম শ্রীদামাদি নাম কত।
অতএব বাঞ্ছা অনুরূপ দেহ পাই
করিলেন কামপূর্ণ না হইল স্থায়ী।
এতেকে নির্হেতু ভাবি ভাব সুখ বিনে
কোন হেতু বাঞ্ছা না করিয়ে কদাচনে।
ব্রজে কিবা গোলোকতে কৃষ্ণের বিলাস
ভাবে সাক্ষাতে রহেন ভাবিতে প্রকাশ।

তথাচ। মনোবুদ্ধি সম্বাদে। স্বয়ং তিষ্ঠতি গোলোকে সর্বশক্তি প্রভাবকঃ। স্বরূপরূপগীতার্থঃ সর্বত্রাসৌ প্রকাশতে॥

স্বয়ং কৃষ্ণ গোলোকে রহেন সর্বক্ষণ
শক্তির প্রভাবে আর সকল বরণ।
স্বরূপ রূপাদি ভাব গান করিতে
সর্বত্র প্রকাশ হন ভাবক জনতে।
ঐশ্বর্য মাধুর্যভেদে কৃষ্ণের নিবাস
ভাগবতামৃতে কন করিয়া প্রকাশ।

তথাহি। যস্য বাসঃ পুরাণাদৌপ্রোক্তঃ স্থানচতুষ্টয়ে। ব্রজে মধুপুরে দ্বারবত্যাং গোলোক এব চ।

যার বাস পুরাণাদি কন চারিস্থান
ব্রজে মধুপুরে আর দ্বারকা ভুবনে।
গোলোক ভুবনে আর এই চারিস্থানে
ভাবভেদে ভাবিবাহ ভাবিবেন মনে।
পর শুন কৃষ্ণতে অচল প্রেম যার
ক্রীড়ার ভেদতে কিবা প্রয়োজন তার।

তাচ শ্রীচৈতন্য চন্দ্র বচঃ। জ্ঞানং বস্তুতথাপি ন বৃণে স্বাতন্ত্র্য শঙ্কাস্তো, দাস্যং নাভিল সামি দাস বশ গন্তৎপারতন্ত্র্যে ভয়াৎ। কারুণ্যার্ণবধাম কামদ ভবৎ পাদদ্বয়ে কাময়ে নিষ্কামঞ্চ নিরন্তরঞ্চ সহজ প্রেমৈব হৃন্মজ্জনং॥

জ্ঞানবস্তু তথাপি না করিয়ে বরণ
তথি সোহং স্বাতন্ত্র্য ভয়ের কারণ।
দাস্য ভাব হো না করিয়ে অভিলাষ
পরতন্ত্র ভয় তুয়ার সভার দাস।
কারুণ্য সমুদ্র তুহ্মি কামদ সভার
তুয়া দুই পাদ কাম এইত আহ্মার।
নিষ্কাম সহজ প্রেমভাব নিরন্তর
হৃদয়ে মজ্জন করি না চাহি অপর।

অতএব তস্য ভাবঃ চৈতন্যচন্দ্রামৃতে। প্রবোধানন্দ সরস্বতী বচঃ। ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নটয়তি বহুভঙ্গীমভি নয়ন্ ক্বচিদ্রাধাবিষ্টো হরিহরিহরীত্যাত্ত রুদিতঃ। ক্বচিদ্রিঙ্গন্ বালঃ ক্বচিদপি চ গোপালচরিতো জগদ্ গৌরো বিষ্মাপয়তি বহু গম্ভীর মহিমা॥

এই শ্লোকে চতুর্বিধ ভাব প্রকাশিল
কান্ত বাৎসল্য সখ্য সাম্য বুঝাইল।

অতএব তত্ত্বসাগরে। চতুর্বিধং ভবেন্মিত্রং সখা স্বামীব সাম্যবৎ। পুত্র বচেচতি তজ্জ্ঞেয়ং তত্তদ্রূপ প্রয়োজনাৎ॥ তদেবাভিমতং তস্য নতুস্বার্থমতং পুনঃ। তদ্‌যথাতত্র। বাল্যলীলা বিনোদনার্থং পিতৃমাতৃবদস্তিতৎ। বয়স্যোবাপি খেলার্থং সখাঃসন্তি সনাতনাঃ। রতিরঙ্গ-বিহারাদি তৌর্যত্রিক রসাত্মিকা। নিত্যরূপা অতস্তস্য সন্তি রামা ইব প্রিয়াঃ॥

গৌরব প্রীতিরূপাহি সুখামোদাস্তি সর্বদা। কেবলানন্দ রূপাতো জ্যেষ্ঠভ্রাতাত্বিবাস্তিতৎ। পতিত্বে রাগযুক প্রেম সাম্যেনানন্দ বর্ধনং সখ্যাবানন্দ রাগৌ চ মুখ্যঃ প্রাগ গৌণ যুক্‌পর.। তরলানন্দ রাগৌ চ পুত্রত্বে স্নেহ উৎকটে। নিত্যানাঞ্চ স্বভাবেতৎ ভাবকামাঞ্চ ভাবনে। বাসনা কাঙিক্ষণাঞ্চৈব ভাবো বাসনাতুসা। সিদ্ধে ভূতেপিতেষাং বৈগ্রাম্যেবেতিত দিষ্যতে। নিরূপাধির্যতোনৈষমুক্তিস্তন্মাত্তুকালতঃ॥

চতুর্বিধ কৃষ্ণে মিত্রভাব হয়ে শুন
সখা স্বামী সাম্য পুত্রত্বের হৈল পুন।
সেই সেই রূপে ভাব ভাব অভিমতে
স্বার্থ প্রয়োজনে নহে জানহ নিশ্চিতে।
বাল্য লীলা বিনোদার্থে পিতৃমাতৃ হেন
নন্দ যশো নিত্যত্বে আছেন সদা পুন।
বয়স্যের হেন গোষ্ঠ খেলার কারণ
সতত আছেন শ্রীদামাদি সখাগণ।
রতিরঙ্গ নৃত্যগীত রসের কারণ
নিত্যরূপারামা হেন রাধিকাদি বন।
গৌরব প্রীতিরূপ সুখের কারণ
জ্যেষ্ঠভাই হেন বলরাম সর্বক্ষণ।
পতিভাবে রাগযুক্ত প্রেম সর্বক্ষণ
সাম্যে স্বভাবত সদা আনন্দ বর্ধন।
সখাভাবে রাগ গৌণ মুখ্য আনন্দ
পুত্রত্বে স্নেহ উৎকটে সম রাগানন্দ।
নিত্য গুণের স্বভাবত এ করণ
ভাবকের ভাবে সে সকল আমোদন।
বাসনা কাঙক্ষীর ভাব নহে সে বাসনা
সিদ্ধ হইলে হো তার গ্রাম্যে সে গণনা।
নিরুপাধি নহে সেই এইত কারণ
সে সব করণে তারা কালে মুক্ত হন।
সে সব দৃষ্টান্ত পূর্বে কৈল নিরূপণ
কেহো মুক্ত হৈলা কারো বৈকুণ্ঠে গমন।
যদি বোলে বাৎসল্যের স্ত্রীর পতি ভাবে
কৃষ্ণচন্দ্রে সখ্যভাব কেমতে সম্ভবে।
তাহার সিদ্ধান্ত শুন ভাগবতে কন
ব্রজবাসী সভাকারি সখ্যভাব হন।

তথাহি শ্রীদশমে। অহো ভাগ্যম হো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং। জন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং।
তত্র শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা ; অহো হো ভাগ্যম হো ভাগ্যমিতি পুনবক্ত্যা দারেন সর্বথা ভাগ্যস্যা পরিছেদ্যত্বমুক্তং। নন্দগোপ ব্রজৌক সা মিতি সামান্যপদেন গবাদীনামপি গ্রহণং তেষামপি কৃষ্ণেনন্দাসবদ্বিশ্বা সাদ্য বিশেষ্যাৎ যন্মিত্রং যেষাং মিত্রং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ স্বরূপং কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়মিতি বচনাৎ পরমানন্দং নিরতিশয় সুখ স্বরূপমিতি॥

অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য পুন পুন বুলিল
ভাগ্যের অপরিছেদ সর্বথাতাক ছিল।
নন্দব্রজ মুরজার সামান্য পদতে
গবাদির গ্রহণ হো এ সখ্য ভাবতে।
নন্দাদির হেন তাহা সভার বিশ্বাস
সভাকার সখ্যভাব ব্রজে যার বাস।
যা সভার মিত্র কৃষ্ণ পরম ব্রহ্মণ
পরমানন্দ স্বরূপ স্বামী ব্যাখ্যা কন।
পর শুন স্ত্রীরূপা গোপিকার সাক্ষাতে
স্ফুট হো প্রমাণ কন পুন ভাগবতে।

তথাহি শ্রীদশমে। রাসে গোপীনাং বচঃ। সখে দর্শয়মন্নিন্নিধিমিতি। সখউদয়িবান্‌সাত্বতাং কুল ইতি।

রাসে অন্তর্ধ্যান কৃষ্ণ করিল যখন
দরশন দেহ সখে গোপীগণ কন।
যদি বোলে পরকীয়া ভাব গোপিকার
এ সকল জ্ঞান কভো নাহি তা সভার।

এহো নহো পরং ব্রহ্মজ্ঞান গোপিকার
পতি হেন স্নেহ অন্তরেতে সভাকার।
পরকীয়া হেন ভাব করেন বাহ্যেতে
পরমেশ্বরত্ব জ্ঞান আছে অন্তরতে।

তদ্ভাবে শ্রীদশমে রাসে। তাসাং বচঃ। ন খলু গোপিকানন্দ লোভবা ন খিল দেহি নামন্ত বাহক। বিখন সখি তে বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে।।

প্রেমরাগে নিত্যার মিত্রের ব্যবহার
কামভাবে ভ্রম খনে হয়ে কামুকার।
যার ভাবে আত্মাকে ভজিবে শুন শ্রুতি।
পতিত্বে আশ্রয় মাত্র নাহি ব্যবহার
পর শুন আজ্ঞা আছে কামুকার প্রতি
গ্রাম্য গোপগণতে সকল গোপিকার।

তথাচ শ্রীরূপদেবেণোক্তং। মায়া কলি ততাদৃক্ স্বীশীলনেন নানুসূতুভিঃ। নজাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।। তথা চ শ্রীদশমে। মাসুয়ন্ খনু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া মন্যমানাঃ স্ব পার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান ব্রজৌক সঃ।

মায়া কলিত মূর্তি সহ ব্যবহারে
অসূয়া না কৈল কৃষ্ণ সকল কৃষ্ণেরে।
বর মাগিলেন কৃষ্ণসহ বিলসিতে
গ্রাম্য গোপসহ ভোগ সম্ভবে কেমতে।
পতিসহ গোপিকার নাহিক সঙ্গম
তাহার কারণ কহি শুনহ সম্ভ্রম।
অতএব সখ্যভাব কৃষ্ণে সভাকার।
স্নেহের ভেদতে সেই চারি পরকার।
নিত্যানিত্য সঙ্গী বেদমাতা শ্রুতিগণ
মুনি মহর্ষিয়ে গোপিকা শাস্ত্রে কন।
কামুকার সহেতুক নির্হেতু নিত্যার
তেমত নির্হেতু স্নেহ ভাবক সভার।

তদ্‌যথাভক্তিভাব প্রদীপে। ক্রীড়ন্তো নির্ভয় স্বেন সহ তদ্ভাবভাবিনঃ। তন্নিষ্ঠং স্নেহমাত্রংহি সৌখ্যং নির্হেতু সৌখ্যদং। ইদং সখ্যন্তু নিত্যানং তদন্যানাং মহোত্তমং। সহ নিত্যৈস্তয়া ক্রীড়াস্তাঃ শ্রুত্বা তৎ পরোভবেৎ।।

নির্ভয়ে ক্রীড়য়ে তার সহ ভাবিগণ
তন্নিষ্ঠ স্নেহমাত্র নির্হেতু সখ্য কন।
তদন্যের তদ্ভাবে ভাবক যেই তার।
নিত্যা না সহয়ে ই কৃষ্ণের বিহার
এই সখ্য নিত্যগণের সভাকার
তাহা শুনি সেই সুখ হয়ে তা সভার।

রসামৃতসিন্ধৌচ। কাম সম্বন্ধ রূপেতে প্রেমমাত্র স্বরূপকে। নিত্যসিদ্ধাশ্রয়তয়া নাত্রসমাশ্বিচারিতে।। ইতি। অতএব পাদ্মে পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ পিতৃবন্মাতৃবদ্ধরিং। যেধ্যায়ন্তি সদা যুক্তাস্তে ভ্যোহ পীহ নমোনমঃ।।

অতএব কৃষ্ণে পতিপুত্র সখা হেন
স্নেহেতে ভজিব হেতু না বাঞ্ছিব পুন।
সেই সেই রূপ প্রকাশিল সভে জানে।
বাল গোপাল উপাসক একজন
নিত্যার দৃষ্টেতে ভাব নির্হেতু প্রকাশ
কামুকার দৃষ্টে হয়ে ভোগ অভিলাষ।
শচী গৃহে অতিথ হৈলা সে ব্রাহ্মণ।
পক্ক অন্ন বাল গোপালে নিবেদিল
কাম অভিলাষী যত হৈতুক সে হন
নিত্যার নির্হেতু প্রেমভাব সর্বক্ষণ।
বাল গোপাল রূপে প্রভু তাহা খাইল।
দিগ্বিজয়ী বিপ্র এক আসি নদীয়ায়
অতএব শ্রীচৈতন্য প্রকাশিয়া কন
নিষ্কাম প্রেম সদা করিয়ে মজ্জন।
পণ্ডিতে জিনিয়া জয়পত্র নিতে চায়।
তার সঙ্গে প্রভু বিচারিলা বিদ্যাকলা
অপর কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন
সভাকার মূলভূত শ্রীচৈতন্য হন।
নিরস্ত না হয়ে ক্রোধে বিশ্বরূপ হৈলা।
সহস্র জিহ্বায়ে সহস্রেক সরস্বতী
অতএব উপাসনা রূপের সৃজন
বিচারিতে দিগ্বিজয়ী দেখে মূর্তিমতী।

মুরারি গুপ্তে তবে প্রভু পূজার কালতে
বরাহ স্বরূপ দেখাইলেন সাক্ষাতে।
পূজা দ্রব্যাদিক সব মূত্রময় কৈল
আজ্ঞি সেই পরোক্ষ পূজহ কেনে বুলিল।
শ্রীনিবাস আলয়তে প্রভু একদিন
সর্ব অবতার প্রকাশিল ভিন্ন ভিন।
মৎস্য কূর্ম শ্রীবরাহ নৃসিংহ বামন
শ্রীরাম বাসুদেবাদি হৈলা প্রকাশন।
ত্রিভঙ্গ মুরলী ধর শ্রীকৃষ্ণ আপনে
নিজ নিজ সেব্য সভ প্রভুরেই মানে।
নিত্যানন্দ ব্যাস পূজা ছদ্মে কৈল যবে
ষড়ভূজ প্রকাশ প্রভু হইলেন তবে।
ষড়ভুজ হো দেখাইল সার্বভৌম প্রতি
নরহরি দেখি শ্যাম কিশোর মূরতি।
রায় রামানন্দ দেখি শ্যাম গোপ বেশে
ইহা আদি পরকাশ হইলা অশেষে।
সর্বশক্তিময় কৃষ্ণ প্রকাশ আপনি
অন্যতে হইতে এই নহে কভু পুনি।
পুনরপি কেহো যদি কহয়ে এমন
শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরাবতার যদি হন।
তবে অন্য অবতার হেন নামমন্ত্র
না কহিল তার কি কারণে বেদতন্ত্র।
তাহা সিদ্ধান্ত শ্রীবিচার সুধান্তরে
কহিল যেমত সমাহিতে শুন সবে।

সচ কৃষ্ণ স্বয়মেব স্বপ্রকাশনার্থং ছলেন ভাবিরূপেন মূর্ত্যন্তরেণ প্রকাশ । অতএব তস্য নিজরূপস্য নামমন্ত্রদিকমস্ত্যেব।। তদেব গৃহ্যতে।

সেই কৃষ্ণ আপনে স্বপ্রকাশ অর্থতে
ছলে নৃত্যন্তরে পুন ভাবক রূপতে।
কৃষ্ণনাম মন্ত্র তার নিজ নামমন্ত্র
গ্রহণ করিব তাহা দেখি বেদতন্ত্র।

অতএব চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। পাষণ্ডাজ্ঞানিনঃ পাপামূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ দৃষ্টা শ্রুত্বা প্রমাণানি ন মন্যন্তে বিদূষকাঃ।।

অতএব পাষণ্ডী পাতকী যে অজ্ঞানী
মুরখ কেবল মিথ্যা পণ্ডিতাভিমানী।
দেখিয়া শুনিয়া হো প্রমাণ বিদ্যমানে
বিদূষক যত শ্রীচৈতন্য নাহি মানে।
সর্বকাল বঞ্চিত সেই সব জন
শুন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বচন।

তথাহি। অবতরতি জগত্যাং কৃষ্ণচৈতন্যদেবে, ন ভবতি বিমলা ধীর্যস্য তস্যৈব ন স্যাৎ। উদয়তি দিননাথে সৎপথে যস্য দৃষ্টিঃ, প্রসরতি নহি কিম্বা তস্য শক্ত্যা তমিস্রে।।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বপ্রকাশ অবতারে
যে জনার মতি ভাল নাহৈল সংসারে।
নাহিব নাহিব আর তার মতি ভাল
সর্বকাল সেই সব বঞ্চিত হইল।
সূর্যের ভয়ে পথ না দেখিল যেই
রজনীতে অন্ধকারে কি দেখিব সেই।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বচঃ। অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে সুপ্রকাশিত রত্নৌঘে যো দীনোদীন এব সঃ।।

গৌর অবতারে প্রেমনিধি সুবিস্তারে
প্রেমধনে দরিদ্র হরিল যে সংসারে।
কোনকালে দরিদ্রতা না ঘুচিল তার
সত্য সত্য সত্য করি কন বারবার।

।। ভক্তিকল্পবীজ ও শাখা বর্ণন ।।

প্রাচীনমত মালোক্যসংক্ষেপৈনৈব কেবলং শাখা নিরূপণাঞ্চাত্র ভাষায়াং রক্ষ্যতে ময়া ।।

তবেত সংক্ষেপে কহি ভাষা নিরূপণ
প্রাচীন মত দেখি শুন দিয়া মন।
ভক্তি কল্পবীজ প্রভু আরোপিলা
প্রথম অঙ্কুর শ্রীমাধবপুরী হৈলা।
ঈশ্বরপুরী সে অঙ্কুর পুষ্ট কৈল
আপনেই প্রভু পুন স্কন্ধরূপ হৈল।

পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী
ব্রহ্মানন্দপুরী ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী কৃষ্ণানন্দপুরী
নৃসিংহ তীর্থ আর সুখানন্দপুরী।
এই নব ভক্তি কল্পবৃক্ষ মূলরূপ
পরমানন্দ পুরী মধ্য জড়ের স্বরূপ।
আপনেই মহাপ্রভু হইলা আদি স্কন্ধ
দুই দিগে দুই স্কন্ধ অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
তবে অসংখ্য শাখা স্কন্ধে জনমিল
শিষ্য উপশিষ্য সব যত ব্যাপিল।
মহাপ্রভুর শাখা যত যত হন
প্রাধান্যে সংক্ষেপে আগে কহি নিরূপণ।
চৈতন্য গোসাঞির যত পারিষদ সাথে
গুরু-লঘু ভাব কেহো না পারে জানিতে।
অতএব সভারে করিয়ে পরণাম
দোষ নাহি লইবে কহিব মাত্র নাম।
শ্রীবাস পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম
দুইভাই দুই শাখা প্রেম কন ধাম।
শ্রীপতি শ্রীনিধি দুই সহোদর তার
চারি ভাইর দাসদাসী পরিজন আর
দুই শাখার উপশাখা তা সভারে গণি
যার গৃহে কীর্তন প্রভুর দিবস রজনী।
আচার্য রতন নাম এক শাখাবর
উপশাখা তার যত শিষ্য পরিকর।
আচার্য রত্ন নাম শ্রীচন্দ্র শেখর
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হন শাখাবর।
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি বড় শাখা
শিষ্য উপশিষ্য হয়ে তান উপশাখা।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত শাখার স্বরূপ
প্রভুর প্রিয়ত ভৃত্যভাবক অনুরূপ।
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রিয়তম
তাহার চরিত্র সবলোকে অনুপম।
রাঘব পণ্ডিত অনুচর শাখাবর
তার উপশাখা এক মকরধ্বজ কর।
তার ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যোগান বারমাসী।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্রিয়তর
শ্রী আচার্য পুরন্দর হয়েন শাখাবর।
বড় শাখারূপ শ্রীপণ্ডিত দামোদর
তাহার অনুজ শাখা পণ্ডিত শঙ্কর।
সদাশিব পণ্ডিত প্রভুর দাসবর
প্রথম নিত্যানন্দের বাসা যার ঘর।
নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সংজ্ঞা তার
নারায়ণ পণ্ডিত এক শাখা উদার।

শ্রীমান পণ্ডিত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী
নন্দন আচার্য এক শাখা ধরি।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত বাসুদেব দত্ত নাম
এক এক শাখা যার কীর্তি অনুপাম।
হরিদাস ঠাকুর শাখা প্রধান বিদিত
তার উপশাখা সে কুলীন গ্রামী যত।
শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রেমের ভাণ্ডারী
শ্রীরাম সেন প্রভুর সেবাচারী
সর্বোপরি শাখা ভাল গদাধর দাস
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অভিলাষ।
চৈতন্য দাস রামদাস সর্কর্ণপুর আর
শিবানন্দের তিন পুত্র উপশাখা তার।
বল্লভ সেন শ্রীকান্ত সেন উপশাখা তারি
গোবিন্দানন্দ প্রভুর প্রিয় শাখা ধারী।
নন্দন ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবিষ্ট
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী প্রভু যার ইষ্ট।
শ্রীগোবিন্দ দত্ত আদি প্রভুর কীর্তনিয়া
শ্রীবিজয় দাস প্রভুর আখরিয়া।
খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর দাস প্রধান
প্রভুর প্রিয় অতি পণ্ডিত ভগবান।
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য মহাশয়
প্রভুর পটুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
বনমালী পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান
গরুড় পণ্ডিত গোপিনাথ সিংহ জান।
শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন
প্রেমদাতা শাখা চিরঞ্জীব সুলোচন।
সত্যরাজ রামচন্দ্র আর যদুনাথ
পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ সাথ।
বানীনাথ বসু চৈতন্যের প্রিয়দাস
আর যত জনের কুলীন গ্রামে বাস।
শ্রীরূপ সনাতন দুই মহাশাখা
অনুপাম জীব আদি উপশাখা লেখা।
মহা প্রভুর প্রিয় দাস রঘুনাথ
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথ।
শঙ্করারণ্যাচার্য বড় শাখা হন
মুকুন্দ কাশিনাথ গরুড় উপশাখা কন।
শ্রীনাথ পণ্ডিত জগন্নাথ আচার্য জান
শ্রীনিধি শ্রীগোপিকান্ত মিশ্র ভগবান।
সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল নয়ান
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন।
জগন্নাথ দাস গালিম শ্রীপুরুষোত্তম
শ্রীচন্দ্রশেখর দ্বিজ হরিদাস নাম।
রামচন্দ্র কবিচন্দ্র ভাগবতাচার্য
শ্রীগোপালদাস সারঙ্গদাস আর্য।

জগন্নাথ তীর্থ আর বিপ্র জগন্নাথ
শ্রীগোপাল আচার্য আর বাণীনাথ।
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ভাই তিনে
মহাপ্রভু চৈতন্যে নাচায় সংকীর্তনে।
শ্রীরামদাস অভিরাম প্রেম সখ্যাশ্রয়ী
নিত্যানন্দ সঙ্গী হৈলা প্রভু আজ্ঞা পাই।
প্রভু আজ্ঞায়ে নিত্যানন্দ গৌড় আইলা
প্রভু আজ্ঞায় তিন জন তার সঙ্গী হৈলা।
শ্রীরাম দাস মাধব বাসুদেব ঘোষে
গোবিন্দ প্রভুর সঙ্গে রহিলা হরিষে।
কমলাকান্ত যদুনন্দ মাধব আচার্য
কৃপাপাত্র জগাই মাধাই দুই আর্য।
নবদ্বীপে ভক্তর কৈল সংক্ষেপে গণন
অসংখ্য চৈতন্য ভক্ত নহেত লিখন।

নীলাচলে

প্রভু সঙ্গে এই সব ভক্ত নীলাচলে
দুই স্থলে প্রভুর সেবা কৈল কুতুহলে
প্রভু সঙ্গে নীলাচলে ভক্তগণ যত
নীলাচলে রহি সেবা করেন নিয়ত।
গৌড় দেশবাসী আর যত ভক্তগণ
নীলাচলে আসি করে প্রভুর দর্শন।
নীলাচলে যার যার প্রভুর মিলন
প্রথম হইতে কহিলে শাখার গণন।
মহাশাখা সার্বভৌম ভট্টাচার্য তথি
শ্রীগোপীনাথ আচার্য তার ভগ্নিপতি।
কাশী মিশ্র প্রদ্যুম্ন আর ভবানন্দ
যার পঞ্চ পুত্র ভজে প্রভুর সকন্দ।
রামানন্দ রায় বাণীনাথ পট্টনায়ক
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ নায়ক।
চৈতন্যের প্রিয়পাত্র পঞ্চপুত্র এহ
রামানন্দসহ প্রভু ভেদমাত্র দেহ।
প্রতাপরুদ্ররাজা উড়িয়া কৃষ্ণদাস তথি
ভাগবানাচার্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
শিখি মহাতি আর মহাতি মুরারি
এই সব প্রভুর সতত সেবাকারী।
শিখি মহাতির ভগ্নি মাধবী দেবী
রাধিকার দাসী মধ্যে যার নাম ভাবি।
ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর
শ্রীগোবিন্দ হয়েন তাহার অনুচর।
কৃষ্ণদাস নাম এক কুলীন ব্রাহ্মণে
সঙ্গতি লইয়া প্রভু আইলা দক্ষিণে।
বলভদ্রাচার্য প্রেম ভক্তি বিলসই
বড় হরিদাস ছোট হরিদাস দুই।
রাম ভদ্রাচার্য নাম উড়িয়া সিংহেশ্বর
তপনমিশ্র রঘুনাথ নাম নীলাম্বর।
সিহা ভট্ট কমো ভট্ট শিবানন্দ দন্তর
কমলাকান্ত পূর্বে গৌড়ে ভৃত্য প্রভুর।
অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য তনয়
চৈতন্য চরণাশ্রয়ে নীলাচলে রয়।
নির্লোম গঙ্গাদাস বিষ্ণুদাস আর
নীলাচলে প্রভু সঙ্গেতে বাস যার।
বারানসী মধ্যে ভক্ত চন্দ্রশেখর
মিশ্রতপন রঘুনাথের কোঙর।
রঘুনাথ মিশ্র ভট্টাচার্য উপাধি
বাল্যে প্রভুর সেবা কৈল নিরবধি।
প্রভু সঙ্গে নীলাচলে কথোদিন ছিলা।
প্রভুর আজ্ঞায়ে বৃন্দাবনে বাস কৈলা।
অসংখ্য চৈতন্য ভক্ত নহেত গণন
সংখ্যানিরূপণ দিগমাত্র দরশন।
একেক শাখার কোটি কোটি ডাল আর
তার শিষ্য উপশিষ্য উপডাল তার।
প্রেম ফুল ফল ভরি আছয়ে সকল
ত্রিজগত ভাসাইল কৃষ্ণ-প্রেম-ফল।
দীন হীন অজ্ঞবিজ্ঞ ম্লেচ্ছ চণ্ডালাদি
বাল্য যুবতী মূঢ় অন্ধক অবধি।
কৃতার্থ হইলা সভে প্রেম ভক্তি পাইয়া
ভুবন পবিত্র কৈল নাচিয়া গাইয়া।
দেখিয়া প্রাচীনমত মহাপ্রভুর শাখা
সংক্ষেপে কহিল ইথে নামমাত্র লেখা।

নিত্যানন্দ শাখা

শ্রীনিত্যানন্দের শাখা কহি সংক্ষেপেতে
প্রাচীন দৃষ্টিতে তাহা শুন সমাহিতে।
বৃক্ষে গুরুতর স্কন্ধ নিত্যানন্দ রায়
জন্মিল অনেক শাখা প্রশাখা তাহায়।
শ্রীবীরভদ্র নিত্যানন্দ সমশাখা
যাহার করণ সব নাহি যায় লেখা।
তার উপশাখা যত অসংখ্য গণন
তবে আর শাখার শুনহ নিরূপণ।
শ্রীরামদাস আর দাস গদাধর
চৈতন্য গোসাঞির ছিলা দুই ভক্ত বর।
প্রভু আজ্ঞায় নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌড় আইলা
অতএব দুইগণে গণনা হইলা।
শ্রীরাম দাসের সখ্যভাব মুখ্যতর
গোপীভাবে পূর্ণভারী দাস গদাধর।
যার ঘরে নিত্যানন্দ কৈল দানলীলা
নীলাচল হৈতে যবে গৌড় দেশে আইলা।

চৈতন্য ভাগবতে দাস বৃন্দাবন
বিবরিয়া লিখিল এই সব বিবরণ।
অন্তর্ভাব ব্যাখ্যা তার কহি নিরূপণ
অবধান করিয়া শুনহ ভাবীজন।
নিত্যানন্দ বলরাম সদানন্দ সখ্যে
এইভাব দেখাইল সখ্য ভাবি মুখ্যে।
অতএব সখ্যভাবি হৈব যারা যারা
কৃষ্ণের যাবত লীলা প্রমোদিব তারা।
রামদাস গদাধর দাসের যেমন
মাধব বাসুদেবঘোষের তেন বিবরণ।
কীর্তনিয়া জনে মুখ্য শ্রীমাধব ঘোষে
যার গানে নিত্যানন্দ নাচয়ে হরিষে।
বাসুদেব করে প্রভুর গীত বর্ণন।
মুরারি চৈতন্যদাসের অদ্ভুত করণ
ব্রজের শাখাসহ নিত্যানন্দ সঙ্গী
মত্তবেশ বীর ধড়া শিঙ্গা বেণু রঙ্গী।
রঘুনাথ বৈদ্য মহাশয় উপাধ্যায়ী
যাহার দর্শনমাত্র প্রেমভক্তি পাই।
মর্ম শাখা নিত্যানন্দের সুন্দরানন্দ
যার সনে ব্রজ নর্ম কৈল নিত্যানন্দ।
অলোক চরিত কমলাকর পিপিলাই
সূর্যদাস সরখেল কৃষ্ণদাসভাই।
গৌরী দাস পণ্ডিত পণ্ডিত পুরন্দর
পরমেশ্বর দাস এসব শাখা বর।
জগদীশ পণ্ডিত পণ্ডিত ধনঞ্জয়
মহেশ পণ্ডিত সদা উদার আশয়।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভাবক নির্যাস
কৃষ্ণপ্রেম রসাস্বাদী বলরাম দাস।
যদুনাথ কবিচন্দ্র হন শাখাবর
কৃষ্ণদাস দ্বিজ নিত্যানন্দের কিঙ্কর।
কালা কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ ভাবময়
শ্রীসদাশিব কবিরাজ মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তনয় যাহার
নিত্যানন্দ পদ বিনু না জানয়ে আর।
তার পুত্র শ্রীকান্থি ঠাকুর মহামতি
উদ্ধরণ দত্ত মহাভাগবত অতি।
মহাভক্ত আচার্য বৈষ্ণবানন্দ নাম
পূর্বে যারে রঘুনাথ পুনি দিল নাম।
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই
পূর্বে যাহার গৃহে আছিলা নিতাই।
পরমানন্দ উপাধ্যায় জীব পণ্ডিত
পরমানন্দ গুপ্ত সদা কৃষ্ণ পর চিত।
নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর
দেবানন্দ এ চারি নিত্যানন্দের কিঙ্কর।
নকড়ি, মুকুন্দ সূর্য মাধব শ্রীধর
পরমানন্দর সুত জগন্নাথ মহীধর।
শ্রীমন্ত গোকুল দাস সদা ভাবময়
হরিহরান্দ শিবানন্দ মহাশয়।
মুকুন্দাই পরমানন্দ অবধূত গণি
গোপাল সনাতন বসন্ত লবণী।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন
কংশারি সেন রামসেন আর কন।
রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ শ্রীলঙ্গ
পীতাম্বর মাধবাচার্য দামোদর সঙ্গ।
শঙ্কর মুকুন্দ শীল দাস মনোহর
নর্তক গোপাল রামভদ্র ভক্ত বর।
গৌরাঙ্গ দাস দাসভাবময় হন।
নৃসিংহ চৈতন্য দাস মীন কেতন।
নারায়ণী নন্দন শ্রীবৃন্দাবন দাস
চৈতন্যলীলার যেহেন কলি ব্যাস।
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির উপশাখা
যতেক আছয়ে কেবা করিবেক লেখা।
নিত্যানন্দের শাখা অসংখ্য গণন
সংক্ষেপেতে জানমাত্র কহিল গণন।

অদ্বৈত শাখা

ভক্তিকল্পবৃক্ষ স্কন্ধ দ্বিতীয় অদ্বৈত
সংক্ষেপেতে কহি তার শাখা হেন যত।
অচ্যুতানন্দ শ্রেষ্ঠ আচার্য নন্দন
আজন্ম চৈতন্যপদ করিল সেবন।
কৃষ্ণমিশ্র শ্রীগোপাল অদ্বৈত তনয়
চৈতন্যের প্রিয়তর দুই মহাশয়।
আচার্যের আর পুত্র বলরাম কন
রূপ জগদীশ নাম শাখা যে গণন।
চৈতন্যে বিশ্বাস গৌণ স্বতন্ত্রাভিমানী
এতেকে অদ্বৈত গোশারী দুই গণ গণি।
কমলাকান্ত বিশ্বাস আচার্যের দাস
আচার্যেতে হয়ে তার গাঢ় বিশ্বাস।
শ্রীযদুনন্দনাচার্য অদ্বৈতের শাখা
তার শাখা উপশাখা কে করিব লেখা।
ভাগবতাচার্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য
চক্রপাণি আচার্য অনন্তপ্রাণ আর্য।
নন্দনী কামদেব চৈতন্য দাস
দুর্লভ বিশ্বাস নাম বনমালী দাস।
জগন্নাথকর ভবনাথকর শাখা
হৃদয়ানন্দ সেনদাস ভোলানাথ লেখা।
যাদবদাস বিজয় দাস জনার্দন
অনন্ত দাস কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ।

শ্রীবৎস পণ্ডিত হরিদাস ব্রহ্মচারী
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী হরিদাস ধরি।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ।
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত।
বিজয় পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত
অদ্বৈত গোসাঞির শাখা সংখ্যা অতীত।
ইহার মধ্যতে যেই না মানে চৈতন্য
শুষ্ক কাষ্ঠ সম সেই জগতে অধন্য।
অদ্বৈত গোসাঞির কৈল নিরূপণ
তিন স্কন্ধ শাখার কৈল সংক্ষেপে গণন।
শিষ্য উপশিষ্য এ সবের যত যত
শাখা উপশাখা তথা লিখিব বা কত।
প্রণতি করিয়া বন্দোঁ সভার চরণ
ইহায়ে করিল মাত্র দিগ্‌দরশন।

চৈতন্যলীলা

সংক্ষেপেতে সূত্র চৈতন্যের লীলা গাথা
পারিষদ ভক্ত সঙ্গে কৈল যেই যথা।
চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যে কৈল বর্ণন।
মুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্য চরিত
তাহাতে দেখিয়া সূত্র লেখি যে কিঞ্চিত।
আদি খণ্ডে মধ্য খণ্ডে শেষ খণ্ডে আর
তার সূত্র সংক্ষেপেতে করিব বিস্তার।
আদি খণ্ডে বিদ্যার বিলাস প্রধান্যতে
মধ্য খণ্ডে সংকীর্তন প্রকাশ জগতে।
শেষ খণ্ডে ন্যাসী রূপে স্থিতি নীলাচলে
নিত্যানন্দে সমর্পিয়া গৌড় মণ্ডলে।
কলির চরিত্র সব হইল প্রবলে
ধর্মের তিন পাদ কাটিলেক সবলে।
হিংসা চৌর্য মৃষাবাদ পাষণ্ড আচারি
মঙ্গলচণ্ডীর গীত আর বিষহরি।
সন্তান করয়ে কহো করিয়া যতন
হাস্যকার্যে মিথ্যা কাল করয়ে হরণ।
প্রথম পাদেতে হৈল হরির নিন্দন
হরিনাম হরিপূজা ছাড়িলেক জন।
জীবের দুর্গতি দেখি প্রভু ভগবান
চিন্তিত হইলা করিবারে জীব ত্রাণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে অস্ত্র [?] পার্ষদে আজ্ঞা কৈল
জীবত্রাণ হেতু সভে মর্ত্য ভূমি চল।
অদ্বৈতেরে আগুআন পাঠাইল হরি
যার প্রীতিরসে অবনীতে অবতরি।
নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর
বসুদেব সম তার স্বভাব সুন্দর।
তার পত্নী শচীদেবী প্রতিব্রতা অতি
দৈবকীর সমান হয়ে তাহার প্রকৃতি।
তার গর্ভ লক্ষে অবতীর্ণ ভগবান
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম জগতে বাখান।
আদি খণ্ডে শচীগর্ভে দেখি অধিষ্ঠান
অদ্বৈত আচার্য প্রভু সীতাদেবী প্রাণ।
শান্তি প্রবাহিতে শচীগৃহে আগুসার
গর্ভ প্রদক্ষিণ করি কৈল নমস্কার।
কুঙ্কুম কৌস্তুরী গর্ভে লেপি স্তব কৈল
শচীদেবীরে হো বহু প্রণতি বুলিল।
তোহ্মার ভাগ্যের সীমা কি কহিব আর
সর্ব অন্তর্বাসী প্রভু গর্ভতে তোহ্মার।
শান্তিপুর গেলা পুন অদ্বৈত গোসাঞি
সকল দেবতা তবে হৈয়া এক ঠাঞি।
শচীগর্ভে অধিষ্ঠান জানি ভগবানে
আসিয়া অনেক স্তব কৈলা দেবগণে।
নিদ্রা ভাঙ্গি শচীদেবী হৈলা চমকিত
দেব দেখি ভয় মানি চাহে চারিভিত।
চতুর্মুখ কারো কারো পঞ্চ বয়ান
দুই তিন চক্ষু কারো সহস্র নয়ান।
দেখি দেবী কহিলেন মিশ্র পুরন্দরে
স্বপ্ন হেন জানি মিশ্র প্রবোধিল তারে।
স্তবন করিয়া দেব গেলা নিজালয়
শচীর হইলা আসি প্রসব সময়।
শকে চৌদ্দশত আর সপ্তবৎসর
বিষ্ণু বিংশতি তৃতীয় বৎসর অন্তর।
ফাল্গুণী পূর্ণিমা বার বিস্তুত জান
ত্রয়োবিংশ দিনে আবির্ভাব ভগবান।
সোনাশতবাণ জিনি বরণ উজ্জ্বলে
ধ্বজ বজ্র আদি চিহ্ন করপদ তলে।
হরিনাম সুমঙ্গল চতুর্দিগ ভরি
হরিনাম আগে করি জনমিলা হরি।
জন্মিলা অদ্বৈত গোসাঞি শান্তিপুরতে
দীপান্বিতা অমাবস্যা কার্তিক মাসতে।
নিত্যানন্দ একচাকা খলতপুরতে
হাড়ো পণ্ডিতের ঘরে প্রসিদ্ধ জগতে।
জনম লভি পদ্মাবতীর উদরে
মাঘে শুক্ল ত্রয়োদশী ভূমিসুতবারে।
নবদ্বীপে গৌর জন্ম নিশ্চয় জানিয়া
স্থানে স্থানে পরিষদ জন্মিলা আসিয়া।
আদি খণ্ডে শিশুরূপে অনেক বিলাস
পিতামাতায়েরে দেখাইল গুপ্তবাস

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাম্বুজ আদি চিহ্ন বাজে
পিতামাতা অদ্ভুত দেখাইল গৃহ মাঝে।
ছয়মাসে নামকরণ তবে কৈল
দেখিয়া স্বভাব বিশ্বেশ্বর নাম থুইল।
ছয়পুত্র চলি আছে নড়ছ্যা দেখিয়া
পিতামাতা থুইল নাম নিমাই বুলিয়া।
সাতমাসে কৃষ্ণগান শুনি শয্যাগত
নয়নে গলয়ে ধারা অঙ্গ পুলকিত।
বালগোপাল উপাসক বিপ্রবরে
অতিথ হইলা শচী জগন্নাথ ঘরে।
বালগোপালে বিপ্র অন্ন নিবেদিল
বালগোপাল রূপে প্রভু তাহা খাইল।
শিশুরূপে গোরাচান্দ নানা অলঙ্কারে
শিশুগণ সঙ্গে গিয়া দূরে খেলা করে।
হেন সময়ে এক ধাউড় তথায়
বহুমূল্য অলঙ্কার দেখি গোরা গায়।
আনছলে অলক্ষিতে কোলেত করিয়া
মারিব করিয়া অতি দূরে গেল লৈয়া।
চোর ভ্রমাইয়া প্রভু নিজ ঘরে আইল
দয়ায়ে তাহারে প্রভু উদ্ধার করিল।
একদিন জগদীশ হিরণ্যের ঘরে
প্রসাদ খাইল প্রভু শ্রীহরি বাসরে।
শিশুরূপে ক্রন্দন করিয়া নিজ সুখে
শ্রীহরি কীর্তন বোলাইল সর্বমুখে।
ষষ্ঠী বাবা মৃদঙ্গ খোল করতাল
শিশু সঙ্গে আরম্ভিল কীর্তন রসাল।
আদি খণ্ডে কতরূপ খেলে প্রভু রঙ্গে
গোকুলে বিহরে যেন শিশুগণ সঙ্গে।
হরিনাম রাম জপময়ে করিল প্রকাশ
সকল জগৎ গুরু প্রভু শ্রীনিবাস।
ষষ্ঠী পূজার দ্রব্য লীলায়ে খাইয়া
আখাটি পাড়িল হাণ্ডি কলসী ভাঙ্গিয়া।
গঙ্গাদাস দ্বিজ স্থানে পড়িবারে দিল
অল্পে অধ্যাপক প্রভু সর্বশাস্ত্রে হৈল।
পড়িল সকল বিদ্যা করি গুরু লক্ষ্য
অষ্টাদশ বিদ্যাএতে প্রভু হৈলা দক্ষ।
আদি খণ্ডে সকল পড়ুয়া সব মেলি
সুধাসুধি করিয়া গঙ্গায় করে কেলি।
সর্বশাস্ত্রে বিজয়ী গৌরাঙ্গ নিজ সুখে
ত্রিভুবনে হেন নাহি তরয়ে সংমুখে।
একদিন সভামধ্যে মুরারি গুপত
বুঝাএন ব্রহ্মতত্ত্ব অভেদ এ যত।
শুনিয়াত মহাপ্রভু কহে লাড়ি মাথা
কালি পাইব আহ্মি এই তত্ত্বকথা।

আরদিন মুরারি গুপ্তের পূজা কালে
প্রস্রাব করিয়া শিব ভিজাইল জলে।
বরাহ রূপতে তার ভ্রম ঘুচাইল
পশ্চাতে মুরারি গুপ্ত স্তব বহু কৈল।
বিদ্যাগুরু গঙ্গাদাস দ্বিজ সঙ্গে
গঙ্গাস্নানে গোরাঙ্গ গিয়াছিলা রঙ্গে।
পূজার ফুলের সাজি ভাসি যায় স্রোতে
প্রভুরে কহিল ফুলের সাজি আনিতে।
সাজি আনিবারে প্রভু যতদূরে যায়ে
পদ্মপুষ্প ফুটিয়া যায়েত পায়ে পায়ে।
পদ্মে পদ্মে চড়ি প্রভু সাজি আনি দিল
দেখি বিপ্র স্তব করি চরণে ধরিল।
এই ভিক্ষা মাঙ্গো প্রভু করি পরিহার
পুন তুহ্মি মোরে না করিবে নমস্কার।
প্রভু পারিষদ জনমিলা যথা যথা
সর্বত্রেই প্রচার হইল এই কথা।
আইলা নদীয়া সভে প্রভুরে দেখিতে
আইলা অদ্বৈত চন্দ্র শান্তিপুর হৈতে।
পারিষদ সঙ্গে কৈল প্রভুর সম্ভাষ
আইলা বুড়ন হইতে শুনি হরিদাস।
শ্রীহট্ট হইতে গদাধর শিশুকালে
পিতামাতা সঙ্গে আইলা গঙ্গাবাস ছলে।
দর্শনমাত্রতে গদাধর মিশাইলা
চৈতন্যের প্রাণের দোসর যেন হৈলা।
শ্রীনিবাস পণ্ডিত আইলা তথা হইতে
নানা দেশে পারিষদ হৈলা একত্রেতে।
একদিনে শ্রীনিবাস গৃহে গৌরমণি
আহ্মা ছাড়ি নরসিংহ পূজে এত জানি।
তাহার সাক্ষাতে চতুর্ভুজ রূপ হৈয়া
জন্মাইল বিশ্বাস তার সদয় হইয়া।
হিরণ্যাক্ষ জগদীশ পণ্ডিত দুজনে
একাদশী করি বিষ্ণু পূজে একদিনে।
সেসব নৈবেদ্য প্রভু বসিয়া খাইল
দেখিয়া তাহারা দোহে ভাগ্য করি নিল।
সপ্ত বৎসরে তবে কর্ণভেদ কৈল
নবম বৎসরে যজ্ঞ উপবীত দিল।
কৌমার পৌগণ্ড গেল হইলা কিশোর
বিভা দিতে ইছা কৈল মিশ্র পুরন্দর।
বল্লভ আচার্য কন্যা কমলা গোসানি
প্রভুরে দিলেন বিভা লক্ষ্মীসম মানি।
কথোদিনে দৈবে তারে দংশিল সর্পতে
বৈকুণ্ঠ গমন কৈল সেই তেন ক্ষতে।
তবে সনাতন নাম পণ্ডিতের কন্যা
বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা দিল জগতের ধন্যা।

জগন্নাথ মিশ্র পাইল বৈকুণ্ঠলোক
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শচীর দুই শোক।
দিগ্বিজয়ী বিপ্র এক আসিয়া নদীয়া
জিনিল পণ্ডিত সব বিচার করিয়া।
জয়পত্র লইবারে আছয়ে বসিয়া
এত কথা লোকমুখে গৌরাঙ্গ শুনিয়া।
তার সনে প্রভু বিচারিল বিদ্যাকলা
নিরস্ত না হয়ে ক্রোধে বিশ্বরূপ হৈলা।
সহস্র জিহ্বায়ে সহস্রেক সরস্বতী
বিচারিতে দিগ্বিজয়ী দেখে মূর্তিবতী।
নিরস্ত হইয়া স্তব বহুতর কৈল
তবে মহাপ্রভু তারে সদয় হইল।
আদি খণ্ডে গয়া গেলা প্রভু স্বইছাতে
ঈশ্বরপুরীকে কৃপা করিল তথাতে—
আদি খণ্ডে লীলা কত করিলেন আর
সেসব লিখিতে সূত্র হয়েত বিস্তার।
বাল্যলীলা আদি গয়াগমন অবধি
আদিখণ্ড লীলাপূর্ণ এই গ্রন্থ বিধি।
আদিখণ্ডে গৌরসিংহ হইলা বিদিত
চিনিলেন পাদপদ্ম ভৃঙ্গ যত যত।

মধ্যখণ্ড

মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতাদি সর্ব সঙ্গী সঙ্গে
শ্রীনিবাস ঘরে খট্টায়তে প্রেমরঙ্গে।
তাম্বুল যোগান শ্রীপণ্ডিত গদাধর
সভাকার ভাব প্রভু বুঝিয়া অন্তর।
মুকুন্দে বাহিরে এড়ি সভার বিশ্বাস
জন্মাইতে নানারূপ হইলা প্রকাশ।
বরাহ নৃসিংহ আদি যার ভাবি যেই
চতুর্ভুজ বিষ্ণু আদি দেখে সেই সেই।
কেহো দেখে শ্যামরূপ মুরলী অধরে
নিজ ইষ্ট করি সভে জানিল প্রভুরে।
প্রভু প্রভু করি কান্দে চরণে ধরিয়া
বাহিরে মুকুন্দ কান্দে সে সব শুনিয়া।
শুনি শ্রীনিবাস শ্রীচরণে নিবেদিল
মুকুন্দের রীত প্রভু সকল কহিল।
যতেক পুছয় যত করয়ে বিচার
আত্মারে বিশ্বাস নাহি ভাব নিরাকার।
অনেক মিনতি পুন কৈল শ্রীনিবাস
তবে তারে কৃপা করি হইলা প্রকাশ।
একদিন মহাপ্রভু সর্বসঙ্গী লৈয়া
সংকীর্তন আরম্ভিল জীবের লাগিয়া।
শ্রীনিবাস রামানন্দ গোবিন্দ মুকুন্দে
চারিজনে করতাল দিল নিজানন্দে
গঙ্গাদাস বনমালী দোহারে ডাকিয়া
আপনে মৃদঙ্গ কান্ধে দিলেন তুলিয়া।
সংকীর্তন ধ্বনি হৈল নদীয়া ভরিয়া
ব্রাহ্মণ যবন ধায় প্রেমায়ে ভুলিয়া।
আনন্দে মাতল প্রভু পারিষদ সাথ
সংকীর্তন মাঝে নাচে তিন লোক নাথ।
ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী যেই প্রেম অভিলাষে
গোপী গোপ ব্রজবাসী যে প্রেম বিলসে।
হেন প্রেম প্রভু আচণ্ডাল আদি করি
যাচিয়া যাচিয়া দেয় দন্তে তৃণ ধরি।
হেন প্রেমে যেই জন বঞ্চিত হইল
নিশ্চয় জানহ তারে বিধি বিড়ম্বিল।
আর দিন প্রভু সব সঙ্গীরে ডাকিয়া
কহে গদ গদ বাণী সকরুণ হৈয়া।
আসিল সংসার কলিযুগ ঘোরতর
সর্বধর্ম বিবর্জিত হৈল সব নর।
হরিনাম বিনে কোন ধর্ম সিদ্ধ নয়
মহা মহাপাপ যায়ে ভস্ম রাশি হয়।
হরিনাম দিতে সভাকারে আজ্ঞা দিল
দণ্ডবৎ করি আজ্ঞা মস্তকে ধরিল।
অভেদ চৈতন্য-দেহ অদ্বৈত ঠাকুর
সঙ্গী সঙ্গে করি গিয়াছিলা শান্তিপুর।
শ্রীনিবাসে কহি রামাইরে পাঠাইয়া
অনেক করিল প্রেম অদ্বৈত আনিয়া।
কৃষ্ণ-কথা আলাপনে দিবারাত্রি রহে
শুনি শচী দুঃখী হৈয়া সর্বজনে কহে।
বিশ্বরূপ পুত্র মোর গৃহবাসী ছিল
আচার্যের আলাপনে সন্ন্যাসী হইল।
এবে একপুত্র নিমাইমাত্র আছে
ভুলাইয়া সন্ন্যাসী করেন তারে পাছে।
এত শুনি অদ্বৈত গোসাঞি দুঃখীমন৷
শচী পাইয়া তার করিল সান্ত্বনা।
নিত্যানন্দ চৈতন্যের মিলন যেমন
সূত্রমাত্র কহি তাহা শুন সর্বজন।
একচাকা গ্রামে হাড়ো পণ্ডিতের ঘরে
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ নানা লীলা করে।
দৈবে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মাগি নিল
সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রভু সর্বতীর্থ কৈল।
এইমত বিংশতি বৎসর তীর্থ কৈল
মথুরা মণ্ডলে তবে বিশ্রাম করিল।
নদীয়ায়ে অবতার কৈল গৌরমণি
লোকমুখে শুনি মনেমনে অনুমানি।
মথুরা ছাড়িয়া আইলা নদীয়া নগরে
বাসা কৈল শ্রীনন্দন আচার্যের ঘরে।

সেইদিনে রাত্রে স্বপ্ন দেখি বিশ্বম্ভর
বলরাম বেশভূষণ লীলা স্বর।
প্রভাতে সর্ব সঙ্গীরে কহিয়া স্বপনে
সর্ব সঙ্গে গেলা নিত্যানন্দ দরশনে।
দোহোঁ দরশনে যত আনন্দ পাথার
সেসব কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার।
নিত্যানন্দে বাসা দিল শ্রীনিবাস ঘরে
আপনে মালিনী দেবী যার সেবা করে।
নিত্যানন্দ ব্যাসপূজা করিল বিধানে
পারিষদ লৈয়া প্রভু দেখিল আপনে।
হাতে তুলি নিত্যানন্দ দিব্য পুষ্পমালে
প্রেমানন্দে তুলি দিল গৌরাঙ্গের গলে।
ষড়ভুজ হইলা প্রভু অদ্ভুত আকার
দেখিয়া নদীয়া লোক হৈল চমৎকার।
মহাভাবে নৃত্যপ্রভু করিল তথাতে
শ্রীনিবাস আদি সব পারিষদ সাথে।
সম ভাই হেন নিত্যানন্দে প্রেম করে
সঙ্গী সব অবিশ্বাস হয়েন অন্তরে।
জানি প্রভু গঙ্গার পুলিনে রৌদ্রে বসি
কৃষ্ণ কথাচ্ছলে নিত্যানন্দে পরকাশি।
প্রভু কহে নিত্যানন্দ তোহ্মারি বিদ্যমানে
রৌদ্রে সভে ক্লেশ পায় না নিবার কেনে।
প্রভুর আজ্ঞায়ে নিত্যানন্দ মহামনা
করিলেন ছায়া ধরি সহস্রেক ফণা।
দেখি চমৎকার সঙ্গী সভার অন্তরে
মো সভার মন বুঝি প্রভু হেন করে।
জানি প্রভু এত যায় পরম আনন্দে
পথে কলাবন দেখি কন নিত্যানন্দে।
কলা মাগিয়া লই কিছু সভে মিলি খায়
শুনিলা মাত্রতে গেলা নিত্যানন্দ রায়।
বাকুয়াতে যত ধরে মাগিলেন কলা
যত আনে তত ধরে গৃহস্থ কাঁপিলা।
সমাধান দিয়া তবে কলা আনি দিল
কলা খাইয়া প্রভু হাত ধুইতে চাহিল।
বাকুয়ার ঘায়ে জল দিলেন তুলিয়া
চমৎকার সঙ্গীসব প্রভাব দেখিয়া।
অপরাধ ক্ষমিবারে করিল বিনয়
প্রভু কহে নিত্যানন্দ ক্ষমিলে সে হয়।
রাধা আসি নিত্যানন্দের পাদোদক নিয়া
অপরাধ ক্ষমাইল কপিন বাঁটিয়া।
কপিন বাঁটিয়া দিল প্রভু নিত্যানন্দ
সর্বসঙ্গীগণে হৈলা পরম আনন্দ।
নিত্যানন্দের প্রসাদ কপিন পাইয়া
রাখিল দেবতা ঘরে প্রসাদ করিয়া।

একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের অঙ্গনে
আবেশে করয়ে নৃত্য পারিষদ সনে।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দুহিতা ভ্রাতার
নারায়ণী নাম তার চারি বৎসরের।
মহাভাবময় প্রভু দেখিয়া সংমুখে
চর্বিত তাম্বুল প্রভু দিল তার মুখে।
'আল রাণ্ডি' বুলি তেঞি কহেন তাহারে
বৃন্দাবন দাস জন্ম যাহার উদরে।
শ্রীনিবাস গৃহে প্রভু পারিষদ সঙ্গে
পরম আবেশে নাচে সংকীর্তন রঙ্গে।
সঙ্কীর্তন সঙ্গে শ্রীনিবাস পুত্র মৈল
কীর্তন অবধি হৈলে তারে পোড়াইল।
শোক দেখি মৃতপুত্র জীবদশা পাইয়া
খণ্ডিল তাহার শোক আপনা চিনাইয়া।
বৃহস্পতি পিতা শাপে জন্ম হৈল এথা
পরিত্রাণ হেতু বুলিল শুন তার কথা।
কলিযুগে গৌরাঙ্গ কীর্তন করিতে
শব্দমাত্রে দেহ ছাড়ি আসিবা এথাতে।
কহিয়া তিহো গেলা নিজ স্থানে
শ্রীনিবাস নিবেদিল প্রভুর চরণে।
খোলাবেচা শ্রীধর নামেতে বিপ্র ছিল
পাটধার খোলা দিয়া প্রভু তুষ্ট কৈল।
কৃপা করি প্রভু খোলাবেচা দূর কৈল
প্রভুর আজ্ঞায়ে নির্ভরসিয়া হইল।
জগাই মাধাই দুই পাষণ্ড আচারি
ব্রাহ্মণ শরীরে মদ্য মাংস ভক্ষ করি।
ব্রহ্মবধ গোবধ স্ত্রীহত্যা করে
সহস্র কায়েতে পাপ লিখিতে না পারে।
কৃপা করি হেন দোহে করিল উদ্ধার
মহাভাগবত সংজ্ঞা হইল দোহার।
কাজী সব নদীয়ার আছিল দুরবার
তারে জ্ঞান দিয়া প্রভু করিল উদ্ধার।
কুষ্ঠীবিপ্র আসি এক মহা প্রভুস্থানে
অনেক বিনয় কৈল ব্যাধির হরণে।
প্রভু বোলে অপরাধ শ্রীনিবাস স্থানে
আহ্মি ইহা করিতে কি পারি পরিত্রাণে।
কৃষ্ণ অপরাধ কল্পঅন্তে হয় ক্ষয়
বৈষ্ণব অপরাধ ক্ষয় কোটি কল্পে নয়।
শ্রীনিবাস স্থানে অপরাধ খণ্ডাইয়া
ঘুচাইল কুষ্ঠ তার সদয় হইয়া।
কীর্তন আর নৃত্য প্রভু বাড়ির ভিতরে
গতাগতে মহাভীড় হইল দুয়ারে।
দৈবে এক শিষ্যবিপ্র শরীর দুর্বলে
যাইতে না পারে কেহো না শুনয়ে বোলে।

ক্রোধ করি বিপ্র মহাপ্রভুরে সাপিল
অন্যান্তরে কীর্তন শুনিতে না পাইল।
দীনবেশ ধরি তুহ্মি এই সংকীর্তন
দেশে দেশে করহ শুনুক সর্বজন।
লোক মুখে শুনি প্রভু অন্তর্যামী হরি
সান্ত্বনা করিল বিপ্রে মনে দুঃখ করি।
ব্রহ্মশাপ অন্যথা না করয়ে প্রভু কন
প্রভুর অন্তর বুঝে হেন কোন জন।
একদিন সংক্রান্তি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে
মহাভাগে ডাকি কহে মনতে অসুখে।
রাত্রিশেষে সন্ন্যাসী আসিয়া একজনে
সন্ন্যাসের মন্ত্র কহিলেক মোর কানে।
মোরে কহে অসার এ সংসারের বাস
ছাড়িয়া চলহ তুহ্মি করিয়া সন্ন্যাস।
কহিতে কহিতে প্রেমসিন্ধু উথলিল
সংসার ছাড়িতে প্রভু উপায় সৃজিল।
প্রভু কথা শুনি ভক্ত সকল সংঘাতে
কত বজ্রঘাত যেন হইল মাথাতে।
ব্যাকুল হইয়া সভে বিস্তর কহিল
শুনি প্রভু তা সভারে পুন বুঝাইল।
কেশব ভারতী আসি প্রভু দরশনে
হইল অনেক কথা মহাপ্রভু সনে।
তবে প্রভু সঙ্গী সবে হিত বুঝাইল
সর্বভক্ত সম্প্রীতে রহিবে এই বুলিল।
অন্যোন্যতে কৃষ্ণকথা আলাপ করিবে
ভক্তি তত্ত্বকথা সর্বলোকে বুঝাইবে।
কৃষ্ণ বৈমুখ জনের ছায়া না চাইবে—
এইমত সঙ্গী সবে অনেক বুঝাইয়া
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে পরোক্ষে সম্ভাষিয়া।
সে দোহারে সকল কহিল গৌরমণি
লোকমুখে শচী তবে এ সকল শুনি।
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হৈব পাইল বার্তা সার
অন্ধকার দেখে দেবী সকল সংসার।
ধীরে ধীরে আসি দেবী গৌরাঙ্গ নিকটে
যত বুলিল সেসব কহিতে প্রাণ ফাটে।
তবে প্রভু মায়েরে অনেক বুঝাইয়া
তবে গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সম্ভাষিয়া।
অনেক প্রকারে তবে তারে বুঝাইল
নিয়ম করিয়া তবে তারে প্রভু দিল।
একেক নামতে এক তণ্ডুল রাখিহ
দিনান্তে তণ্ডুল যত হইব সমূহ।
সে তণ্ডুল রান্ধিয়া কৃষ্ণেরে নিবেদিবে
সেই মহাপ্রসাদ আপনে পাইবে।
আহ্মার বিয়োগ কিছু মনে না ভাবিহ
কৃষ্ণস্বামী কৃষ্ণস্বামী বুলিয়া ডাকিহ।
ফুফুরি কান্দয়ে দেবী ধরি প্রভু পায়
শুনিয়া পাষাণ ঝরে অন্যে বা কথায়।
সন্ন্যাস করিতে তবে গেল বিশ্বম্ভর
কেশবভারতী স্থানে কণ্টক নগর।
ডুবিলা শোক-সাগরে শচী বিষ্ণুপ্রিয়া
সেসব কহিতে বুক যায়ে বিদরিয়া।
নদীয়ানগর হৈল দিবসে আন্ধার
করুণা বন্যায়ে হৈল নদীয়া পাথার।
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীচন্দ্রশেখর
ব্রহ্মানন্দ মুকুন্দ এ পারিষদ বর।
কথো দূরে যাইয়া মেলিলা বিশ্বম্ভরে
তা সভার সহ গেলা কণ্টক নগরে।
কেশবভারতী স্থানে সন্ন্যাস করিল
প্রকারেত মন্ত্র প্রভু আগে তারে দিল।
স্বপনেতে আহ্মি এক মন্ত্র পাইল
এই মন্ত্র দিবে এত বুলি কর্ণে দিল।
জগদ্‌গুরু প্রভু কে তাহার হৈব গুরু
অখিল লোকের এক বাঞ্ছা কল্পতরু।
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি নদীয়া নগরে
শোকাকুল হইয়া রহিলা অনাহারে।
দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন মহাপ্রভু
কণ্টকনগর আহ্মি না ছাড়িব কভু।
প্রতিমা রূপেতে আহ্মি এহনে জানিবে
ইহারে প্রতিমা জ্ঞান কভো না করিবে।
কণ্টক নগরে প্রভু সন্ন্যাস করিল
মধ্য খণ্ড সম্পূর্ণ এই স্থলে হৈল।

শেষখণ্ড

শেষ খণ্ডে সন্ন্যাস করিয়া শ্রীনিবাসে
চলিলা পশ্চিম মুখে মথুরা উদ্দেশে।
বৈদ্যনাথ হৈতে পুন আইলা ফিরিয়া
কৃষ্ণ না বোলয়ে কেহো দুখিত হইয়া।
কণ্টক নগরে আসি পুন উত্তরিলা
কেশবভারতী দেখি প্রভাতে চলিলা।
দক্ষিণ মুখতে নীলাচল দরশনে
শান্তিপুর গিয়া কৈল আচার্য দর্শনে।
নিত্যানন্দ পাঠাইয়া নদীয়া নগরে
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া আনি সকল সঙ্গীরে।
সভা সম্ভাষিয়া প্রভু নীলাচল যাইতে
নিত্যানন্দ রায় দণ্ড ভাঙ্গিলেন পথে।
তুলসী চৌটিয়ে প্রভু উত্তরিলা গিয়া
পাণ্ডা সব স্বপ্ন দেখি লইল আসিয়া।

সার্বভৌম গৃহে তবে বিশ্রাম করিল
তার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিল।
সার্বভৌম সনে বিদ্যা অনেক বিচারি
দেখাইল ষড়ভুজ তাহারে কৃপা করি।
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল গৌরহরি
কাশীমিশ্র গৃহে আসি উপাদান করি।
দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী
শেষ খণ্ডে সঙ্গে এই সব অধিকারী।
শেষ খণ্ডে প্রভু পুন গৌড়দেশে আইল।
মথুরা দেখিব করি আনন্দিত হৈলা।
বিদ্যাবাচস্পতি ঘরে আসিয়া রহিলা
তবে পুন ফুলিয়া নগরে প্রভু আইলা।
অর্বুদ অর্বুদ লোক দেখিবারে আইল
শেষখণ্ডে সর্বলোক নিস্তার পাইল।
মধুপুরী দেখিতে চলিলা আনন্দিতে
ফিরিয়া আইলা পুন কথো দূর হৈতে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা গৌরবঙ্গে [রঙ্গে]
সদাকৃষ্ণ ভাবাবেশ ভক্তগণ সঙ্গে।
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দে গৌড় পাঠাইল
ভক্তবৃন্দ লই নীলাচলে বিহরিল।
জগন্নাথ রথের সংমুখে নৃত্য কৈল
চতুর্দিগে পারিষদ প্রেমায়ে ভাসিল।
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল গৌরহরি
শেষ খণ্ডে সেতুবন্ধ দরশন করি।
ঝাড়িখণ্ড দিয়া পুন গেল মথুরায়
রামানন্দ রায়ে কৃপা কৈল পথে তায়।
দবীর খাসেরে প্রভু পরিচয় দিলা
প্রভু চিনি দুই ভাই কৃতার্থ হইলা।
রূপ সনাতন নাম থুইল দোহার
ভক্তি গ্রন্থ দোহে বহু করিল প্রচার।
শেষখণ্ডে মথুরায়ে অনেক বিলাস
নানা স্থল মুক্তি সব করিল প্রকাশ।
শেষ খণ্ডে মহাপ্রভু গেলা বারাণসী
পুন রাস করিলেন নীলাচল বাসী।
অহনিশি কীর্তন করিল গোরা রায়
মহাভাবে মগ্ন প্রভু হইলা তথায়।
গৌড়দেশে আসি তবে নিত্যানন্দ রায়
ব্যবহার করিলেন চৈতন্য আজ্ঞায়।
বসু জাহ্নবী বিভা করিল তথায়
বীরভদ্র গঙ্গাদেবী প্রকাশ লীলায়।
কে কহিব তার লীলা বুঝন না যায়
বহু জীব নিস্তারিল চরণ কৃপায়।
নীলাচলে মহাপ্রভুর যতেক বিহার
করিতে তাহার সূত্র শক্তি আছে কার।
হরিনাম জীবে প্রকাশিল যুগধর্ম
প্রকাশিল উপাসনা গূঢ়ভক্তি মর্ম।
জীব নিস্তারিয়া প্রভু নিজ সঙ্গীসহ
নিজ ধাম শুভ কৈল না লখিল কেহ।
তিন খণ্ড সূত্র এই সংক্ষেপে কহিল
দিগ্‌দরশন মাত্র লোকে জানাইল।
শ্রীচৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ সংক্ষেপতে
কহিল শাস্ত্র সংগ্রহ দেখি সাধুমতে।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপা অবলেশে
সাহসে প্রবর্ণই যে না বুঝি বিশেষে।
ধৈরজ ধরিয়া চিত্তে রহিতে না পারি
সদা গৌরগুণ গাই শুনি মনে করি।
বন্দিয়া চৈতন্য-চান্দের চরণ মাধুরী
এ ব্রজমোহন দাস গ্রন্থ পূর্ণ করি।

ইতি শ্রীচৈতন্য তত্ত্বপ্রদীপে সাঙ্গোপাঙ্গ গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ শর্ম্মণ স্বাক্ষরমিদং স্ব কীঞ্চ। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬২৫ তেরিখ ১৩ ফাল্গুণ।

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং।